

Vol. 7 | No. 2 | 1963

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

'রসুলবিজয়' ॥ জয়েন উদ্দীন বিরচিত ॥

Volume	7
Issue	2
Year	1963
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	December 16, 1963
DOI	10.62328/sp.v7i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v7i2.5
Pages	115-197
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

'রসুলবিজয়'

॥ জয়েন উদ্দীন বিরচিত ॥

[আহমদ শরীফ]

॥ ভূমিকা ॥

॥ সূচনা ॥

কবি জয়েন উদ্দীনের 'রসুল বিজয়' কাব্যের একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। সংগ্রাহক মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত। এর পর পঞ্চাশ বছর গত হয়েছে, কিন্তু এ কাব্যের আর কোনো পাণ্ডুলিপি কারো চোখে পড়েনি। ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে কি-না, বলা যায় না। এ অনিশ্চয়তার দরুন, আমাদের হাতে যতটুকু এসেছে, তাই ইতিহাসকার ও গবেষকদের আলোচনার সুবিধার জন্যে ছেপে দেয়া বাঞ্ছনীয় মনে করছি। অবশ্য সাহিত্য বিশারদ ১৩২০ সালে[১] এই পাণ্ডুলিপির বিস্তৃত পরিচয় দেন এবং তখন থেকেই বিদ্বানদের মধ্যে এ বিবরণ-ভিত্তিক আলোচনা শুরু হয়।

॥ পাণ্ডুলিপি পরিচিতি ॥

১২″×৭″ পরিমিত তুলোট কাগজে লেখা। বইএর আকারে মুসলমানি কায়দায় ডান দিক থেকে শুরু। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৯-৬৩ পত্র বিদ্যমান। এর মধ্যে ৫৭ সংখ্যক পত্র নেই। হাতের লেখা বিশ্রী ও অবিশ্বাস্য ভাবে দুষ্পাঠ্য। পাঠোদ্ধার রীতিমত সাধনা-সাধ্য ব্যাপার। পাঠ অত্যন্ত অশুদ্ধিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে চরণ বাদ পড়েছে। লিপিকাল নেই। লিপিকরেরও নাম নেই। তবে হস্তাক্ষর আমাদের পরিচিত। পেশাদার লিপিকর কালিদাস নন্দীর লেখা। অতএব পাণ্ডুলিপিটি ১২৫।৩০ বছরের পুরোনো। পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে।

---

১. বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা পৃঃ ১০৬—৮।

॥ কাব্যের নাম ॥

পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত বলে নাম-পৃষ্ঠা কিংবা পুষ্পিকা-সূত্রে কাব্যের নাম জানা যায়নি। তবে ভণিতা দেখে মনে হয় কাব্যের নাম "রসুল বিজয়"। যেমন ঃ

ক. শ্রীযুত ইছুপ খান জ্ঞানে গুণবন্ত
রসুল বিজয় বাণী কৌতুকে শুনন্ত।

খ. রসুল বিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি
মনে প্রীতি বাসিল সভান।

গ. রসুল বিজয় বাণী সুধারস ধার
শুনি গুণিগণ মন আনন্দ অপার।

॥ পীর ও আদেষ্টা ॥

আলোচ্য পাণ্ডুলিপির গোড়ার আট পাতা নেই। মনে হয় এতে রেওয়াজ মতো হামদ, না'ত, পীর-প্রশস্তি, প্রতিপোষক-পরিচিতি ও কবির আত্মপরিচয়াদি লেখা ছিল। এখন ভণিতা কয়টিই আমাদের সম্বল, এগুলো থেকেই আমরা কবির ও কাব্যের এবং পীরের ও পৃষ্ঠপোষকের নাম পাচ্ছি। কবির নাম জনুদ্দিন, জয়দ্দিন, জএনুদ্দিন, জএনুলদ্দিন রূপে লেখা রয়েছে। কাব্যের নাম রসুলবিজয়, পীরের নাম শাহ মুহম্মদ খান আর আদেষ্টা বা প্রতিপোষক হচ্ছেন ইউসুফ খান; তিনি 'রাজরত্ন, রাজেশ্বর, নায়ক ও সুনায়ক' বলে আখ্যাত হয়েছেন। কবি পষ্ট করে বলেছেন যে, রাজরত্ন শ্রীযুত ইউসুফ খানের আরতির জন্যে পীর শাহ মোহাম্মদ খানের চরণ ধ্যান করে 'পাঞ্চালি' রচনা করেছেন। ভণিতাভাগে কবি অনেক বিশেষণ প্রয়োগ করে পীরের ও ইউসুফ খানের গুণপণার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তাতে স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে আমাদের মনের সংশয় ঘোচে না। আমরা এখানে ভণিতাগুলো উদ্ধৃত করলাম।

১. হীন জএনুদ্দিনে কহে পাঞ্চালির ছন্দ।
শুনি গুণীগণ মনে ঝরে মকরন্দ।
২, দানে ধর্মে হরিচন্দ্র মান্যগুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইছুপ খান আরতি কারণ জান
বিরচিলুঁ পাঞ্চালি সন্ধান॥
ভাবে ভব কল্পতরু জানে শক্রজ্ঞানে গুরু
ধ্যানে হয় মহেশ সমান।
শান্তদান্ত গুণবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
পীর শাহা মোহাম্মদ খান॥
তান পদ-রজ-পঙ্ক ভালে তিল পরি রঙ্গ
কহে জএনুদ্দিন [ইহ] লোকে।
ধর গিয়া সে চরণ জয় দিব নিরঞ্জন
কি শোকে ভাব মন দুখে॥

৩. করুণা সাগর পীর গুণের সাগর।
অসীম মহিমা পীর ধীর সিন্ধুবর॥
শাহা মোহাম্মদ পীর রূপে পঞ্চবাণ।
অনন্ত কি কহিব অন্ত তাহার বাখান॥
কমল চরণ রেণু শিরেত করিয়া।
হীন জনুদ্দিনে কহে পাঞ্চালি রচিয়া॥
শ্রীযুত ইছুপ খান জ্ঞানে গুণবন্ত।
রসুল বিজয় বাণী কৌতুকে শুনন্ত॥

৪. রসুল বিজয় বাণী অমৃতের ধার।
শুনি মনে সব ধিক আনন্দ অপার॥
সদয় হৃদয়ময় দয়াশীল নিধি॥
শাহা মোহাম্মদ খান সর্বগুণ নিধি॥
তানপাদপদ্মে বন্দি ধেয়ানে ধেয়াই সার।
শিশু জএনুলদ্দিনে কহে পাঞ্চালি পয়ার॥

৫. দানে কর্ণ মানে কুরু জানে শক্র-জ্ঞানে গুরু
ধ্যানেত শঙ্কর সম জান।
শান্ত দান্ত গুণবন্ত ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত
পীর মোহাম্মদ খান জান॥
তান পদ রেণু লৈয়া নয়ানে কাজল দিয়া
জয়দ্দিনে রচিল পয়ার॥

৬. শ্রীযুত ইছুপ খান রাজেশ্বর গুণবান
সুরুচির সুবুদ্ধি সুঠাম।
রসুল বিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি
মনে প্রীতি বাসিল সভান॥
কলেবরে কম্পন ধীর যেন কল্পতরু বর
জ্ঞান ধ্যান অতি ধীর জন।
ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত অনন্ত কি কহিব অন্ত
পীর শাহ মোহাম্মদ জান॥
তানপদ যুগ ধরি শিরে শিরত্রাণ করি
পাঞ্চালি রচিল শিশুবুদ্ধি।

৭. হীন জএনুলদ্দিনে কহে নবীর চরণ
ভজিয়া শরণ মাগি উদ্ধার কারণ॥

৮. রসুল বিজয় বাণী শুধারস ধার।
শুনি গুণীগণমন আনন্দ অপার॥
সুধীর সুজ্ঞানবন্ত [অতি] সুনায়ক।
শুনি পরিতোষ ভেল ইছুপ নায়ক॥

৯. শাহা মোহাম্মদ পীর তান পদে মনস্থির
সেই পদ প্রসাদে পয়ার।
জএনুলদ্দিনে কহে আর কেবা পারে মারিবার
যাহারে রাখএ করতার॥

১০. হীন জএনুলদ্দিনে কহে ভাবি একেশ্বর
কে বুঝিতে পারে তার অনন্ত মহিমার।

১১. আমীর উদ্ধার বাণী শুনি গুণসার
শ্রীযুত ইছুপ মন আনন্দ অপার।
শিশু জনুদ্দিনে কহে পাঞ্চালি পয়ার
কে মারিতে পারে যারে রাখে করতার।

মোট এগারোটি ভণিতায়ঃ ক. দুটোতে কবির নাম নেই,
খ. দুটোতে কবির নাম জএনুদ্দিন,
গ. তিনটেতে জনুদ্দিন,
আর ঘ. চারটেতে জএনুলদ্দিন রয়েছে।

অতএব কবির প্রকৃত নাম "জএনুলদ্দিন" ছিল বলেই অনুমান করতে হয়। তবে 'জএনুদ্দিন ও জনুদ্দিন'কে অভিন্ন মনে করলে অর্থাৎ 'জনুদ্দিন' জএনুদ্দিনের বিকৃতি বলে ধরে নিলে কবির নাম 'জয়নুদ্দীন' বলেই মানতে হয়।

ক. তিনটে [২, ৩, ৬] ভণিতায় পীর ও পৃষ্ঠপোষকের নাম যুগপৎ উল্লিখিত হয়েছে।

খ. তিনটে [৪, ৫, ৯] ভণিতায় কেবল পীরের চরণ বন্দনাই রয়েছে।

গ. দুটোতে [৮, ১১] কেবল প্রতিপোষকের উল্লেখ আছে।

ঘ. তিনটেতে [১, ৭, ১০] পীর বা প্রতিপোষকের নাম নেই।

ঙ. দুটোতে [৬, ৮] কবির নাম নেই।

সুতরাং পীরের নাম ছয়বার, পৃষ্ঠপোষকের নাম পাঁচবার এবং কবির নাম নয়বার পাচ্ছি।

১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত কবি মুহম্মদ খানের "মক্তুল হোসেন" কাব্যে চট্টগ্রামের খ্যাতনামা পীরগণের নাম আছে। সেখানে শাহ মুহম্মদ খানের নাম নেই।

২, ৬, ৮ সংখ্যক ভণিতায় ইউসুফ খানকে যথাক্রমে রাজরত্ন, রাজেশ্বর, (রাজস্বর) নায়ক ও সুনায়ক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আমরা পরাগলী মহাভারতে সেনাপতি ও যুবরাজ অর্থে 'নায়ক' ব্যবহৃত হতে দেখেছি। আবার শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দরে 'যুবরাজ'কে রাজা এবং শাহ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

ক. শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিধান।
খ. ছিরি পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
গ. রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।

।। রচনা কাল ।।

আলোচ্য খণ্ডিত কাব্যে রচনাকাল পাওয়া যায়নি। পাণ্ডুলিপিটিও অর্বাচীন। কবির পীর ও সম্ভবত কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না। বাহ্য কোন তথ্য প্রমাণেও কবির আবির্ভাব কাল নির্ণয়ের উপায় নেই। অবশ্য অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান সে চেষ্টাও করেছেন। আমরা তা যথা সময়ে আলোচনা করব। আভ্যন্তরীন কোনো তথ্যও আমাদেরকে কোনো প্রত্যয়ে পৌঁছায় না, যদিও অনুমানের অবকাশ দেয়। আর ভাষা বিচারে কোনো নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত করা যায় না।

প্রথমেই ভাষার কথা ধরা যাক। রসুলবিজয়ের ভাষায় প্রাচীনতার নিদর্শন দুর্লক্ষ্য। রাজাক, আলিক, জানসি, চিনসি, প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বরং গোড়ার কয়েক পাতায় নিকলি, মালুম, ঢালিয়া, খোসাল, নেহাল, হদ, দিল, বাত, ফরমাইল, ফেকিলা প্রভৃতি দোভাষীপুথি সুলভ শব্দের ব্যবহার পাই। তবে কি রসুল বিজয় কোন সময় বটতলায় ছাপা হয়েছিল? ভাষা দেখে কাল নির্ণয় সবক্ষেত্রে নিরাপদ নয়। কেননা মানুষ বিশেষে রচন-শৈলী বিভিন্ন। বিশেষ করে গঠন যুগে (Formative period এ) ভাষা প্রতিভা-বানের হাতে নতুনত্ব পায়। ১৮৪৫ থেকে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের বাংলা ভাষার লেখকগণের বিভিন্ন লিখন-ভঙ্গীর কথা স্মরণ করলে আমরা এর সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হব। আমাদের হাতে অন্য প্রমাণও আছে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কবি মুহম্মদ দানিশ[১] তাঁর 'জ্ঞান বসন্ত বাণী' গ্রন্থে এবং আঠারো

১. মাহেনও — ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ সন।

শতকের শেষ পাদের কবি মুহম্মদ জীবন[২] তাঁর 'বানুহোসেন-বাহরামগোর' উপাখ্যানে পনের-ষোল শতকের ভাষার রূপ রক্ষা করেছেন। যেমন মুহম্মদ জীবনের কাব্যে ক্রিয়ারূপ : কহোঁ, নহোঁ, আসিছোঁ, কহসি, চিনসি, বদএ। কর্মে 'ক' বিভক্তি — কন্যাক, মোক, তোক, তাক প্রভৃতি। সর্বনাম — তছু, মোত প্রভৃতি। আবার কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাষা কত অর্বাচীন! ভাষা-নির্ভর সিদ্ধান্ত যে অচল, এ যুগেও তার প্রমাণ রয়েছে। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের রচনা-পড়ুয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী যে বাংলা লিখতেন, তাতে তাঁদেরকে আজকের দিনের লেখক বলে চালিয়ে দেয়া যায়, আবার এখনকার অনেক লেখক উনিশ শতকী ঢঙে আজো লেখেন। আর এক কথা, জনপ্রিয় রচনার ভাষা লিপিকর পরম্পরায় পরিবর্তিত হয়েও আধুনিক রূপ লাভ করে। প্রমাণ, বৈষ্ণব পদাবলী ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ। কাজেই ভাষার প্রমাণে কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। নইলে চোখ বুঁজে বলা যেতো, 'রসুলবিজয়' আঠারো শতকের রচনা।

এবার বাহ্য প্রমাণের কথা বলি। অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানই এই তত্ত্বের উদ্ভাবক। তাঁর মতে "জইনউদ্দীন ছিলেন বারবক শাহের সভা কবি।[৩] জইনউদ্দীনের প্রকৃত নাম জইনউদ্দীন খান — জাতিতে পাঠান। তিনি ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও বাংলা ভাষাতে কাব্য রচনা করিয়াছেন।.....জইনউদ্দীনের জন্মস্থান হিরাট। তাঁহার আর একটি নাম ছিল ফতেখান। ফারসী কবিতায় তিনি নাকি ফতেখান বলিয়াই প্রচলিত ছিলেন। এই কারণেই 'রসুল বিজয়ের' রচয়িতা যে আমীর জইনউদ্দীন তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সেকালে ফারসীতে সুপণ্ডিত অনেক মুসলমান পাঠান কবিই বাংলায় কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আলাওল খান ও মোহাম্মদ খান বিশেষ পরিচিত। বারবক শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেই যুবরাজ ইউসুফ খান আমীর জইনউদ্দীনকে রসুলের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিতে বলেন। ইহার

২. বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা — ১৩৬৭ সাল।

৩. ডক্টর এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ্ মনে করেন : এই বারবক শাহ্ সম্রাট বাহ্লুল লোদীর পুত্র জৌনপুরের সামন্ত শাসক বারবক শাহ্। J. A. S. P. vol. V, P214-15

ফলেই 'রসুল বিজয়' কাব্য সৃষ্টি হয়।... ... বিজয় কাব্যগুলির মধ্যে 'রসুল বিজয়' প্রাচীনতম বটেই এমন কি চণ্ডীদাস হইতে জইনউদ্দীন প্রাচীনতর হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।"[৪] সুফিয়ান সাহেবের এই বিবৃতিতে কোন তথ্য নেই, আছে তত্ত্ব। তত্ত্ব দিয়ে আত্মপ্রসাদ মেলে, ইতিহাস হয় না।

আমীর জইনউদ্দীন হরুয়ী বারবক শাহর (১৪৫৯—৭৬ খ্রীস্টাব্দ) সভা কবি ছিলেন। 'শরফনামা' নামক অভিধান রচয়িতা ইব্রাহীম কায়ুম ফারুকী তাঁকে 'মালেকুল শোয়ারা' বা রাজকবি বলে উল্লেখ করেছেন। কোন ফারসী কবির হিরাট থেকে এসে রুকনউদ্দীন বারবক শাহর সভাকবি হতে বাধা নেই। কিন্তু হিরাটে যাঁর জন্ম তিনি বাঙলা দেশে এসে বাংলা শিখে বাংলা ভাষায় একটি যুদ্ধ কাব্য লিখলেন, (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবন্ধ বা প্রকীর্ণপদ হলেও না হয় বিশ্বাস করা যেতো) এ কথা বিশ্বাস করতে হলে কল্পনার ও সম্ভাব্যতার সীমাও বাড়িয়ে দিতে হয়। আর আলাওল খান ও মোহাম্মদ খান যদি 'পদ্মাবতীর' কবি আলাওল ও 'মক্তুল হোসেন' এর লেখক মোহাম্মদ খান হন, তবে বলব তাঁরা কেউই পাঠান নন। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করি যে তাঁরা পাঠান, তা হলেও তাঁরা কেউ সত্যাগত পাঠান নন — আমরা শেখ-সৈয়দ-পাঠান বংশজ এমনি অনেক বাঙালী কবির পরিচয় জানি। আর যদি জয়েনউদ্দীন একখানা পুরো বাংলা কাব্যই লিখতেন, তা হলে রুকনউদ্দীন বারবক শাহর সভাসদ ও জয়েনউদ্দীনের বন্ধু ইব্রাহীম কায়ুম ফারুকী—যিনি গ্রন্থরচনায় জয়েনউদ্দীনের সহায়তাও পেয়েছিলেন, তাঁর 'শরফনামায়' রাজ-কবির এতবড় কৃতিত্বের কথা নিশ্চয় উল্লেখ করতেন। বিশেষ করে এ জয়েনউদ্দীন খান হরুয়ীই যদি 'রসুল বিজয়' কাব্য লিখতেন, তাহলে তাঁর কাব্যে হিন্দুয়ানি উপমাদি অলঙ্কার, রত্ন প্রভৃতি চরিত্র এবং বাঙলার আবহ এমনি ভাবে পেতাম না। কর্ণ-দ্রোণ-শুক্র প্রভৃতিরও ঠাঁই হতো না। ভাষাও হতো দোভাষী, এ সূত্রে আমীর খুসরুর হিন্দি রচনার কথা স্মর্তব্য। সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ও দুই জয়েনউদ্দীনকে অভিন্ন ভাববার প্রবণতা দেখিয়েছেন; "এঁকে (আমীর জৈনুদ্দীন হরউয়ি) এবং 'রসুল বিজয়' রচয়িতা জৈনুদ্দীনকে

৪. মাহেনও — মার্চ ১৯৫৭, 'কবি জইনদ্দীন'।

অভিন্ন মনে করা যেতে পারে।"[৫] অবশ্য এসঙ্গে তিনি তাঁর সংশয়ের কারণও ব্যক্ত করেছেন। আমরা আমাদের বক্তব্য আগেই পেশ করেছি। কাজেই তাঁর অনুমান খণ্ডনের প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। আমাদের ধারণায় নাম-সাদৃশ্য ছাড়া দু'জনকে অভিন্ন ভাববার আর কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তবে ইউসুফ খানকে কেন্দ্র করে দু'জনকে বড় জোর সমকালের বলে মনে করা যেতে পারে।

এবার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের সন্ধান করা যাক। কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ইউসুফ খানকে 'রাজরত্ন, রাজেশ্বর (রাজস্বর), নায়ক ও সুনায়ক' বলে অভিহিত করেছেন। এতেই আমাদের অনেকের মনে আশা জেগেছে, হয়তো বা ইনি গৌড়ের সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র (১৪৫৯-৭৬ খ্রীঃ) সন্তান ইউসুফ খান! ডক্টর সুকুমার সেন ইউসুফ খানকে কোনো জমিদার বলে অনুমান করেছেন। এ অনুমানের পেছনে যুক্তিও রয়েছে। গত শতকের এমনি সময়ে কক্সবাজারের রামু থানার অন্তর্গত মিঠাসরাহ গাঁয়ের জমিদার আলী হোসেন চৌধুরী (জন্ম ১৮১৫—মৃত্যু ১৮৬৬ খ্রীঃ) কবি-পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর আশ্রয়পুষ্ট চারজন কবির সন্ধান জানি। এঁরা এই সাধারণ বিত্তশালী ব্যক্তিকে তোয়াজের ভাষায় 'নৃপতি, সুলতান, শাহা. রাজেশ্বর' প্রভৃতি বলে অভিহিত করেছেন।[৬] পড়ে কারুর বুঝবার সাধ্য নেই যে আলীহোসেন একজন সাধারণ ধনী মাত্র। তোয়াজ-তোষামোদের ভাষায় চিরকালই এমনি বাড়াবাড়ি থাকে। কৃষ্ণনগর-নাটোর-বর্ধমানের সামন্ত জমিদাররা চিরকাল যে-সব বিশেষণে বিভূষিত হয়েছেন, তাতে মনে হবে মর্যাদায় ও দাপটে তাঁরা দিল্লীর বাদশাহ্‌রও বড়। তোয়াজ-স্তুতির রেওয়াজ মতো যে-কেউ "সসাগরা পৃথিবীর" অধীশ্বর হতে পারেন। কাজেই ইউসুফ খানের কোনো জমিদার হওয়া অসম্ভব নয়।

অপর পক্ষে ইউসুফ খানকে গৌড়ের শাহাজাদা বলেও অনুমান করা যায়। যেমন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক[৭] প্রমুখ করেছেন।

---

৫. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮—১৫৩৮ খ্রীঃ) ২য় খণ্ড—পৃঃ ১২২।

৬. বাঙলা সাহিত্যের প্রতিপোষক—বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৬ সন।

৭. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য পৃঃ ৬০—৬২।

ক. 'ইউসুফ খান' নাম থেকেই বোঝা যায় তিনি তখনো শাহ্ হন নি।

খ. ইউসুফ তখনো যুবরাজ বলেই গৌড় দেশ বা রাজ্যের উল্লেখ নেই। এবং এ কারণেই তাঁকে সুনায়ক, রাজরত্ন ও রাজেশ্বর আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। গৌড়াধিপ বা সুলতান প্রভৃতি যথার্থ রাজযোগ্য উপাধি প্রযুক্ত হয় নি। কেন না যে-কোনো জমিদার ও সুলতানের পারিষদ রাজা, মহারাজা, রাজরত্ন, বা রাজেশ্বর উপাধি পেতে পারতেন যেমন হিন্দু সামন্ত ও পারিষদরা চিরকাল পেয়েছেন। কাজেই উক্ত সব শব্দ সার্বভৌমত্ব (sovereignty) জ্ঞাপক নয়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচয়িতা গুণরাজ খান মালাধর বসু[৮] ও রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস ওঝা[৯] রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্র (১৪৫৯—৭৬ খ্রীঃ) প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন। কাজেই অনুমান করা যায় পরমত-সহিষ্ণু উদার হৃদয়[১০] পিতা বারবক শাহ্ যখন দুই হিন্দু কবি দিয়ে দু'জন অবতারের (কৃষ্ণ ও রাম) মাহাত্ম্য কথা রচনা করিয়েছিলেন, তখন বিধর্মদ্বেষী ও স্বধর্মনিষ্ঠ[১১] পুত্র ইউসুফ খান পিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রসুল-মাহাত্ম্য লিখবার জন্যে কোনো এক বাঙালী কবি জয়েন উদ্দীনকে প্রবর্তনা দিয়েছিলেন। কবির ভণিতা দেখে মনে হয়, কবি নিজে ইউসুফ খানের সভায় তাঁর কাব্য পড়ে শুনাতেন। আমাদের এ অনুমানের স্বপক্ষে আরো একটি নজির আছে। পিতা পরাগল খান যখন কবি

---

৮. ক. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (পূর্বার্ধ) ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ১২৩।

খ. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮—২৫৩৮ খ্রীঃ) সুখময় মুখোপাধ্যায় ঐ পৃঃ ১০২।

৯. ক. ঐ—পৃঃ ১০২।

খ. কৃত্তিবাস — সুখময় মুখোপাধ্যায়।

গ. History of Bengali literature : Dr. Sukumar Sen P. 68.

১০. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮—১৫৩৮) : সুখময় মুখোপাধ্যায় পৃঃ—১৭/১, ১১৯।

১১. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮—১৫৩৮) : সুখময় মুখোপাধ্যায় —পৃঃ ১২১।

পরমেশ্বরকে দিয়ে মহাভারত সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়েছিলেন, তখন পুত্র ছুটি খান[১২] শ্রীকর নন্দীকে নিযুক্ত করেছিলেন অশ্বমেধ পর্ব রচনায়। কাব্যের গোড়ার দিকে যে-আট পাতা নেই, তাতে হয়তো পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় প্রসঙ্গে গৌড় ও গৌড়রাজ দরবারের বর্ণনাও ছিল। কাজেই শাহ্‌জাদা ইউসুফ খানের আগ্রহে 'রসুলবিজয়' রচিত হওয়ার সম্ভাব্যতাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

অতএব ইউসুফ খান যদি কোন জমিদার হন এবং ভাষার অর্বাচীনতায় যদি গুরুত্ব দেই, তা হলে জয়েনউদ্দীনকে আঠারো শতকের কবি বলে মানতে হয়। আর যদি ইউসুফ খানকে গৌড়ের সুলতান-পুত্র বলে স্বীকার করি, তা হলে জয়েনউদ্দীনের কাব্য রচনা কাল ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দ। এবং তখন এও মানতে হবে যে রসুলবিজয়ের পূর্বে ১৪৭৩—৭৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের রচনা শুরু হলেও ওটি সমাপ্ত হয় [১৪৮০ খ্রীঃ] রসুলবিজয় কাব্য রচিত হওয়ার পরে। সুতরাং রসুলবিজয়ই বারবক শাহ্‌র আমলের আদি গ্রন্থ। অবশ্য 'কৃত্তিবাসী রাম-পাঁচালী' যদি তাঁর আমলের প্রথম গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি পায়, তা হ'লে 'রসুলবিজয়' হবে দ্বিতীয় গ্রন্থ। আর সেক্ষেত্রে এটিই আদি জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্যও।

॥ বিজয় কাব্য ॥

অনুমান-তাসের ঘর যখন একবার বাঁধতে শুরু করেছি, তখন তা সম্পূর্ণ না করে উপায় নেই। জানি এ ঘর একদিন ভাঙবে, হয়তো বা আমার হাতেই, তবু মাঝ পথে থামা যাবে না। তাসের ঘর টেকে না, তবু তো লোকে গড়ে! আমাদের আগের অনুমানের ফলশ্রুতি অনুসারে 'রসুলবিজয়' বিজয়কাব্যেরও আদি হয়ে দাঁড়ায়; যদিও ডক্টর সুকুমার সেন বলেন "বিজয়কাব্য' মানে দেবতার জয়যাত্রা বা জয় কাহিনী। কল্যাণের দিক দিয়া দেখিলে 'মঙ্গল', ভক্তির চোখে দেখিলে বিজয়। মঙ্গল ও বিজয় দুই স্বতন্ত্র কাব্য বলিয়া ধারণা করা অত্যন্ত ভুল।"[১৩] কিন্তু কোনো কোনো কাব্যে বিশেষ করে মুসলিম রচিত কাব্যে 'বিজয়' শব্দটি সামান্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ বিষয়বস্তুর সঙ্গে নামের পুরো অর্থ সঙ্গতি রয়েছে। অতএব

১২. ডক্টর সুকুমার সেনের মতে শ্রীকর নন্দীর আদেষ্টা পরাগল—তাঁর পুত্র ছুটি খান নন। বাঃ সাঃ ইঃ (পূর্বার্ধ) পৃঃ ২৫১ পৃষ্ঠা।

১৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (পূর্বার্ধ)—পৃঃ ১০৩।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয়, কবি মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়, মীর ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয় ও সত্যপীরবিজয় কিংবা কবি শেখরের গোপালবিজয় নাম ডক্টর সুকুমার সেনের সংজ্ঞানুগ হলেও জয়েনউদ্দীন, শাবিরিদ খান ও শেখ চাঁদের রসুলবিজয়, ও বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পাণ্ডববিজয় এবং ফয়জুল্লাহ্‌র গাজীবিজয়-এ 'বিজয়' শব্দটি আক্ষরিক অর্থেই প্রযোজ্য ও প্রযুক্ত।

কেউ কেউ মনে করেন 'বিজয়' নামের মোহে পড়েই পরবর্তী কবিগণ কাব্যের নাম 'বিজয়' রাখেন। এতে কিছু সত্য আছে বলে মনে করি। কেননা আমরা দেখেছি গেল শতকের — 'নীলদর্পণ' নামের অনুকরণে বহু দর্পণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর আগেও 'রঘুবংশ' নামের অনুস্মৃতি পাই 'হরিবংশ' ও 'নবীবংশ'-এ। এ ভাবে আমরা 'রসুলবিজয়' (তিনটি), শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গোপালবিজয়, গোপীনাথবিজয়, গৌরাঙ্গবিজয়, পাণ্ডববিজয়, গাজীবিজয়, গোরক্ষবিজয়, মনসাবিজয় প্রভৃতি পেয়েছি। এরূপ বহুল প্রযুক্ত আরো দুটো নাম পাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে — একটি -'মঙ্গল' অপরটি - 'চরিত।'

॥ জীবনী সাহিত্য ॥

আবার এই রসুলবিজয় দিয়েই বাংলা ভাষায় চোখে-দেখা রক্ত-মাংসের মানুষের জীবন-কথা বা চরিত-কথা লেখারও শুরু। এ ধরনের রচনাকে বলা চলে ঐতিহাসিক ব্যক্তির কাল্পনিক রূপায়ণ বা অনৈতিহাসিক জীবন-চিত্র। দ্বিতীয় স্তরে চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলোতে লৌকিক ও অলৌকিক এবং সত্য ও কল্পনার সমতা রক্ষিত হয়েছে।

॥ কবির নিবাস ॥

কবির ভণিতায় প্রকাশ তিনি স্বয়ং ইউসুফ খানকে তাঁর কাব্য পাঠ করে শুনাতেন। ইউসুফ খান যদি গৌড়ের শাহাজাদা হন, তা'হলে কবি গৌড়বাসী বা গৌড়প্রবাসী ছিলেন। রসুলবিজয়ের একটা চরণে আছে — "পদ্মাকূল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ।" এ উৎপ্রেক্ষা থেকে মনে হয় নদীবহুল বাঙালা দেশে পদ্মাই কবির বিশেষ পরিচিত ছিল। সুদীর্ঘ পদ্মার কোন্

তীরে কোন্ অঞ্চলে তাঁর নিবাস ছিল, তা অনুমান-সাধ্য নয়। আবার কাব্যে 'হমাইতে, উয়াস, থু, থোন, ধাবাম, বুড়তি, আতাক্ষ্যা, পোলাদি প্রভৃতি বিশেষভাবে চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দও রয়েছে।

অনুমানের অশ্ব ছুটিয়ে অনেক দূর এগুলাম। যা কিছু সম্ভব সব তুলে ধরেছি। কিন্তু তথ্য প্রমাণ না মিললে ইতিহাস কিছুই গ্রাহ্য করে না, সে দিক দিয়ে এ পণ্ডশ্রম মাত্র। তবু তথ্য নির্ধারণে এগুলো কিঞ্চিৎ দিশা দিতেও পারে, এ ক্ষীণ আশা রইল। নিঃসংশয়ে তথ্য-প্রমাণ-যোগে সত্য নিরূপণ করতে হলে 'রসুলবিজয়'-এর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি কিংবা অন্য কোনো সূত্রে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া প্রয়োজন। নইলে ইতিহাস-গ্রাহ্য কিছুই নিশ্চয় করে বলা যাবে না।

॥ কাব্যের বিষয়বস্তু ॥

হযরত মুহম্মদের [দঃ] সঙ্গে ইরাকরাজ জয়কুমের লড়াই-ই এ কাব্যের বর্ণিত বিষয়। এটি যে ঐতিহাসিক কোনো যুদ্ধ নয়, তা কাকেও বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। সৈয়দ সুলতানও তাঁর 'নবীবংশে' এ যুদ্ধ কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এ কাহিনী 'জয়কুম রাজার লড়াই' নামে এটি স্বতন্ত্র পুথি রূপেও চালু ছিল। 'মুসানামা'র কবি মুহম্মদ আকিলেরও এ নামের একটি রচনার নাম শুনেছি। উর্দুতেও এঁদের কিস্সা রয়েছে। জয়কুম সম্ভবত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইনি নাকি আরমেনিয়ার রাজা ছিলেন।[১৪]

হযরত মুহম্মদ জীবনে অনেক যুদ্ধেই নেতৃত্ব দিয়েছেন, কোনো কোনো যুদ্ধে তিনি নিজেও অংশ গ্রহণ করেছেন। বদর, ওহুদ, খয়বর প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুদ্ধ কাহিনী নিয়ে 'জঙ্গনামা' রচিত হয়েছে। 'জঙ্গনামা' নামটি আজকাল বাংলায় যোগরূঢ় হয়ে উঠেছে। জঙ্গনামা বলতে সাধারণত কারবালা কাহিনীই নির্দেশ করে। মূলত যে-কোনো যুদ্ধ-কাহিনীই ফারসীতে 'জঙ্গনামা' নামে পরিচিত। আমাদের খোন্দকার নসরুল্লাহর 'জঙ্গনামা'টি হযরত আলীর দিগ্বিজয় বিষয়ক।

সেকালে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ছিল বহির্মুখো। তারা জৈব ও মানস প্রয়োজনে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উত্তেজনা খুঁজত বাহ্য ঘটনায়। সেকালের রচনাও

১৪. Brumhardt : Zaqqum, king of Armenia.

তাই তন্ময় (objective)। সেকালের সাধারণ লোক ইতিহাস পড়ত না, রূপকথা, উপকথা, ইতিকথা ও কিংবদন্তীই তাদেরকে ইতিহাসপাঠের ফলশ্রুতি দান করতো। সেদিনের কল্পনাপ্রিয় মানুষের কাছে যুক্তি ও বুদ্ধির মূল্য বেশী ছিল না; মনের প্রবণতাই তাদের জীবন-প্রয়াসে প্রেরণারূপে কাজ করতো। রূপ-কথার যুগের পরে সাধারণ লোকের উত্তেজনা ও উদ্দীপনার উৎস হলো যুদ্ধ। এর মধ্যে যে thrill বা রোমাঞ্চ আছে, তা সে-যুগে আর কিছুতেই মিলতো না। তাই যুদ্ধের বর্ণনা এযুগে আমাদের কাছে একঘেয়ে, নীরস ও অসহ্য লাগলেও সেকালের শ্রোতার পক্ষে উপভোগ্য ছিল। এ জন্যেই সুরাসুরের যুদ্ধ দিয়ে শুরু হয়ে রূপকথার রাজপুত্রের লড়াইতে তা শেষ হয় নি, রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডেসী, শাহ-নামা প্রভৃতি দুনিয়ার সব প্রখ্যাত গ্রন্থেরও উপজীব্য হয়েছে। আসলে দ্বন্দ্ব-সংঘাতেই যে জীবনানুভূতির স্ফূর্তি, তা মানুষ গোড়া থেকেই অবচেতন মনে উপলব্ধি করেছে। নানা ক্রীড়ার মাধ্যমে আমরা এই দ্বান্দ্বিক জীবনই কৃত্রিমভাবে উপভোগ করি। যুদ্ধ ও adventure হলো এর বাস্তব পন্থা আর 'ষড়যন্ত্র ও মামলা' হলো ইতর পন্থা, মধ্য পন্থা হচ্ছে প্রতিযোগিতা। তাই আগেকার দিনে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ লোকের এত প্রিয় ছিল। এ যুগের আগে যুদ্ধ কোনোকালেই ঘৃণ্য ছিল না বরং মহান জীবন-চর্যার অবলম্বন ছিল। অকাতর যোদ্ধাই বীর। জনগণের সম্মান-শ্রদ্ধা, প্রীতি-ভীতি ও দণ্ড-মুণ্ডের মালিক ছিল সে। বসুন্ধরা আজো বীরভোগ্যা। তা ছাড়া অজ্ঞতাবশত সে-কালের মানুষ ছিল অতি মাত্রায় কল্পনাপ্রিয়, দৈব-নির্ভর ও স্বাপ্নিক। তাদের মনোজগতে বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা ছিল অস্পষ্ট। যুক্তি-বুদ্ধির প্রভাব ছিল সামান্য। তাদের কাছে রূপকথা মনে হতো বাস্তব আর বাস্তব ঘটনাও তাদের বর্ণনায় হয়ে উঠতো রূপকথা। কেননা তারা ভূত-প্রেত-দেও-দানুতে বিশ্বাস রাখতো। ঝাড় ফুঁক-তুক, তাক ও দারু-টোনাতে ভরসা পেতো। রোগে-শোকে, সুখ-সৌভাগ্যে ও দুর্যোগে-দুর্দিনে তারা অনুভব করতো অলৌকিক শক্তির অদৃশ্য হাতের লীলা। এর ফলে তাদের বিশ্বাস সংস্কারের প্রসার ছিল ত্রিভুবন ব্যাপী। সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন ছিল না মনে। তাদের বিশ্বাস সংস্কারের প্রতিচ্ছবি পাই তাদের আচরণে ও সাহিত্যে। বিমানে চড়ার পর আজকের কেউ পক্ষীরাজ ঘোড়ার কল্পনা করবে না, মেঘদূত-পবনদূতের কর্তব্য ভার নিয়েছে

সরকারী ডাক ও তার বিভাগ। আজকের দিনে কল্পনার ক্ষেত্র হয়ে গেছে নিতান্ত সংকীর্ণ; মানস-উদ্ভাবনের বস্তুও হয়েছে দুর্লভ। মানুষের কোন আচরণ কিংবা মানস অভিব্যক্তিই স্থানিক, কালিক ও ব্যক্তিক প্রভাব বিযুক্ত নয়। কাজেই সেকালীন সাহিত্যে সমকালের মানুষের বিশ্বাস-ভরসা, ভয়-ভাবনা, আশা-আরজু ও ভাব-কল্পনার আন্তরিক প্রকাশ ঘটেছে। সে-সাহিত্য তাদের জীবন-মুকুর। আজ আমরা তাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি অনেক দূর। ব্যবধান এমনি দুস্তর হয়ে উঠেছে যে অনেক ব্যাপারেই তাদের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিত্ব মুছে গেছে, এমন কি স্বাজাত্যবোধ হয়ে উঠেছে আবছা। তাই তাদের কালের সত্য ও তথ্য আমাদের কাছে আজগুবী। মাটির মায়াসক্ত, বস্তুনিষ্ঠ, মনস্তত্ত্বপ্রিয়, যুক্তিবাদী ও জীবন-রসিক আজকের পাঠক সেকালীন সাহিত্যের অলৌকিক-অবাস্তব জগতে বিচরণ করতে যেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। সেকালীন বিস্ময়বোধ আমাদের উপহাসের সামগ্রী, সেকালের রোমান্টিক ভাব-কল্পনা আমাদের চোখে অজ্ঞ অপরিণত মনের হাস্যকর বিলাস মাত্র! তাদের স্থূলতা পীড়াদায়ক, তাদের অজ্ঞতা অনুকম্পা প্রত্যাশী, তাদের প্রত্যয়-ঋজু উক্তি নিদারুণ অর্বাচীনতা; তাদের আন্তরিকতায় উজ্জ্বল বর্ণন-ভঙ্গীও মনে হয় বালভাষণের মত তুচ্ছ। শালীন সাহিত্য হলেও তা লোকায়ত। কেননা, মনন-সৌকর্যে ও সূক্ষ্মতায় সাহিত্য তখনো বিচিত্র ও অসামান্য হয়ে ওঠে নি।

আর একটি কথা, মানুষের প্রবৃত্তিতেই নিহিত রয়েছে অতি-ভাষণের বীজ। তার নিদর্শন পাই তার ভাষায়, তার অলঙ্কার প্রয়োগ-প্রবণতায় ও বাগ্বিধিতে। এই বাড়াবাড়ির ফলে এক বস্তু-নামের অনেক প্রতিশব্দ তৈরী হয়েছে, যাদের সঙ্গে বস্তু-স্বরূপের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। অথচ রূপে কিংবা গুণে সাদৃশ্য ও অভিন্নত্ব কল্পনা করা হয়েছে। এ ভাবেই চাঁদ হলো শীতাংশু, সুধাংশু, সুধাকর, শশোদর, শশধর, শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক ইত্যাদি। মানুষের এই অতিভাষণেই তো কাব্য-কবিতার জন্ম!

তেমনি নিন্দায় কিংবা প্রশংসায় মানুষের একই বৃত্তি বা প্রবৃত্তির ভিন্নমুখী প্রকাশ ঘটে। শ্রদ্ধা বা ঘৃণা মানুষকে অতি কথনে এবং দোষগুণের বিকৃতি সাধনে প্রবর্তনা দেয়। ভক্তি-শ্রদ্ধার আতিশয্য যেমন অতিভাষণের প্রবণতা জাগায়, তেমনি ঘৃণা বা অবজ্ঞার আত্যন্তিকতা তিলকে তাল করে দেখার প্রেরণা যোগায়।

ফলে মিথ্যা ভাষণ, অতিরঞ্জন ও তথ্যের বিকৃতি সাধন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ভক্তের অভিভূতির গভীরতা যেমন মনোময় কল্পনার প্রশ্রয় দেয়, বিদ্বেষের তীব্রতাও তেমনি মনগড়া দোষের ফিরিস্তি বাড়ায়। লোক-চরিত্রের এই প্রবণতা শ্রদ্ধেয় জনকে করেছে অতি-মানুষ আর ঘৃণ্যজনকে বানিয়েছে অমানুষ। একারণে মানুষের ইতিহাস, চরিত-কথা ও কিংবদন্তী যুক্তি-বুদ্ধি, বাস্তব-অবাস্তব এবং সম্ভব-অসম্ভবের সীমা পেরিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপকথাকেও হার মানায়। ভক্ত ও বিদ্বিষ্ট মনের স্তুতি-নিন্দার চোটে সত্য গেছে সরে, মানুষের ইতিহাস হয়েছে বিকৃত; সত্য-সন্ধ হয়েছে বিড়ম্বিত। সভ্যতা হয়েছে অর্থহীন।

এজন্যেই ফকীর-দরবেশ ও সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক শক্তি নির্বিচারে স্বীকৃত হয়। আমাদের দেশেই শোয়া চারশ' বছর আগের মানুষ কৃষ্ণগত প্রাণ বিশ্বম্বর মিশ্র কৃষ্ণাবতার রূপে অপ্রাকৃত বিভূতিতে ভূষিত হয়েছেন। এ যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবশক্তি এবং অরবিন্দের যোগ-বিভূতির কথা প্রল্লবিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে। তেমনি রসুলের জীবৎকালেই তাঁর নবুয়ত ও ওহিপ্রাপ্তি এবং এ দুটোর অঙ্গীকার স্বরূপ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করণ ও মে'রাজ ছাড়াও তাঁর আরো নানা মোজেজার কথা ভক্তসমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেগুলো তাঁর চরিতগ্রন্থে, এমনকি সহি হাদিসেও ঠাঁই পেয়েছে। যেমন, আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর বলেছেন, একদিন হযরত মুহম্মদ [দঃ] একটি বকরীর কলিজা ও গোস্ত ১৩০ জন লোককে খাওয়ালেন এবং তারপরেও কিছু অবশিষ্ট ছিল।[১৪]

কাজেই উত্তরকালে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে তাঁর অতিমানবিক শক্তির কাহিনীও বক্তার রুচি, বুদ্ধি, খেয়াল ও প্রয়োজন মতো কলেবরে ও সংখ্যায় বাড়তে থাকবে এ-ই স্বাভাবিক।

আগেই বলেছি, হযরত মুহম্মদ জীবনে ছোট বড় অনেক যুদ্ধেই উপস্থিত ছিলেন। কোনো কোনো লড়াইয়ে তিনি অংশও গ্রহণ করেছেন। সেই সূত্র ধরেই রসুল-বিজয় কাব্যগুলোতে তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে দিগ্বিজয়ী ইসলাম প্রচারক রূপে,

---

১৪. তজ্‌রীদুল বুখারী — বাঙলা একাডেমী, হাদিস সংখ্যা—১১৫৭, পৃঃ ৪৯৩।

বাস্তবের ক্ষীণসূত্র ধরে বোনা হয়েছে উপকথার জাল। আরব দেশ অনেক দূরে, রূপকথার ভাষায় বলা চলে সাত-সমুদ্রের ওপারে। তাই সে-দেশের মানুষের জীবন, জীবিকা ও আচার সম্বন্ধে এ দেশের লেখকগণের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কাজেই এঁদের কাব্যে আরবীয় পরিবেশ অনুপস্থিত। মরুভূ আরবের বিনামে তাঁরা অজ্ঞাতে দেশী আবহই তৈরী করেছেন। তাই আরবেরা ভাত খায়, ছেলের নাম রাখে রত্ন, লড়াই করে ভারতীয় অস্ত্রে; আর চতুর্বেদ তাদেরও ধর্মগ্রন্থ। মাছের ব্যবসাও চলে সেখানে।

বলাবাহুল্য, রসুলবিজয় মৌলিক কাব্য নয়। তাই বলে অনুবাদও নয়! পূর্ববর্তী কোনো ফারসী কাব্যের স্বাধীন অনুসৃতি। কবি বলেছেন ঃ

"বিস্তর আছিল যুদ্ধ কিতাবে লিখন
কিঞ্চিত লিখিল লোকে জানিতে কারণ।"

এই লড়াইয়ে চার খলিফা, হাসান-হোসেন, হানিফা প্রভৃতি সব বীরই যোগ দিয়েছেন। তবে আলীই প্রধান যোদ্ধা। মধ্যযুগের সাহিত্যে মোহাম্মদ হানিফার খুব নাম-ডাক। ইনি আলীর স্ত্রী হানুফার গর্ভজাত পুত্ররূপে পরিচিত। সাহিত্যে এ সম্পর্ক নিঃসংশয়ে স্বীকৃত এবং ইতিহাসেও সমর্থিত।[১৫] ইনি খলিফা আবদুল মালেকের সময়ে রাজনীতিতে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এই সূত্রে তিনি কালে নানা উপকথার পাত্ররূপে লোকশ্রুতিতে প্রখ্যাত হয়ে যুদ্ধ-কাব্যের নায়ক হয়েছেন। হযরত আলীর, তাঁর পিতৃব্য হামজার ও পুত্র হানিফার বীরত্ব ও দিগ্বিজয় কাহিনী পরিকীর্তিত হয়েছে আরবী, ফারসী, উর্দু ও বাংলা ভাষার বিপুল সংখ্যক কাব্যে। অবশ্য সবই বানানো। আগেই বলেছি যুদ্ধকাব্য নানাকারণে লোকপ্রিয় ছিল, তাই এর এত প্রসার। তন্ময় (objective) কাব্যে তথা বর্ণনাত্মক ও কাহিনী মূলক (descriptive and narrative) রচনায় ঘটনার চমক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটানোর জন্যেই এত অদ্ভুতের সমাবেশ!

ইসলামের উন্মেষ যুগের এসব বিজয় কাহিনী রচনার সময় কবিদের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে পাক-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠাকালীন ঘটনা ও চিত্র। তাই কাফের মাত্রেই হিন্দু, রাজাও হিন্দুর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। এসব

১৫. Annals of the Early Caliphate by S. W. Muir, P.414.

যুদ্ধাভিযানের মূলে ধন বা রাজ্য লোভ নেই, আছে কেবল আল্লাহর নাম প্রচার ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস। তাই বশীভূত বা পরাজিত কাফের নৃপতি সপ্রজা ইসলাম কবুল করলেই তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে বিনাশর্তে। এ সূত্রে আরো একটি কথা উল্লেখ্য, এক হাতে কোরআন ও অপর হাতে তরবারি নিয়ে মুসলমানরা ইসলাম প্রচার করেছে বলে যে-কথা চালু আছে, একালের মুসলমানরা তা বিধর্মীর বিদ্বিষ্ট মনের তৈরী বলেই জানে। অথচ এক শ্রেণীর মুসলমানও একেই মুসলিম জীবনের গৌরবময় আদর্শ ও নৈষ্ঠিক ব্রত বলে প্রচার করতে দ্বিধাবোধ করে নি। তার প্রমাণ রয়েছে রসুলবিজয়, আমীরহামজা, (আলীর) জঙ্গনামা, হানিফার লড়াই, জৈগুণের কেচ্ছা, সোনাভান প্রভৃতি কাব্যে। নিন্দা কিংবা প্রশংসা করতেও যে যোগ্যতার প্রয়োজন, নইলে তা যে ব্যজস্তুতি হয়ে দাঁড়ায়, এ-ই তার প্রমাণ।

॥ ছন্দ ॥

জয়েনউদ্দীনের ছন্দবোধ সুষ্ঠু নয়। পয়ার অনেক ক্ষেত্রে অসমাক্ষর। ত্রিপদী ক্বচিৎ তাই। দু'চারটা নমুনা দিচ্ছি ঃ

।১। অসমাক্ষর পয়ার ঃ

ক. অশ্বের উপরে সোয়ার নবী তুলি বান্ধে জীন
তুরিতে চালায় রথ চলে দিন দিন।

খ. জালিয়াএ বোলে রাজার কথা কি কহিব আর
অষ্ট হাজার নৌকা সাজে ঘাটের মাঝার।

গ. ছয়মাস পথ ছিল জএকুম রাজার ঘর
তিনমাস জঙ্গলে দিয়া হাঁটে পয়গম্বর।
নবী সহচর সঙ্গে ছিল বিংশহাজার খনদার
ঝাড় জঙ্গল কাটি সব করে একধার।

।২। অসমাক্ষর ত্রিপদী ঃ

ক. জএকুমের সৈন্য যবে জঙ্গ দিলা দেখি তবে
আইলেন্ত নবীর গোচর

খ. দশসহস্র জন কাটিলেন্ত শত্রুগণ
শুনি সব চিন্তিত হইলা।

গ. জড়াজড়ি দুইজন করে শর বিছোড়ন
বরিষার মেহের বরিষণ।

। ৩ । পদান্ত মিলের অভাব ঃ মনেতে গৌরব ধরি আশীর্বাদ কৈলা নবী
প্রশংসিয়া দিয়া সন্তাষণ।

। ৪ । পদান্ত মিলের অসঙ্গতি ঃ

ক. ইমান আনিয়া তবে কহে জোনাবীল
আজ্ঞা দেঅ মহাশয় করিতে সমর।
খ. চলি যাও ইমাম আলি হইয়া যে স্থির
মওতের কালে তোরে না করিলুম কবুল।

এ ছাড়া চাহে, নহে, কহে, প্রভৃতির সঙ্গে 'উড়াএ, ভএ, চলএ'-এর মিল অন্যান্য কবির মতো ইনিও দিয়েছেন।

ভাষায় ব্যাকরণগত কোন উল্লেখ্য প্রাচীনতা নেই।

॥ কাব্যালোচনা ॥

যুদ্ধ-কাব্যে কবিত্ব প্রকাশের অবকাশ কম, তবু কাব্যের স্থানে স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য দুর্লভ নয়। কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি ঃ

। ১ । লেখাচিত্র ঃ

ক, অঙ্গুলী পরশি ওষ্ঠ হইলা চিন্তিত।
খ. সিংহ ব্যাঘ্র চমকিত ধাএ কর্ণ তুলি।
গ. রুহিত বরণ হৈল দোহান বদন
দ্বিজরাজ মিশি যেন উদিত তপন।
ঘ. কণ্ঠে চিবুক দিয়া নাসা দিষ্টি ধেয়াইয়া ইত্যাদি।
ঙ, তা দেখিয়া বীরবরে খেদিয়া খেদিয়া মারে
যেন সব বরাহের গতি।

। ২ । বীরের শপথ ঃ

পাষাণেত রেখা রাখ প্রভাত সমএ দেখ
সব সৈন্য করিমু সংহার।

। ৩। যুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা ঃ

ক. আছিল লক্ষ গজ তার কলেবর
কুম্ভকর্ণ সম দৈত্য মূর্তি ভয়ঙ্কর।

খ. কি রাম যুদ্ধ কিবা পাণ্ডবের রণ
হেন মল্লযুদ্ধ না দেখিছি কদাচন।

গ. যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার
গদা তুলিল দেখি ধাইত সত্বর।
কিবা কৃপাচার্য যে বিরাট অভিমন্যু
সে সব এ যুদ্ধ দেখি পলাইত অরণ্য।

ঘ. যদি বা পড়এ পুত্র পিতৃএ তারে দেখি
আর মুখা হই ধাএ আপনাকে রাখি।

। ৪। উপমাদি অলঙ্কার ঃ

ক. কেহ কেহ বোলে এই নহে পদাঘাত
আকাশ বিদারি যেন হইল বজ্রপাত।

খ· গরুড় সদৃশ শর বিদ্যুৎ সঞ্চার

গ. [দুলদুলকে] গরুড় সদৃশ দেখি নাগ বেয়াকুল।

ঘ. ব্রহ্ম সম তেজবন্ত মৃগেন্দ্র সমান।

ঙ. আনলের মাঝে যেন পতঙ্গ জ্বলি মরে।

চ. দুগ্ধ দিয়া কাল সর্প ঘরেত আনিলা।

ছ. দেখিলাম অসিধার ফণীসম দুই জিহ্বা তার।

জ. কুলিশ-বিধানে অশ্ব সুসজ্জ করিয়া।

ঝ. সিংহের সৌরভে যেন পলাএ কুরঙ্গ।

ঞ. গদাগদা ঘরিষণে উল্কা পড়ে খসি
দীপ্তি মান হই গেল অন্ধকার নিশি।

ট. ত্রাস পাই সব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ
পদ্মাকুল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ।

ঠ. হেনকালে দিনমণি তিমির ভক্ষিয়া পুনি
প্রকাশে আকাশ উপর।

ড. সৃষ্টি নষ্ট হৈল রক্ত-স্নান কৈল ক্ষিতি।

এবার পুথির অন্তরের কিছু পরিচয় দিচ্ছি ঃ

জয়কুম রাজার দূত যখন আপত্তিকর ভাষায় হযরত মুহম্মদকে [দঃ] রাজার বাণী জানালো তখন ঃ

এই কথা শুনি নবী কহিতে লাগিলা
অনল বরণ হই গর্জিয়া উঠিলা।
কোটলা তুড়িয়া আলি করিব বাদশাই
অন্দরেত যাই আলী জব' করিব গাই।
অন্দরেত যাই আলী জব' করিব গরু
সেই শের খোন দিমু তোমার রাজার জরু।
কলিমা পড়াইয়া সব ভজাইমু জিগির
বলিহীন শাস্ত্র পূজা না রাখিমু ফিকির।

একথাগুলোতে মুসলিম বিজয় কালীন ঘটনার আভাস আছে।

সসৈন্যে রসুলের যুদ্ধযাত্রা ঃ

কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ দিব্য রথে
সুসজ্জ হইলা সব সংগ্রাম করিতে।
তার পাছে সুসজ্জ হইলা নবীবর
আকাশে উদিত যেন হইল শশধর।
ধবল অশ্বেতে নবী আরোহিলা যবে
আকাশের মেঘে ছায়া ধরিয়াছে তবে।
নিঃসরিলা নবীবর সঙ্গে অশ্ববার
প্রচণ্ড মৃগেন্দ্র যেন সাতাইশ হাজার।.....
চলিল সকল সৈন্য করিয়া যে রোল
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিল্লোল।
পদধূলি আচ্ছাদিল গগন মণ্ডল
তর্জিয়া গর্জিয়া রণে গেলেন্ত সকল।

একটি যুদ্ধের দৃশ্য ঃ

পদাতিক পদধূলি ঢাকিল আকাশ
দিনে অন্ধকার, নাহি রবির প্রকাশ।
গজে গজে যুদ্ধ হৈল দন্ত পেশাপেশি
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হৈল দুই মেশামেশি।

ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ
বরিষার মেঘে যেন বরিষে সঘন।
অস্ত্রজালে ভরি গেল গগন মণ্ডল
বীরের গর্জনে ভূমি করে টলমল।
গদা গদা ঘরিষণে উল্কা পড়ে খসি
দীপ্তিমান হই গেল অন্ধকার নিশি।
খড়্গ খড়্গ যুদ্ধ করে উঠে খর খরি
ভিন্‌সূর্য হই যেন চমকে বিজুরি।
অন্যে অন্যে মল্ল করে হই জড়াজড়ি
বাজিল তুমুল যুদ্ধ ভূমিতলে গড়ি।

মুসলমানেরা কাফেরদের বোঝাচ্ছে ঃ

কৃপার সাগর নবী আসিছে নিকট
ঝাটে করি ভেট আসি তাহার নিকট।
তাহান কলিমা কহএ মন্ত্র জপএ
কোটি জন্মের পাপ সেইক্ষণে ক্ষএ।.....
কিবা চারি বেদ মধ্যে শাস্ত্র সব জান
কলিমা বাখান জান আছে তান স্থান।
বিলম্ব করহ কেনে কাফিরের গণ
অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ।

'অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ' — এ কথা বলবার সুযোগ করে নেবার জন্যেই দিগ্বিজয়!

সেকালের সাহিত্যের প্রায়-সব বৈশিষ্ট্যই রসুলবিজয় কাব্যের বর্তমান। অবশ্য আমরা চৌতিশা, বিলাপ প্রভৃতি পাইনি। পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত। কাজেই এগুলোও যে ছিল না, তা' জোর করে বলা যাবে না। 'রসুলবিজয়' কাব্যটি স্বধর্মনিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও জাতীয় ঐতিহ্যগর্বী মানুষের এবং অদ্ভুত কল্পনাপ্রিয় স্বাপ্নিক মনের পরিচয় বহন করে। ইস্‌লামের মর্মে অধিকার ছিল না এ সব লোকের,

তাই ইসলামি সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি লোকায়ত স্থূলবোধের প্রতিচ্ছবি পাই এই শ্রেণীর কাব্যে। দিবসের কর্মে ক্লান্ত অশিক্ষিত বা স্বল্প-শিক্ষিত লোকেরা রাত জেগে বহুকাল ধরে পরম আগ্রহে শুনে আসছে এ ধরনের কাহিনী। ইসলামের উন্মেষ কালের এ সব বীরত্ব ও মহত্ত্ব জ্ঞাপক উপকথাই যুগ যুগ ধরে সাধারণ পাঠক ও শ্রোতাদের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামি সংস্কৃতির একটি অমার্জিত অতি স্থূল বোধ ও রূপ। সাহিত্য রচনার শেষ লক্ষ্য যদি সমাজ কল্যাণ হয়, তবে স্বীকার করতে হবে, এই শ্রেণীর কাব্য বাঙালী মুসলমানদের ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ লাভে সহায়ক হয়েছে।

আগেই বলেছি, পাঠ দুষ্পাঠ্য ও অশুদ্ধিপূর্ণ। লিপিকরের অনবধানতায় মধ্যে মধ্যে চরণও বাদ পড়েছে। এ জন্যে কয়েকস্থানে অর্থগ্রাহ্য পাঠ দেয়া সম্ভব হয় নি। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দের অর্থ ও টীকা দেয়া হল। অন্য অনেক কবি ও কাব্যের মত এটিও মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের আবিষ্কার। আজ তাঁকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আর এই সূত্রে ঋণ স্বীকার করি সে-সব বিদ্বানের কাছে, যাঁদের আলোচনা আমার কাজের সহায়ক হয়েছে।

। রসুলবিজয় ।

॥ জয়েনউদ্দীন বিরচিত ॥

॥ রসুল-পক্ষীয়দের রণসজ্জা ॥

...মহাবল জথ বীর প্রচণ্ড প্রতাপ ॥
দুই শত মণের কাবাই দিলেক যে গাএ ।
বিশ মণের শিরত্রাণ শিরে শোভা পাএ ॥
ধনুর্বাণ হস্তে করি টোন ভরি শর ।
সপ্ত শত মণের গদা বজ্রের দোসর ॥
এরাকি অশ্বের 'পরে আরোহণ হৈয়া ।
রহিলেন্ত মহামল্ল খর্গ-বর্ম লৈয়া ॥
আর এক সেনাপতি নাম যে ওসমান ।
শতমণ ছত্র রণে তান তনুত্রাণ ॥
পঞ্চদশ-মণ টোপ শির 'পরে ধরি ।
এরাকি অশ্বেত চড়ি প্রচণ্ড কেশরী ॥
তিনশত মণের গদা হস্তের উপর ।
মধ্যদেশে খর্গ রাখি পিষ্ঠেত সিফর ॥
দেখিতে সুন্দর রূপ জিনি বিদ্যাধর ।
সুসজ্জ হইয়া যাএ করিতে সমর ॥
তবে মহাবীর আলি সর্বগুণ সার ।
বিক্রমে কেশরী বীর যম অবতার ॥
চল্লিশ প্রকার [অস্ত্র] জিরাই লোহার ।
সাতমণা শিরত্রাণ শিরে রাখে আর ॥
এ চারি কৃপাণ তান কটির মাঝার ।
ছমছাম কমরিম আরবী জুলফিকার ॥
এই জুলফিকার সপ্ত গজ হএ জান ।
যুদ্ধে নিকলি লাজে শত্রুর প্রয়াণ ॥
ভুজঙ্গ সদৃশ অসি দুই শোভা করে ।
যাহারে ডংশএ পুনি তার জিউ হরে ॥
তাহান বাহন হএ নামেতে দুলদুল ।
গরুড় সদৃশ দেখি নাগ বেয়াকুল ॥
কম্বুর করিয়া নাম তাহান কিঙ্কর ।
সুসজ্জ করিয়া অশ্ব যোগাইল সত্বর ॥
সেই অশ্ব'পরে আরোহণ মতিমান ।
ব্রহ্মসম তেজবন্ত মৃগেন্দ্র সমান ॥
সহস্র মণের গদা ধরি বীর দাপ ।
যমরাজা দেখি তদ্ধ হৈল মনস্তাপ ॥
তাহান তনয় ছিল অষ্টদশ জন ।
শমন সদৃশ বীর বিখ্যাত ভুবন ॥
তাহ সব মধ্যে ছিল মুখ্য তিনজন ।
হাসন হোসন আর হানিফা নন্দন ॥
নানান বস্ত্র সব তবে করি পরিধান ।
রহিলা রুষিয়া অশ্বে ধরিয়া কৃপাণ ।
তাহার পশ্চাতে দেখ জথ বীরগণ ।
একে একে সর্ব সৈন্য করিলা সাজন ॥
তার পাছে মাগিলা সাজ নবী রাজেশ্বর ।

মুকুতা মণ্ডিত তাজ অতি মনোহর ॥
লাল কাবাই শোভে জিনি দিবাকর।
প্রভুর পরম সখা পরম সুন্দর ॥
নবীর কিঙ্কর ছিল নামে যে বিলাল।
বিবিধ বিধানে অশ্ব সাজাএ ততকাল ॥
সুচারু ধবল অশ্ব সুবর্ণ মণ্ডিত।
হীরার লাগাম জীন মুকুতা শোভিত ॥
চারিদিকে চামর দোলাএ সব ঘন।
গরুড়ের গতি সব ভাতি বিচক্ষণ ॥
দেখিয়া সুন্দর অশ্ব অতি মনোহর।
রহিতে সুধীর গতি বাঞ্ছিত দোসর ॥
সেই অশ্ব 'পরে নবী আরোহণ যবে।
আগে চক্র ধরি ছায়া করিলেন্ত তবে ॥
সুসজ্জ হইআ নবী যুদ্ধে যাত্রা কৈলা।
মঙ্গল বিধান সৈন্যে বুলিতে বুলিলা ॥
অশ্বের উপরে সোয়ার নবী তুলি বান্ধে জীন।
তুরিতে চালায় রথ চলে দিন দিন ॥
ছয়মাস পথ ছিল জএকুম রাজার ঘর।
তিন মাস জঙ্গলে দিয়া হাটে পএগাম্বর ॥
নবী সহচর সঙ্গে ছিল বিংশ হাজার খনদার।
ঝাড় জঙ্গল কাটি সব করে একধার ॥
হেনকালে চলে নবী তুরিত গমন।
'আদ দরিয়ার' কূলে দিল দরশন ॥
ওই কূলে জএকুম ঘর করে ঝকঝক। (?)
মুসকিল পড়িলে বান্দা না হইঅ বেকুল ॥
বিষম দরিয়ার খেবা না দেখি কিনার।
কিস্তির সময় নাই দরিয়া হৈতাম পার ॥
খানা যে পাকাই খাএ লোকজন সার।
হুজুরেত মালুম কর দীনের পএগাম্বর ॥
রসুলে বোলেন্ত সব ভাব করতার।
উপায় দিবেক আল্লা দরিয়া হৈতাম পার ॥
হেনকালে এক জালিয়া মিলিল তথাএ
সমুদ্রের মাঝে জাল্যা খেবাইতে বেড়াএ॥
ডাক দিয়া নবী তাকে সাক্ষাতে আনিলা।
বহুমূল্য ধন দিয়া পুছিতে লাগিলা ॥
শুনহ অএ জালিয়া শুনহ খবর।
কোন্ শহরে থাক জালিয়া কোন্ শহরে ঘর ॥
জালিয়া বংশেত জন্ম এরাক শহরে ঘর
কেহরে না দি' আম্হি কর জএকুম রাজার চর ॥
শুনহ অএ জালিয়া শুনরে খবর।
কথ হাজার লস্কর আছে জএকুম গোচর ॥
জালিয়াএ বোলে রাজার কথা কি কহিব আর।
অষ্ট হাজার নৌকা সাজে ঘাটের মাঝার ॥
শুনহ অএ জালিয়া কহিএ তোহ্মারে।
আহ্মার এক পত্র নিঅ জএকুম গোচরে ॥
পত্রের কিনারে লেখে জথ সমাচার।
দীনের পয়গাম্বর খাড়া দরিয়ার কিনার ॥

হেমাইত করিয়া যদি না করিবা পার।
জুলফিকার দিয়া শির কাটিমু তাহার ॥
এই মতে পত্রের লেখিল জথ ইতি।
পত্র লই চলি যাএ জালিয়া সুমতি ॥
নবীর পত্র জালিয়া শিরেত বান্ধিয়া।
জএকুম গোচরে পত্র দিলেন্ত ঢালিয়া ॥
পত্র এক আনিয়াছি আম্হি বান্দা উম্মি।
পত্র পড়িয়া রাজা মালুম কর তুম্হি ॥
পত্র পড়িয়া রাজা মনে মনে হাসে।
কেমন কবুত বেটা এমন পত্র লেখে ॥
বাপ তার আবদুল্লা দাদা মুতালিব।
ভিক্ষা মাগি খাইয়াছে মক্কার গরীব ॥[১]
কোন দিন না দেখি নবী অশ্বের সোয়ার।
হেন মোহাম্মদ যাএ সে রাজ্য লইবার ॥
আনলের মাঝে যেন পতঙ্গ জ্বলি মরে।
হেনকালে আইসে রসুল প্রাণ
হারাইবারে ॥

আর এক মল্ল আছে কর্বুর নাথের
ধ্বনি।[২]

পরিণামে বুঝিবা ভুল কি কহিব আম্হি ॥
যার পুত্র জোনাবীল সভান ভাঞ্জন।
আশীমণ চাউল ভাত এক সন্ধ্যা ভোজন ॥
দশ গণ্ডা উট হৈলে বেজনের কারণ।
এক উট ঊনা হৈলে উয়াসের লক্ষণ ॥

যদি সে না করম পার নবী পয়গাম্বর।
তবে সে বুলিব রাজা ডরে পলাইল মোর ॥
হেমাইত করিয়া যদি না করম পার।
জুলফিকার দিয়া শির কাটিব আম্হার ॥
রাজা বোলে কোটয়াল সুমার আসিয়া।
শহরের দাঁড়ী মাঝি লঅরে বোলাইয়া ॥
পার করি আন গিয়া জথ মুসলমান।
গোঁসাইর সাক্ষাতে আনি দেঅ বলিদান ॥
শহরের দাঁড়ী মাঝি লইল বোলাইয়া।
অষ্ট হাজার নৌকা দিল সাজন করিয়া ॥
নবীরে যে পার করিতে যেবা লই যায়
নাউ।

নবী সাহেবে তারে দিব খাসা শিরপাউ ॥
মজলিস করি নবী বৈসে পএগাম্বর।
হেনকালে উত্তরিল জএকুম রাজার চর ॥
নৌকা দেখিয়া নবী হইলা খোসাল।
শিরে পাগ জালিয়ার নবী দিলেক
ততকাল ॥

শিরপাগ পাই জালিয়া হৈল নেহাল।
পুত্র পৌত্র বসি খাইলে খাইব কথ কাল ॥
গুনিয়া ছিপে তোলে হরিষ বিশেষ।[৩]
নাগ বেয়াকুল বর মনোহর বেশ ॥
হীন জএ [নু] দ্দিনে কহে পাঞ্চালির ছন্দ।
শুনি গুণীগণ মনে ঝরে মকরন্দ ॥

১, মূলপাঠ : গলিপ, ২. মূলপাঠ : কুবরদর ধনি
৩. মূলপাঠ : শুনিয়াছি পথ নেহরি সবিসেস।

॥ জএকুম রাজার যুদ্ধ-উদ্যোগ ॥

। খর্বছন্দ ।

হুকুম হইল হুকুম রহিল ।
হুকুম নবীবর পরমাণ রে ॥ ধুঃ ।

হুকুম কর নবীবর চড়রে নৌকার পর
চলরে দরিয়া হইতাম পার রে ॥
মোস্তফা খলিল আগে, লোক চড়ে ভাগে ভাগে
সোয়ার সহিতে চড়ে নাএ রে ॥
মুমীন আইল দেশে দীনের নাগরা বাজে
দুন্দুমির[১] শব্দ গেল দূরে ॥
কেহ ঢাক-ঢোল বাএ বীণা বেণু কেহ গাএ
কেহ গাএ সারিন্দার গীত ॥
দোহরি মোহরি বাজে মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি গাজে
পঞ্চশব্দ বাজে ঘন ঘন ॥
রুদ্রক বিলাস কেহ পিনাক ঝাঁঝরি বাহ
মধুবাণী শুনিতে সুস্বর ।
হস্তীকাঁধে দমা বাজে ভেউল কত্তাল গাজে
শুনিতে ধরণী থর থর ॥
এই মতে নবীবরে চলিলেন্ত শীঘ্র ভরে
দুই মাসে গেলা সে শহর ।।
ব্যূহ দেখি ধন্ধ মন ভয়ভীত সর্বজন
কহিলেন্ত রসুলের পাশ ।
হেন উচ্চ ব্যূহ দেখি চাহিতে পড়ে আঁখি খসি
প্রবেশিতে নাহিক প্রকাশ ॥
এথ দেখি নবীবরে কহিলেন্ত সভানেরে
কেনে ভাব মন দুঃখ ভার ।

---

১. মূলপাঠ ঃ দুদুমির ।

প্রভু নাম জপ সব কিছু নাহি পরাভব
প্রভু সহায় আছএ তোহ্মারার ॥
হরষিত হই সবে নবীক প্রণামি তবে
স্মরিয়া রহিল করতার ।...
সব দেঅ অবতার সব শৃঙ্গ সমসর
সংগ্রামে সদৃশ কৃতান্ত ।
ধরণীসমুদ্র কাঁপে ষমসম বীর দাপে
শুন রাজা কহিএ বৃত্তান্ত ॥
দূতমুখে শুনি বাণী কম্পমান নৃপমণি
পাত্র স্থানে করএ যুকতি ।
কি বুদ্ধি করিব আহ্মি কল্লিয়া কহত তুহ্মি
সব বুদ্ধি স্থির কর ভাতি ॥
দীনের নিশান খাড়া শহরে পড়িল সাড়া
কাসিদ পাঠাইল একজন ।
কাসিদ গেল যবে ছালাম কৈল নবীপদে
কহিতে লাগিল বচন ॥
এইত রাজার ঘর হস্তী ঘোড়া বহুতর
নব লক্ষ এরাকি সোয়ার ।
এইত কেওয়ার খান পাষাণের নির্মাণ
দক্ষিণে আনল এক দূর ॥
কেওয়ার খুলিতে নার কাকে কি করিতে পার
দেশমুখী যাওরে ফিরিয়া ।...
এইত কেওয়ার খান তোহ্মার নাহিক জ্ঞান
বাম হস্তে খোলে জোনাবীল ।...
দানে ধর্মে হরিচন্দ্র মান্যগুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান ।

শ্রীযুত ইছপ খান আরতি কারণ জান,
বিরচিলুম পাঞ্চালি সন্ধান।
ভাবে ভব কল্পতরু জানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু
ধ্যানে হর মহেশ ধীমান।[১]
শান্তদান্ত গুণবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত,
পীর শাহা মোহাম্মদ খান।
তান পদ পদপঙ্ক ভালে তিল পরি রঙ্গ
কহে জমুদ্দিন [ইহ] লোকে।
ধর গিয়া সে চরণ জয় দিব নিরঞ্জন
কিসকে ভাব মন দুখে।

॥ জএফুমের রাজ্যে রসুলের প্রবেশ ॥

। দীর্ঘ ছন্দ।

হেনকালে কাসিদ কহিতে লাগিল।
নবীর সাক্ষাতে যাই খবর জানাইল॥
মক্কা মদিনার লোক পাইআ নিধন।
কলিমা পরাইয়া সব করিলা সাধন॥[২]
এই কথা শুনি নবী কহিতে লাগিলা।
আনল বরণ হই গর্জিয়া উঠিলা॥
কোটলা তুড়িয়া আলি করিব বাদশাই।
অন্দরেত যাই আলি জব করিব গাই॥
অন্দরেত যাই আলি জব করিব গরু।
সেই শেরথোন দিমু তোহ্মার রাজার জরু॥
কলিমা পড়াইয়া সব ভজাইমু জিগির।
বলিহীন শাস্ত্র পূজা না রাখিমু ফিকির॥
এমত শুনিয়া কাসিদ করিল গমন।
নৃপতির আগে গিয়া দিল দরশন॥
যে শুনিলা কহিলা সকল বিবরণ।
এ কথা শুনিয়া রাজা চিন্তাযুক্ত মন॥
পাত্র মিত্র জথ আছিল ভাবিতে লাগিল।
দুগ্ধ দিয়া কাল সর্প ঘরেতে আনিলা॥
'আচমিরি' নামেত ছিল এক পলোয়ান।
অষ্ট হাজার সোয়ার লই রাজার বিদ্যমান॥
আচমিরিএ বোলে রাজা দেখ পরিমাণ।
মারিয়া ধাবাম গিয়া জথ মুসলমান॥
রাজা বোলে আচমিরি যোগ্য নহে তোর।
না বুঝি যাইতে চাহ আনল মাঝার॥
এই মতে রাজাএ যে চিন্তিতে রহিল।
জথ সব পাত্রগণ একত্রে রাখিল॥
এই মতে পএগাম্বর লাগিলা কহিবারে।
কোনে-বা পারিবা বোল কোট ভাঙ্গিবারে॥

১. মূলপাঠ: সমান (?) ২. মূলপাঠ: আদল

নবীএ পুছন্ত বাদ বক্তারের তরে।
তুহ্মিনি পারিবা বক্তার কেওয়ার খুলিবারে
বক্তার বোলেন্ত সাহেব নবী হজরত।
তুহ্মি কি না জান আহ্মার কুদরুতের হদ॥
আসমান জমিন কেওয়ারে লাগা খীল।
সে কেওয়ার তুলিতে বোল মোর না লএ দিল॥
তবে সে পুছন্ত বাদ উমরের তরে।
তুহ্মিনি পারিবা উমর কেওয়ার খুলিবারে॥
উমরে বোলেন্ত সাহেব নবী হজরত।
তুহ্মি কি না জান আহ্মার কুদরুতের হদ॥
অষ্ট হাজার পলোয়ান কেওয়ারে লাগাএ খীল।
সে কেওয়ার খুলিতে বোল না লএ মোর দিল॥
তবে সে পুছন্ত বাদ ওসমানের তরে।
তুহ্মিনি পারিবা ওসমান কেওয়ার খুলিবারে॥
অষ্ট হাজার পলোয়ানে কেওয়ারে মারে খীল।
সে কেওয়ার খুলিতে বোল না লএ মোর দিল॥
জানুতে চাপড় মারি [নবী]বোলেহায়রেহায়।
বিদেশে মরণ আহ্মার লেখিছে খোদাএ॥
হেন কালে শাহা আলী নবী আগে খাড়া।
কহিতে লাগিলা বাক্য হস্ত করি জোড়া॥
সবের মোহন বাক্য লইলা একে একে।
অধম জানিয়া বাপু না পুছ আহ্মাকে॥
রসুলে বোলেন্ত বাপু আছে মোর মনে।
কেমতে পুছিমু বাদ এমন নিদানে॥
দয়ার বেটি ফাতেমা সঁপিছে মোর ঠাঁই।
কি বুলি পুছিমু বাদ ছাওয়াল জামাই॥
কাফিরের রণে যদি পাও কোন দুখ।
ফাতেমার আগে গিয়া দেখাইমু কোন্ মুখ॥
তোরা হেন 'মজকুর' লাগি না হইঅ ফাফর
আহ্মি শাহা মর্দন আলি থাকিতে গোচর॥
এ কথা কহিয়া আলি সাজিতে লাগিল।
আশীমণ লোহার টোপ শিরে তুলি দিল॥
চল্লিশমণ লোহার কাটার কোমরে গুজিল
দশমণ লোহার গদা হস্তে তুলি লইল॥
[কেওয়ার খুলিতে আলি প্রণাম হইল।?]
অপরূপ সাজি আলি করিলা গমন।
রসুল সাক্ষাতে আলি দিলা দরশন॥
ছালাম করিল গিয়া রসুলের পাএ।
দোয়া ফরমাইল আলি দস্ত দিয়া গাএ॥
এই মতে শাহা আলি তুরিত গমন।
অশ্বের উপরে সোয়ার আলি হৈলা আরোহণ।
চলি যায় ইমাম আলি স্মরি আল্লা নাম।
চল্লিশ দ্রোণ জমিন যাই ছোড়ে এক দম॥
ক্ষিতি বোলে ইমাম আলি ধীরে ফেলাও পাও।
তোহ্মার ধমকে নড়ে আহ্মার সর্ব গাও॥
চলি যাও ইমাম আলি হইয়া যে স্থির।
[নতু] মওতের কালে তোরে না করিমু কবুল॥?

এই মতে ইমাম আলি করিল গমন।
কেওয়ার নিকটে যাই দিল দরশন॥
বাম হস্তে মর্তুজা আলি কেওয়ার নাড়ি চাহে।
এক হুপরের পথ আলি ভূমিকম্প উড়াএ॥
'ডাক পাক' দিয়া আলি বামে দিল তাল
কেওয়ারে মারিল গদা বজ্রের বিশাল॥
খীল যে ছুটিয়া কেওয়ার ভাঙ্গিয়া পড়িল।
অষ্ট হাজার পলোয়ান ছিল তাতে মারা পৈল।
আর জথ আছিলেক কেওয়ার নিকামান।
একে একে মারা পৈল বাইশ হাজার পলোয়ান॥
রাজাএ শুনিল খবর ভাঙ্গিল কপাট।
চিন্তাযুক্ত হৈয়া রাজা করে ছটফট॥
এথ কাল গেল মোর সুখে আর হুখে।
না জানি বুড়তি কালে কপালে কি লেখে॥
হেনকালে জোনাবীলে ডাকি কহে তারে।
সানন্দিতে কর বাদশাই তক্তের উপরে॥
এথেক শুনিয়া রাজা নিশব্দে রহিল।
সে দেশের চরে গিয়া খবর কহিল॥
জানাইল তবে গিয়া রাজার নিকট।
নিকটে আসিয়া দেখ পরম সঙ্কট॥
মোহাম্মদ মোস্তফা যে রসুল আসিয়া।
রহিলেন্ত ব্যূহ করি কপটতা দিয়া॥
সৈন্যের আটোপ দেখি কাঁপে জল স্থল।
আকাশ পাতাল কাঁপে ভুবন মণ্ডল॥
এথ শুনি নরপতি ভাবে মনে মন।
পাত্রমিত্র সঙ্গে যুক্তি করে বিমর্সন॥
কহিলেন্ত মন্ত্রী সবে মন্ত্রণা করিয়া।
জয় লই দিব আক্ষি সে সব মারিয়া।
কোন্ মতে হুঃখ তবে শুন রাজেশ্বর।
সুসজ্জ হইয়া চল করিতে সমর॥
এথেক শুনিয়া আজ্ঞা দিলা মহারাজ।
সংগ্রামে যাইতে সর্ব সৈন্য কর সাজ॥
সুসজ্জ হইয়া সব আজ্ঞা পাই সার।
কিরীট কবচ সব পরিলা সুসার॥
সাজিলেক যাইট লক্ষ দশ অশ্ববার।
নব সহস্র গজ ধরে পাটোয়ার॥
সহস্র বিংশতি জঙ্গী দেখি ভয়ঙ্কর।
মুষল মুদ্গর শর হস্তের উপর॥
সাজিয়া সকল সৈন্য রহে সারি সারি।
কেহ খর্গ চর্ম ধরি যুথ দাঁড় করি।
কার সঙ্গে গাণ্ডীব ভূষণ্ডি ভিন্দিপাল।
নারোচ নালিকা তুম্বুল বিশাল॥
কেহ অর্ধচন্দ্র কেহ চক্রবাণ করে।
ব্রহ্মঅস্ত্র লইয়া কেহ যায়ন্ত সমরে॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ দিব্য রথে।
সুসজ্জ হইয়া সব সংগ্রাম করিতে॥
অশ্বের ইষান শুনি গজের গর্জন।
পদাতিক সিংহ ধ্বনি বীরের তর্জন॥

সৈন্যের আটোপ দেখি জএকুম রাজন। ঝলকিত তাজ সব শিরে শোভাকার।
হরিষ হইয়া নৃপ করিলা সাজন॥ নানা অস্ত্র পরিধান শিরেত সুসার॥
বিবিধ-বিধানে সজ্জ হইলা নৃপবর। কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথেত চড়িয়া।
মুকুতা মণ্ডিত তাজ শিরের উপর॥ চলন্ত নৃপতি সঙ্গে জোগান ধরিয়া॥
নীলা কনক হীরা মণি-মাণিক্য গ্রথিত। ডানে বামে কুড়ি লক্ষ আর দশ চক্র।
অলঙ্কার[১] মণ্ডিত বিজু [লি] চমকিত॥ চলি গেল নৃপ সঙ্গে ধ্বজ ছত্র লক্ষ।
জড়াইল কাবাই গাএ করিয়া পৈরণ। চল্লিশ সহস্র ধ্বজ তান সারি সারি।
হেন রীতে শ্বেত-ছত্র হই আরোহণ॥ পবন-ইঙ্গিতে রহে শূন্য 'পরে উড়ি॥
সর্বাঙ্গ জড়িত আছে নানা রত্ন সার। নব সহস্র গজ পর্বত আকার।
হীরার লাগাম শোভে দোয়াল মুক্তার॥ কনক মণ্ডিত সব বিজুলি সঞ্চার॥
গলাতে বাজএ অতি সুস্বর ঘুজ্ঘুর।[২] নব সহস্র ছত্র ছিল নৃপ সঙ্গে।
চারি পাশে দোলে সব সুন্দর চামর॥ পঞ্চ শব্দে একবারে বহেন্ত যে রঙ্গে॥
দেখিতে সুন্দর অশ্ব কতুক গমন। সেই শব্দে কম্পমান হৈল রণস্থল।
রহিতে সুধীর গতি চলিতে পবন॥ পদধূলি আচ্ছাদিল গগন মণ্ডল॥
তবে তার পাশে হেন কহিল নৃপবর। কোটি কোটি পদাতি করি কোলাহল।
আগে যাউক জোনাবীল সংগ্রাম ভিতর॥ রহিলেন্ত সর্ব সৈন্য গিয়া রণস্থল॥
তান সঙ্গে দেঅ এক লক্ষ অশ্ববার। এথা দেখি কহে সব নবীর গোচর।
সর্ব যম হেন দেঅ দুর্জয় দুর্বার॥ লক্ষ লক্ষ বিঘ্ন পথ আইল নিয়ড়॥
চল্লিশ পাদুকা সঙ্গে চল্লিশ তবল। অশ্বগজ ধ্বজ ছত্র দেখিতে সুসার।
চলিলেন্ত সৈন্য সঙ্গে সংগ্রামের স্থল॥ রহিল মণ্ডলী করি ধরিয়া আকার॥
তার পাশে মোহামিল মল্ল এক আর। কিরূপে জিনিব শত্রু অনন্ত অপার।
নিঃসরিল বীরবর[৩] সংগ্রামে যাইবার॥ বহু পিপীলিকা নাগ পারে ধরিবার॥
মূর্তি ভয়ঙ্কর সব মূর্তি-গজ আর। এথ শুনি কহে নবী অশ্বে সব চড়।
মুখ্য মুখ্য বীর সাজে তেত্রিশ হাজার॥ কোন্ দুঃখ ভাব মনে যাও সৈন্য বর॥
নানা অস্ত্র পরিধান ধরি বীর পক্ষ। যেই প্রভু পাঠাইল আহ্মি সব নরে।
হুঙ্কারি হুঙ্কারি চলে জথ মুখ্য মুখ্য॥ সেই প্রভু সংহারিতে পারে তা'সবারে॥
[তার পাছে নরপতি তান সঙ্গ লইল?] বহু সৈন্য দেখি তার কেনে মনে ভয়।

১. মূলপাঠ ঃ মএকার মুণ্ড ২. মূলপাঠ ঃ ঘাঘর ৩. বীরবল

এই অল্প সৈন্যের প্রভুএ দিব জয় ॥
যদি বলবন্ত শত্রু আছএ তোহ্মার।
তথোধিক বলবন্ত আছে করতার ॥
যদি সে দোহার মন হএ একত্তর।
উফারিতে পারে শৃঙ্গ নিমেষ অন্তর ॥
নির্ভয় হইয়া সব হরিষ হইল।
সবের মনেতে বহু বিক্রম বাড়িল ॥
নবীকে প্রণামি সবে সুসজ্জ হইয়া।
ধরিয়া নানান অস্ত্র রহিলা রুষিয়া ॥
তবে নবী মনে ভাবি নিজ সৈন্যগণ।
বিচক্রিয়া দিলা নবী নিজ সৈন্যগণ ॥
সিদ্দিক সংগতি বীর্যবন্ত অশ্ববার।
দিলেন্ত সহস্র সৈন্য ব্যাঘ্র সমসর ॥
আর সহস্রক অশ্ববার দুর্নিবার।
তার 'পরে ওমরকে কৈলা অধিকার ॥
পঞ্চদশ সহস্র সব বাউর গতি।
যাইতে দিলেন্ত বীর ওসমান সংগতি ॥
মহামল্ল আলি তিন সহস্রক লইয়া।
গরুড়ের গতি রহে অশ্বে আরোহিয়া ॥
নানা অস্ত্র লই সবে রহে সারি সারি।
কেহ খর্গ চর্ম কেহ শূল গদা ধরি ॥
কেহ গাণ্ডীব ভূষণ্ডি ভিন্দিপাল।
নারোচ নালিকা কেহ তুম্বুল বিশাল ॥
কেহ অর্ধচন্দ্র কেহ ব্রহ্ম অস্ত্র ধরি।
কেহ চক্রবাণ কেহ নির্ভয় কেশরী ॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ দিব্যরথে।
সুসজ্জ হইলা সব সংগ্রাম করিতে ॥

সাজিলেন্ত সর্ব সৈন্য হইয়া সুসাজ।
সকল সাজিয়া আসে সব বর সাজ ॥
এক বীর লক্ষ পারে করিতে সংহার।
তার পাছে সুসজ্জ হইলা নবীবর ॥
[আকাশে উদিত যেন হইল শশধর।]
ধবল অশ্বেত নবী আরোহিলা যবে।
আকাশের মেঘে ছায়া ধরিয়াছে তবে ॥
নিঃসরিল নবীবরে সঙ্গে অশ্ববার।
প্রচণ্ড মৃগেন্দ্র যেন সাতাইশ হাজার ॥
চলিলেন্ত নবীবর যথাএ রিপুদল।...
বুলিতে সে সব শব্দ বিদরে শিখর।
অতট[১] উদরে যেন উঠিল লহর।
চলিল সকল সৈন্য করিয়া যে রোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিলোল ॥
পদধূলি আচ্ছাদিল গগন মণ্ডল।
তর্জিয়া গর্জিয়া রণে গেলেন্ত সকল।
দুই সৈন্য মুখামুখী হই গেল যবে।
বিবিধ বাদ্যের ধ্বনি উঠি গেল তবে ॥
ঢাক ঢোল কাড়া শিঙ্গা বিউল কত্তাল।
মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি বাজে নানা শব্দে তাল ॥
ঝাঁঝরি খঞ্জরী বাজে দোহরি মোহরি।
সারি সারি মধু বেণু অমৃত লহরী ॥
বীণা বেণু বাজে জঙ্গ উঠে ঝঙ্কারিয়া।
যুদ্ধ মাঝে বীর সব উঠে পলটিয়া ॥
দরিকাসি সমতুল সারিন্দা সুস্বর।
পিনাকএ ঘন রুদ্রক বিলাস।
জথ ঢোল শঙ্খধ্বনি শুনিতে উল্লাস ॥

১. মূলপাঠ অটট [∠ অতট]

সারি সারি সানাই সুস্বরে করে রাও।
যুদ্ধ মাঝে বীর সব উল্লসিত গাও॥
বাজএ বিজয় ঢোল তবলা নিশান।
দগরেত দিল কাঠি ভূমি কম্পমান॥
কম্পিত পৃথিবী হৈল দুন্দুভির ধ্বনি।
হস্তী পৃষ্ঠে দমা বাজে জঙ্গ ধ্বনি শুনি॥
জথ সেনাপতি সব তথ বাদ্য রোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিলোল॥
হেন কালে ডাকোয়াল ডাকে উচ্চ স্বর।
প্রথমে কে দিবা যুদ্ধ নিকল সত্বর॥
বাহুবলে কীর্তি রাখ দেখউক সকল।
যশ কীর্তি রহি যাইব এ মহী মণ্ডল॥
এথ শুনি নৃপ দিকে এক নিঃসরিল।
দুই দিকে বিংশ গজ নামে জোনাবীল॥
দুইশত মণের কবচ অঙ্গে যেন পরি।
নয় মণ শিরত্রাণ শির 'পরে ধরি॥
বিজুলি ছটক যেন দেখিয়া তুরঙ্গ।
নাচএ বিবিধ মতে সবে চাহে রঙ্গ॥
রণস্থলে আসি বীর ডাকে উচ্চতর।
প্রথমে কে দিবা যুদ্ধ নিকল সত্বর॥
তার পাছে কহে শুন আরবেরগণ।
মোর যুদ্ধে দেঅ-পরী হইছে নিধন॥
এই অল্প সৈন্য লই চাহ রণ করিতে।
যমপুরে আইলা সব অকার্যে মরিতে॥
সহস্রক জীব যদি ধরে একজন।
তবেহ মোহর হস্তে হইবা নিধন॥
এথ শুনি নবীবরে ইঙ্গিত করিলা।
সেই ইঙ্গিতে ওমর ছায়াদ সম্পিলা॥
উমরকে দেখিয়া রুষিল জোনাবীল।
সত্বরে যাইয়া মধ্যদেশেত ধরিল॥
অশ্ব হোস্তে তুলি তাকে শূন্যে ভ্রমাইল।
চল্লিশ প্রহর পথে তাহাকে ক্ষেপিল॥
তবে জোনাবীল বোলে বহু আস্ফালিয়া।
শীঘ্রগতি আর জন দেঅ পাঠাইয়া॥
তবে নবী আদেশ করিলা মালিকেরে।
চলিল মালিক বীর জোনার গোচরে॥
মালিকে হানিল খর্গ মুণ্ডে জোনাবীল।
আছুক কাটিব মুণ্ড লোম না কাটিল॥
তা দেখিয়া জোনাবীল মারিতে চাহিল।
ভয়ে ভীত মালিক তবে আপনা রাখিল॥
পুনি ডাকি বোলে শুন আরবেরগণ।
আজু মোর হস্তে জান সবংশে নিধন॥
এথ শুনি আলিক কহিলা নবীবর।
ভাঙ্গিতে তাহার দর্প চলহ সত্বর॥
আজ্ঞা পাই প্রণাম করিয়া হায়দর।
দাউদী-জিরাই গাএ পরিলা সত্বর॥
চল্লিশ ফরক্ক (?) সেই কবচ সুন্দর।
নানা রত্ন জড়িত শোভিত মনোহর॥
শিরেত শোভন সাত দিব্য শিরত্রাণ।
মুকুতা গ্রথিত তাজ চমকে সঘন॥
সুসজ্জ হইলা বীর লইয়া অস্ত্রগণ।
'বিস্‌মিল্লা' বুলিয়া অশ্বে হইলা আরোহণ॥
[চলিলেন্ত মহামল্ল হাতে ধনুর্বাণ॥]
অতি ক্রোধে সিংহনাদ কৈলা মহাবীর।
পর্বত ভাঙ্গিয়া যেন ভূমি কৈল স্থির॥
শব্দ শুনি অশ্ব করী কিবা সৈন্যগণ।

ভএ মুহুশ্চিত কেহ তেজিলা জীবন ॥
জোনাবীলে শুনি শব্দ হইলা ফাফর।
কেহ যেন মারিলেক মুণ্ডেতে মুদ্‌গর ॥
তা দেখি বোলেন্ত তবে আলি মহাশয়।
কেনে বীর ধন্ধ মন কম্প অতিশয় ॥
কহ কিবা মাতৃ তোকে পুনি প্রসবিল।
রণ নহি দেখ কিবা কহ জোনাবীল ॥
মোহ ছাড়ি আলিক কহিল জোনাবীল।
সত্য কহ নর কিবা হও আজরাইল ॥
বহু বীর দেখিয়াছি এই পৃথিম্বিত।
নহি দেখি তুহ্মি সম কহি এ নিশ্চিত ॥
পুনি জোনাবীলকে কহিলা মতিমান।
তালিবের সুত হই আলি নাম জান ॥
কি কহি তোহ্মার স্থানে সে সব কথন।
ব্যাঘ্র বুলি মোরে প্রভু কহিছে আপন ॥
এথ শুনি কুপিত হইল জোনাবীল।
ধার শত মণের গদা তুলি ভ্রমাইল ॥
ভ্রমাইয়া জোনাবীল মুণ্ডে প্রহারিল।
তবে জুলফিকার আলি শিরেত ধরিল ॥
সেই চক্রবাণ জানে কুদ্‌রুতি জান।
তার 'পরে পড়ি গদা হৈল খান খান ॥
তার গদা ভাঙ্গি যদি হৈল জর জর।
আমীর আলিএ তাকে রুষিল সত্বর ॥
নবীর অস্ত্রেত জড়ি স্মরিয়া আল্লাক।
মধ্যদেশ ধরি তাকে দিল এক পাক ॥
ডাকিয়া আপনা সৈন্য বোলএ হায়দর।
চখচখে হোন্তে তারা ডাকিমু নিয়ড়।?
ডাকিবেন্ত ডাক শুনি মুমীনের গণ।...
ডাকাডাকি করি সবে ডাকিব আমীর।
শুনিয়া সে ডাক সবের কর্ণ যায় চির ॥
কর্ণেত কাবাই দিয়া রহে সাবধান।
তবে সেই ডাক হোন্তে পাইবা পরিত্রাণ ॥
এথ শুনি সর্ব সৈন্য রহিলা অচেতন।
কাবাস লইয়া সবে পরম যত্তন ॥
অশ্বগজ সৈন্য কর্ণে দিল ততক্ষণ।
রহিলেন্ত সর্ব সৈন্য ভাবি নিরঞ্জন ॥
তবে মহাশব্দে আলি সে ডাক ডাকিলা।
শুনিয়া কাফির সব মুহুশ্চিত হইলা ॥
শুনিয়া আমীর-ডাক কাফিরের গণ।
কেহ মুশ্চাগত কেহ তেজিল জীবন ॥
কেহ বোলে না হএ এই মনিষ্যের ডাক।
সিংহ হন্তে ধিক করে নহে কিবা বাঘ ॥
এই মতে ঘোষাঘুষি করি সর্বজন।
স্থকিত রহিলা সব বীর অগ্রগণ্য ॥
হেন কালে কোপে তারে তুলি ভ্রমাইলা।
ভ্রমাইয়া শূন্য দিকে তাহাকে ফেকিলা ॥
ক্ষেপিলেন্ত শূন্য 'পরে আদেখা হইলা।
সৈন্য সব কহে কথা গেলা জোনাবীল ॥
এথ দেখি দুই সৈন্য হইলেন্ত স্তব্ধ।
এথা কি অপরূপ বীর মহাবলবন্ত।
ধন্য ধন্য দুই সৈন্য কহন্ত সকলে।
এই মত বীর নাহি এ মহী মণ্ডলে ॥
নবীর দিকে একবার জয় জয় শুনি।
উঠি গেল জয় রোল কিছু নাহি শুনি ॥

হেন কালে জোনাবীল যেহেন পর্বত।
কহিতে লাগিলা গিয়া তাহার অগ্রেত ।।
তাহা দেখি পুনর্বার আলি মহামতি।
ধরিলেন্ত শীঘ্রগতি কদম্ব আকৃতি ।।
ধরিয়া বুলেন্ত আলি পুনি আরবার।
অশ্ব হোন্তে তুলি লাগিলা ভ্রমাইবার ।।
কাকুতি করিয়া বোলে কর পরিত্রাণ।
ন মারহ শের আনিমু ইমান ।।
তবে জোনাবীলক লইআ হস্তপর।
সত্বরে লইয়া গেলা নবীর গোচর ।।
দেখিয়া হরিষ অতি হৈলা নবীবর।
আমীরকে আশীর্বাদ করিলা বিস্তর ।।
এবে নবী বুলিলেন্ত রাখ জোনাবীল।
হস্ত হোন্তে নামাইয়া ভূমিতে এড়িল ।।
বসিতে না পারে বীর পড়ে গড়িগড়ি।
তৃষ্ণায় আকুল বীর হইল ফাফরি ।।
তা দেখিয়া জল দিয়া করিলেক শান্ত।
শান্ত হইয়া উঠিলেন্ত বীর মতিবন্ত ।।
বসিয়া বোলেন্ত প্রভু শুন নবীবর।
মুসলমান কর মোরে হইমু কিঙ্কর ।।
তবে নবী তাহাকে কলিমা পড়াইলা।
বহু আশোয়াসি তাকে আশীর্বাদ কৈলা ।।
নবীর পদেত ধরি কহে জোনাবীল।
বহুল ভকতি করি কহিতে লাগিল ।।
ইমান আনিয়া তবে কহে জোনাবীল।
আজ্ঞা দেঅ মহাশয় করিতে সমর ।।
সেবক করিয়া মোরে রাখ পদতলে।
তোহ্মাপক্ষ হই যুদ্ধ করি এ স্থলে ।।
এথ শুনি আজ্ঞা দিলা করিতে সমর।
আজ্ঞা পাই প্রণাম করিয়া বীরবর ।।
চলিলেন্ত মহামল্ল হুঙ্কারি হুঙ্কারি।
মৃগয়া করিতে যেন ধাইল কেশরী ।।
যাইয়া সংগ্রাম স্থান তর্জিয়া গর্জিয়া।
কহিতে লাগিলা বীর অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ।।
যদি রক্ষা পাইবা সবে আসিয়া তুরিত।
ইমান আনহ সবে নবীর বিদিত ।।
নহে পুনি মারিমু এই গদার প্রহারে।
সবংশে পাঠাই দিমু যমের দুয়ারে ।।
এথ শুনি নৃপতি কুপিত মনে মনে।
মোহামিল নামে বীর পাঠাএ তখনে ।।
আজ্ঞা পাই মোহামিল চলে বাউর গতি।
সংগ্রাম করিতে যাএ জোনার সংগতি ।।
কহিলেক যাইবারে হই খরতর।
আপনা বংশ হিংস কিসেরে বর্বর ।।
সহজে দারুণ গদা তোকে প্রহারিমু।
হরিষে যমর দেশে তোহ্মাকে পাঠাইমু ।।
এথ শুনি রুষিলেক মল্ল জোনাবীল।...
খর্গ যুদ্ধ দোহানের বিস্তর আছিল।
খর্গ ভাঙ্গি গেল যদি দুই ছেল লইল ।।
ছেল ভাঙ্গি গেল যদি লইল মুদগর।
মুদগরে মুদগরে যুদ্ধ করে পরস্পর ।।

বহুল করিয়া যুদ্ধ শ্রমযুক্ত হইলা।
দুই দিকে দুই জন স্থকিত রহিলা।।
এবে জোনাবীলে এই অবসর পাই।
মহা বেগে ধাই গদা প্রহারিল যাই।।
মারিলেক গদা যদি মুণ্ডেত তাহার।
অশ্ব সঙ্গে তাহাকে করিল শূন্যকার।
এথ দেখি মোহামিল সৈন্য উল্লসিত।
বাজএ বিজয় ঢোল ভুবন কম্পিত।।
প্রশংসন্ত সর্ব সৈন্য বোলে ধন্য ধন্য।
বিজয় হইল বোলে মোহামিল সৈন্য।।
এথ যদি দেখিলেক জএকুম বিদিত।
অঙ্গুলী পরশি ওষ্ঠ হইলা চিন্তিত।।
তবে কহিলেন্ত নৃপ বিরস বদন।
কাহাকে পাঠাই দিমু কে করিব রণ।
এথা জোনাবীলে বলে আহ্মে বচন।
ভয়েভীত হইলা নাকি কাফিরের গণ।।
আসিবা আইস নতু আইস সত্বর।
সর্বশেষে পাঠাই দিমু যাইবা যম ঘর।।
এথ শুনি রত্ন নামে মল্ল এক আর।
রুষিলেক বীরবর যুদ্ধ করিবার।।
সাল গদা লই চলে পর্বত আকার।
তাহারে দেখি সৈন্য হইল ধন্ধকার।।
সিংহনাদ ছাড়ি বীর গদা ভ্রমাইয়া।
ডাকিতে লাগিল বীর বহুল তর্জিয়া।।
আপনা ঈশ্বর-ঘাতী বড়হি বর্বর।
এই গদা ঘাতে তোকে করিমু জর্জর।।
হেন কর্ম কেহ যেন [না] করে কদাচিৎ।
শাস্তি দিমু আজি তোরে সভার বিদিত।।
এথ শুনি কোপে জোনাবীল বর।
উত্তরের পহুত্তর দিলেন্ত সত্বর।।
শুন রত্ন কহি কেনে কর অহঙ্কার।
ঝাটে করি ভেট আসি রসুল আল্লার।
নহে পুনি কোপে এই গদার প্রহারে।
সত্য সত্য পাঠাইমু যমের দুয়ারে।।
তা শুনিয়া কহে পুনি রত্ন দুরাচার।
কদাঞ্চিৎ না ছাড়িমু আপন আচার।।
এথ শুনি কোপে পুনি বীর জোনাবীল।
বারশত মণের বুরুজ তুলি ভ্রমাইল।।
রত্নহ লইয়া যুদ্ধ ফিরি আরম্ভিল।
দোহানের মহাযুদ্ধ ভুস্থুল বাঝিল।।
গদা গদা ঘরিষণে উল্‌কা পড়ে খসি।
দীপ্তিমান হই গেল অন্ধকার নিশি।।
দৈবের ঘটন গদা যদি ভাঙ্গি গেল।
অন্যে অন্যে দোহানে মহাযুদ্ধ ভেল।।
মহাযুদ্ধ করি দোহ হইলা হতাশ।
স্থকিত রহিলা দোহ হই দুই পাশ।।
জোনাবীল বিক্রম দেখিয়া নবীবর।
আলি সঙ্গে প্রশংসন্ত তাকে বহুতর।।
বিসমিল্লা বুলিয়া তবে জোনাএ ধাইয়া।
নবীর অস্তুত করি প্রভুক স্মরিয়া।।
মহা সিংহনাদ করি[রত্নে]তুলি ভ্রমাইয়া।
ভ্রমাইয়া কহে বীর[১] মধুর বচন।
এবেহ কলিমা পড়ি রাখহ জীবন।।

১. মূলপাঠ: নবী

নিঃশব্দ হইল পাপী সিদ্ধান্ত না দিল।
ভূমিতে আছাড়ি তবে রত্নকে সংহারিল ॥
যদি সে পড়িল রত্ন ভূমি দিয়া কোল।
নবী দিকে জয়বাদ্য উঠিল কল্লোল ॥
এথ দেখি নৃপবর হইল কম্পিত।
কহিতে লাগিল নিজ সৈন্যের বিদিত ॥
একে একে দি' পাঠাইলে করিবেন্ত ক্ষয়।
কোন দিন না হৈব জান এ যুদ্ধ জয় ॥
এথ দেখি দুরাচারে নিজ সৈন্যগণ।
তুষিলেক একে একে দিয়া বহুধন ॥
ধন দিয়া আশ্বাসিয়া বোলে নৃপবর।
সর্ব সৈন্য যুদ্ধ দেঅ হই একত্তর ॥
তার অল্প সৈন্য হএ দেখ পরতেক।
সজীবে ধরহ গিয়া সহস্রকে এক ॥
আজ্ঞা পাই ষাইট লক্ষ সব অশ্ববার।
সহস্র বিংশতি জঙ্গী অগ্নি-অবতার ॥
নব সহস্র সাজে গজ পাটোয়ার।
সুবর্ণ মণ্ডিত সব পর্বত আকার ॥
চলিলেন্ত সর্ব সৈন্য নবী সৈন্য 'পর।
ফুকারি ফুকারি সবে বোলে মার মার ॥
শুদ্ধ লোহময় গদা জঙ্গী সবে ধরি।
নাচএ বিবিধ মত যেন মত্ত করী ॥
জএকুমের সৈন্য অনন্ত অপার।
কোটি কোটি পদাতি ফুকারে 'মার মার' ॥
সারি সারি শ্বেত ছত্র ধ্বজ সুশোভন।
নির্ভয় চলন্ত যুদ্ধে যথাএ সৈন্যগণ ॥
সৈন্যপদ ধূলি উঠি ছাইল গগন।
দিক অন্ধকার হইল না দেখি তপন ॥
রসুলের সঙ্গে বীর্যবন্ত অশ্ববার।
বিক্রমে কেশরী তুল্য তেত্রিশ হাজার ॥
সারি সারি মত্ত করী গলে মুক্তা ধরে।
মারুত সদৃশ সব বিজুলি সঞ্চরে ॥
হস্তীগলে বাজে ঘণ্টি শুনিতে সুস্বর।
চলন্ত পর্বত যেন মূর্তি ভয়ঙ্কর ॥
বিবিধ সাজন অশ্ব দেখিতে সুন্দর।
গরুড়ের গতি সব অতি মনোহর ॥
মহা মহা মল্ল সব সিংহনাদ করে।
এথ দেখি এরাকের পৃথিম্বী বিদরে ॥
সহস্র সহস্র বীর নাচে গদা ধরি।
যুদ্ধ মাঝে চলে যেন যেন মত্ত করী ॥
পদাতিক পদধূলি ঢাকিল আকাশ।
দিনে অন্ধকার নাহি রবির প্রকাশ ॥
গজে গজে যুদ্ধ হৈল দন্তে পেশাপেশি।
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হৈল দুই মিশামিশি ॥
ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ।
বরিষার মেঘে যেন বরিষে সঘন ॥
অস্ত্রজালে ভরি গেল গগন মণ্ডল।
বীরের গর্জনে ভূমি করে টলমল ॥
গদা গদা ঘরিষণে উলকা পড়ে খসি।
দীপ্তিমান হই গেল অন্ধকার নিশি ॥
খর্গ খর্গ যুদ্ধ করে উঠে খরখরি।
ভিন সূর্য হই যেন চমকে বিজুরি ॥
অন্যে অন্যে মল্ল করে হই জড়াজড়ি।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ ভূমি তলে গড়ি ॥

কাকে কেহ দড় মুষ্টি মারএ ভিণ্ডিয়া।
কাকে কেহ মারে ধরি তুলি আছাড়িয়া ।।
ব্রহ্ম অস্ত্র ধরি যুদ্ধ অগ্নি বরিষণ।
ধূম্রকার দশদিক লুকিত[১] তপন ।।
পদাতি পদাতি যুদ্ধ নানা অস্ত্র ধরি।
মৃত 'পরে মৃত পড়ি হৈল যেন গিরি ।।
কেশাকেশি ভুণ্ডাভুণ্ডি নিমজাদা রণ।
প্রাণ নিরপেক্ষ যুদ্ধ করে বীরগণ ।।
জএকুমের বহু সৈন্য এথা অল্প ছিল।
চণ্ডিকাত[২] গিয়া যেন গোমাংস মিশিল
নখে দন্তে কাকে কেহ বরিষন্ত শর।
নাম গোত্র পুছিলে যে চিনএ আত্মপর ।।
অনুরক্ত উমর ওসমান বীর আর।
হাসন হোসন বীর[৩] দোহ দুর্নিবার ।।
আর বীর হানিফা-নন্দন যেন বাঘ।
প্রবেশিলা সৈন্য মধ্যে করি দুই ভাগ ।।
বিবক্তি লইলা কেহ তান অনুপাম।
রুষিল সসৈন্য[৪] কেহ করিতে সংগ্রাম ।।
মার মার করিয়া করিয়া চারি ভাগে।
খেদিয়া খেদিয়া মারে যেহেন বড় নাগে ।।
সহস্র সহস্র সৈন্য কাটি কাটি পাড়ে।
লগুড়ের ঘাএ যেন তাল ফল ঝরে ।।
বাছি বাছি কাটি পাড়ে বীর অগ্রগণ্য।
প্রশংসন্ত সর্বলোক বোলে ধন্য ধন্য ।
মহামল্ল বীর আলি তালিব নন্দন।
একে একে সভানেক সংহারে কোপ মন ।।
অতি কোপে রুষিলেন্ত দুই খর্গ ধরি।
কদলীর বনেতে যেন মদমত্ত করী ।।
গজ বাজী কাটে কাহার কোদণ্ড।
কার হস্ত পদ সমে করে দুই খণ্ড ।।
কার হস্ত পদ কিবা কাহার যে মুণ্ড।
অশ্ব গজ সমে কার করে দুই খণ্ড ।।
সৈন্য সেনা কাটি পাড়ে ধ্বজ ছত্র ধার।
মহামহা বীর কাটে উঠে হাহাকার ।।
এথ দেখি ত্রাসে ধাএ জথ ছত্রপতি।
মহাবীর ধাএ যেন সামান্য আকৃতি ।।
যেহেন কেশরী গজে কাকে না সংশয়।
কোটের মাঝারে যেন শার্দূল খেলএ ।।
শত্রু সৈন্যে গিয়া ধীরে করেন্ত সংহার।
লক্ষ লক্ষ বীর কাটে উঠে হাহাকার ।।
সহস্র সহস্র কাটে মদমত্ত করী।
গজ দন্ত তুলি ধাএ আর্তনাদ ছাড়ি ।।
অশ্বগজ রথ হোন্তে পড়এ পদাতি।
নিমজাদা রণ হইল সৈন্যের দুর্গতি ।।
বৃক্ষ[৫] হোন্তে চণ্ড যেন খসি খসি পড়ে।
বৃক্ষ হোন্তে পক্ষী যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে ।।
মাংস রক্ত পঙ্ক হইল সৈন্য দিল ভঙ্গ।
শৃগালের মনে সুখ নাচে গৃধ কঙ্ক ।।
শ্রবণে শুনিতে স্রোত খরতর ধার।
শৃগালে ঠেলিয়া ফেলে সপ্ত ছড়ি হার।
নানা অস্ত্র নানা বাদ্য নানা অলঙ্কার।
শোণিতাক্ত হৈল ভূমি করিয়া সংহার ।।[৬]

১. মূলপাঠ : পুরিত ২. মূলপাঠ সন্তিকেত ৩. নবী ৪. সমুদ্র ৫. কুক।
৬. মূলপাঠ : শুননাতীত হইল ভূমি করিয়া শৃঙ্গার।

সেনাপতি শির 'পরে সুবাসিত কেশ।
শৃগালে ধরিয়া টানে সামান্যের বেশ ॥
ত্রাস পাই সব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ।
পদ্মাকূল[১] বাউ যেন উলটে তরঙ্গ ॥
ধাইয়া গেলেন্ত সব নৃপতি নিকট।
নিকটে যাইয়া সব বোলেন্ত সঙ্কট ॥
এক বীর নাম আলি ভুবন বিখ্যাত।
এক বীর সর্ব সৈন্য করএ নিপাত ॥
তাহার সাক্ষাৎ যুদ্ধ কেহ নহি করে।
সিংহনাদ শুনি তার সর্ব সৈন্য মরে ॥
এথ দেখি ভএ ভীত হইলা নৃপবর।
নেউটিয়া সর্ব সৈন্য সঙ্গে চলিলা সত্বর ॥
এথা মোহাম্মদ আইল নিজ সৈন্য সঙ্গ।
আপনা শিবিরে চলিলেন্ত মনোরঙ্গ ॥
হেনকালে দিনমণি গেলা নিজ স্থান।
কৃপাণ ছাপাই রহে পুরুষ প্রধান ॥
সব সুত মিলিয়া হইল এক জোৎ।
ধরিব তখনে নাম বসুদেব সুত ॥
করুণা সাগর পীর গুণের সাগর।
অসীম মহিমা পীর ধীর সিন্ধু বর ॥
শাহা মোহাম্মদ পীর রূপে পঞ্চবাণ।
অনন্ত কি কহিব অন্ত তাহান বাখান ॥
কমল চরণ রেণু শিরেত ধরিয়া।
হীন জনুদ্দিন কহে পাঞ্চালি রচিয়া ॥
শ্রীযুত ইছপ খান জ্ঞানে গুণবন্ত।
রলসুবিজয় বাণী কতুকে শুনন্ত ॥

॥ **উভয়পক্ষে পুনঃ যুদ্ধায়োজন** ॥

। দীর্ঘছন্দ।

জএকুমের সৈন্য যবে ভঙ্গ দিলা দেখি তবে
আইলেন্ত নবীর গোচর।
কমল চরণে ধরি বহুল বিনতি করি
প্রণামিলা হই একত্তর ॥
কাহারে লইয়া কোলে কাহারে ধরিয়া গলে
কার গলে করিয়া চুম্বন।
মনেতে গৌরব ধরি আশীর্বাদ কৈলা নবী
প্রশংসিয়া দিয়া সম্ভাষণ ॥

১. মূলপাঠ ঃ পদ্যাকুল

আজ্ঞা দিল মহাভাগে বসিবারে সব লোকে
বসিবারে যার যে আসন।
পুছিলেন্ত পএগাম্বরে স্বরূপ কহত মোরে
কথ সৈন্য হইল নিধন ॥
তা শুনিয়া একজন লেখে গিয়া সৈন্যগণ
নবী পদে আসি গোচরিলা।
দশ সহস্র জন কাটিলেন্ত শত্রুগণ
শুনি সব চিন্তিত হইলা ॥
এথ দেখি নবী বরে কহিলেন্ত সব তরে
ন চিনন্ত সব তাহার।
যাকে যে লেখিছে প্রভু মিটন না যাএ কভু
[তাহা অবশ্য ঘটিবে তার।]
সর্ব সৈন্য করি শান্ত নবীবর বুলিলেন্ত
প্রভাতে করিবা সংগ্রাম।
যশকীর্তি রহি যাইব জগজনে গুণ গাইব
পরলোকে ভিহিস্তেত ঠাম ॥
নবীর বচন শুনি করুণা হইলা পুনি
প্রণাম করিয়া সর্বজন।
তবে সব কহিলেন্ত শুন আরবের কান্ত
তোহ্মাপদে সব প্রাণপণ।
সন্তোষ করুণা দেখি নবীবর হইলা সুখী
প্রভুনাম স্মরি বারে বারে।
পুন নবী বুলিলেন্ত শুন সৈন্য দয়বন্ত
জয় জয় তোহ্মার আহ্মার।
এথ শুনি সর্ব জন সহরিষ হই মন
কেহ বাহে কেহ গাএ গীত।

নানা অস্ত্র বাজে ঘন নৃত্য করে সর্ব জন
পঞ্চশব্দে শুনি সুললিত।
এথাতে জএকুমে যাই বোলে পাত্র মিত্র ঠাই
লেখ গিয়া সৈন্য আপনার ।।
কথ আছে কথ নাই লেখ গিয়া ঝাটে যাই
কথ যুদ্ধে হইছে সংহার ।।
আজ্ঞা পাই একজন দেখে গিয়া সৈন্যগণ
কহিলেন্ত নৃপতি গোচর।
তিনশত আশী মুখ্য অশ্ববার ষাইট লক্ষ
পড়িলেক সহস্র বীরবর ।।
শুনিয়া জএকুম-চিত হইলেক বিষাদিত
বোলে ডাক মোর পুত্রগণ ।
বিষম আরবগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া মন
যথ সৈন্য করিলা সংহার।
কি বুদ্ধি করিব এবে কহ মিত্রবন্ত সবে
পরাজিতে উপায় তাহার ।।
এক বীর আলি নাম সিংহবন্ত অনুপাম
ভুবন বিখ্যাত ধনুর্ধর।
আশ্চর্য করন্ত রণ দেখি ধাএ সৈন্যগণ
সাক্ষাতে শমন সমসর ।।
এই অপরূপ আর দেখিলাম অসি ধার
ফণীসম দুই জিহ্বা তার।
সেই খর্গ ধরি করে পড়ে যেই সৈন্য 'পরে
সে সবের নাহিক নিস্তার ।।
এথ শুনি পুত্রগণ কুপিত হইলা মন
আহ্মি সব করিব সমর।

কেনে সন্তাপিত মন দেখিয়া শত্রুগণ
আহ্মি সব করিমু সমর ॥
পাষাণেত রেখা রাখ প্রভাত সমএ দেখ
সর্ব শত্রু করিমু সংহার।
কিবা আলি বীর হএ নাহি আহ্মার তার ভএ
সবংশে পাঠাইমু যম ঘর ॥
দানে কর্ণ মানে কুরু জানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু
ধ্যানেত শঙ্কর সম জান।
শান্তদান্ত গুণবন্ত ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত
পীর মোহাম্মদ বাখান ॥
তান পদ-রেণু লৈয়া নয়ানে কাজল দিয়া
জয়দ্দিনে রচিল পএয়ার।
শুন কহি গুণিগণ যেবা আছে মন্দ জন
অবশ্য যেন নেহাল তার ॥

॥ যুদ্ধ বর্ণনা ॥

॥ জমক ছন্দ ॥

। প্রথম যুদ্ধ।

হেন কালে নরপতি 'বারাম' কহিল।
বসুদেব সুত-মিতে ভীত রঙ্গ দিল ॥
আদিত্য উদিত হৈল তিমির করি বাম।
উঠিলেন্ত দুই সৈন্য করিতে সংগ্রাম ॥
প্রভাত সময় তবে বোলে মহারাজ।
বাজাও বিজয় বাদ্য সৈন্য কর সাজ ॥
আজ্ঞা পাই একবারে করে বাদ্য রোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিল্লোল ॥
সাজিলেন্ত সৈন্য সব নানা অস্ত্র ধরি।
চলিলেন্ত মল্ল সব যেন মত্ত করী ॥
সৈন্য পদ ভার না ধরে মেদিনী।
পদাতির উল্কারাশি আচ্ছাদিল দিনমণি ॥

চলিলেন্ত আরোহণে গজ অশ্ববার।
অশ্বগজে ফিরাই দৌড়াই বারেবার ॥
তার পাছে নৃপবর হইয়া সুসাজ।
সর্ব সৈন্য সাজি আইল রণভূমি মাঝ ॥
নবীবরে দেখিলেন্ত জথ রিপু দল।
আদেশিলা নিজ সৈন্য সাজিতে সকল ॥
আজ্ঞা পাই সর্ব সৈন্য তুরিত গমন।
সাজিলেক শত্রু সৈন্যে করিবারে রণ ॥
একে একে বীর সব সিংহনাদ ছাড়ি।
চলিলেন্ত বীর সব টলমল করি ॥
অশ্বগজ চলে রথী চলএ পদাতি।
সারি সারি ধবল পতাকা শোভে অতি ॥
তার পাছে চলিলা রসুল মহামতি।
সর্ব সৈন্য সঙ্গে করি চলে পাপ মতি ॥
দুই সৈন্য মুখামুখি হই গেল যবে।
ডাকোয়াল ডাক শুনি উঠিলেন্ত তবে ॥
আজুকা সংগ্রাম কিবা হইবেক আন।
কার কি বিক্রম আজি দেখি বিদ্যমান ॥
এথ দেখি নৃপ দিকে নামে পরতাছি।
নিঃসরিল মহামল্ল ভেট কহুকাছি ॥
পঞ্চ শত মণের গদা হস্ত 'পরে করি।
রণভূমি আসি সবে বোলে ডাক ছাড়ি ॥
শুন শুন আরবপতি এক ধনুর্ধর।
অবিলম্বে দি' পাঠাইঅ মোহর গোচর ॥
নতু কিবা আইলেহ তোহ্মার নিকট।
নিকটে আসিলে তোহ্মার পড়িব সঙ্কট ॥
এথ শুনি জোনাবীল নির্ভয় শরীর।
নবীর সাক্ষাতে আসি নামাইল শির ॥
প্রণামিয়া বোলে আজ্ঞা দেঅ নবীবর।
অহঙ্কার ভাঙ্গি তার করিমু সংহার ॥
জোনাবীল বিক্রম বাণী শুনি নবীবর।
অনুমতি দিলা নবী হরিষ অন্তর ॥
আজ্ঞা পাই মহাবীর নিজ বীর্য স্মরি।
ভেট কহুকাছি বলে হুঙ্কারি হুঙ্কারি ॥
রণস্থলে গিয়া বীর সিংহনাদ ছাড়ি।
কহিতে লাগিলা বীর উচ্চ স্বর করি ॥
শুন, করতার তুহ্মি বোল গিয়া ধাই।
নৃপতির সৈন্য লৈয়া আইস ঝাটাই ॥
আসিয়া নবীর পদে প্রণামিয়া।
নিজ প্রাণ রাখউক ইমান আনিয়া ॥
কৃপার সাগর নবী আসিছে নিকট।
ঝাটে করি ভেট আসি তাহার নিকট ॥
তাহান কলিমা কহএ মন্ত্র জপএ।
কোটিক জন্ম পাপ সেইক্ষণে ক্ষএ ॥
আপন জান তান কলিমা বাখান।
শীঘ্র চল বেদ আছে বিদ্যমান ॥
জানিয়া শুনিয়া সবে হও কেনে ভোর।
জ্ঞানবন্ত জন হই কেনে হৈলা ঘোর ॥
বিনি কলিমা মুক্ত নাহি কদাচন।
জ্ঞান শাস্ত্র বেদ পাপ ন যাএ খণ্ডন ॥
শুনি, বেদজ্ঞ আছে নৃপ বিদ্যমান।
জানিয়া শুনিয়া সবে কেনে ভোর মন ॥

প্রত্যয় না যাএ যদি আম্মার বচন।
সে বেদ বিচারি তবে চাহত আপন।
কিবা চারি বেদ মধ্যে শাস্ত্র সব জান॥
কলিমা বাখান জান আছে তান স্থান।
বিলম্ব করহ কেনে কাফিরের গণ।
অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ॥
ক্রুদ্ধ হই কহুকাছি কহিতে লাগিল।
কেনে অহঙ্কার কর জোনাবীল॥
জোনাবীল গর্জিয়া তর্জিয়া কহিল।
দোহানের মহাযুদ্ধ তুমুল বাজিল॥
পদাতি হইল যুদ্ধ দোহান মিশিয়া।
সবিস্মিত দুই সৈন্য রহিল হেরিয়া॥
অন্যে অন্যে কোপ করি সাবুটি ধরিয়া।
পরস্পরে মারে যেন মুকুটি ভিণ্ডিয়া॥
রুহিত বরণ হইল দোহান বদন।
দ্বিজরাজ মিশি যেন উদিত তপন॥
কাহার যে মধ্যদেশ ধরি কোপ মন।
অন্যে অন্যে আছন্ত করিতে নিবারণ॥
দোহানে দোহানে চাহে করিতে সংহার।
ঊন নহে সম বল দোহ দুর্নিবার॥
মহাযুদ্ধ করি দোহ হইল ফাফর।
দুই পাশ হই দোহ রহিল সত্বর।
শান্ত হই সমএ পাই জোনাএ ধরিয়া।
মারিল কপটে তার মুকুটি ভিন্দিয়া॥
যেন সিংহগজ কুম্ভ করএ বিদার।
মুকুটির ঘাতে মুণ্ড হৈল শূন্যকার॥

এথ দেখি দুই সৈন্য দোহ প্রশংসিল।
জয় ধ্বনি নবীর দিকে বাজিতে লাগিল॥
এথ দেখি রুষিলেন্ত জএকুম সুত।
মহাবলবন্ত বীর দেখি অদ্ভুত॥
শতমণ 'জিরাই' লইলা অঙ্গে পরি।
ষাইট মণের টোপ যেন শিরে পড়ে ঢলি॥
পরিয়া নানান বস্ত্র গলে রত্ন হার।
দোলএ দোলনী যেন ভাল শোভাকার॥
নয় মণ খর্গ সাজে কটি খর্গান্তর।
মধ্য ভাগে বিংশ মণ পোলাদি সিফর॥
দুই শত মণ শূল হস্তের উপর।
লইয়া বিচিত্র ধনু টোনে দিব্য শর॥
অষ্ট ধাউর সহস্র মণের গদা লইয়া।
চলি ভেলা হুঙ্কারিয়া অশ্ব আরোহিয়া॥
বিবিধ সাজাই অশ্ব কতুকে গমন।...
এ পঞ্চ বিংশতি গজ তনু ছিল তার।
দুই শত মণের অন্ন তাহান আহার॥
জএকুম কনিষ্ঠ পুত্র নামেত ছালার।
মহাবলবন্ত বীর সমরে দুর্বার॥
তার নামে মিশ্র রুম সাম খোরসান।
ন খায়ন্ত অন্ন জল ভএ কম্পমান॥
এথ শুনি নবীবরে কহিতে লাগিলা।...
যদি তুহ্মি যুদ্ধে যাও শীঘ্র হইব কাজ।
অনেক পাঠাইলে হেন পাইবে বহু লাজ॥
আজ্ঞা পাই প্রণামিয়া উঠিল হায়দর।
'দাউদী জিরাই' অঙ্গে পরিলা সত্বর॥

কনক মণ্ডিত তাজ সাজে শির 'পরে।
নানা রত্নমালা গলে দোলে নিরন্তরে॥
কটি খর্গান্তরে খর্গ অতি সুশোভন।
রত্তন জড়িয়া পুষ্ট ঝুট কেশ ঘন॥
নানান বিচিত্র ধনুর্বাণ হস্তে করি।
রাখিলেন্ত দিব্যবাণ বাণ-টোন ভরি॥
কুলিশ বিধানে অশ্ব সুসজ্জ করিয়া।
আমীরেত যোগাইল কম্বুরে আনিয়া॥
প্রভু নাম স্মরি বীর হৈল আরোহণ।
চলিলা নিমেষে আলি গমন শোভন॥
দেখিতে কালান্ত যম সব ভয়ঙ্কর।
থাউক করিব রণ [দেখি পাএ ডর]॥
মহা ক্রোধে সিংহনাদ কৈলা মহাবল।
শুনিতে কম্পিত গিরি ভুবন মণ্ডল॥
এরাক মেদিনী ভূমি কম্পমান হৈল।
অকালেত হৈল বাণ প্রলয় সকল॥
সেই শব্দ শুনি সৈন্য লই অশ্বগণ।
মূর্ছনাতে কেহ কেহ তেজিল জীবন॥
সেই শব্দ শুনি হৈল ছালার আলার।
হস্ত পদ বান্ধিয়া যে রাখিল তাহার॥
কথক্ষণে ছালার যে চৈতন্য হইল।
হইয়া চৈতন্য ভাব কহিতে লাগিল॥
আরবার সিংহনাদ যদি শুনি তার।
কভু না রহিব জীব দেহ মধ্যে মোর॥
যেই জনে তার সঙ্গে করিবা সমর।
নিশ্চয় উদ্ধার নাই বিনি যম-ঘর॥

বড় বড় বীর সনে করিয়াছি রণ।
হেন সিংহনাদ কেনে শুনিএ শ্রবণ॥
আরব বংশেত [জন্ম] কিবা নাম ধর।
খাটখুট অঙ্গ আলি শব্দ কেনে বড়॥
এথ শুনি কহিলেন্ত বীর দর্প করি।
নাহি শুনি আছে কিবা বিক্রম কেশরী॥
ক্ষুদ্র সিংহ মাঝে যেন গজ সিংহকার।
তেন অভিপ্রায়ে তোরে করিমু সংহার॥
এথ শুনি কোপ গুনি ছালাএ কহিলা।
তোর কিবা মোর মৃত্যু দৈব নিযোজিলা॥
এথ শুনি ধনুর টঙ্কার তবে দিলা।
চোখ চোখ শরাসনে শর আরম্ভিলা॥
কহিতে লাগিলা বীর গর্জি বহুতর।
বোলে শুন আলি বীর লঅ মোর শর॥
হেনই বিক্রমে মুই শর এড়ি দিমু।
হৃদএ হানিয়া তোর পিষ্ঠে নিকালিমু॥
তা' শুনি ঈষৎ হাসি কহন্ত আমীর।
জথ শক্তি আছে তোর সান্ধি এড় তীর॥
নিজ শরাসন তবে হস্তেত লইল।
অতি খরসান বাণ সান্ধিতে লাগিল॥
অতি খরসান বাণ গুণেতে জুড়িলা।
তবে মহাবীর আলি কহিতে লাগিলা॥
মার মার ছালার কি ভএ কি রহিলা।
[ক্রোধে বাণ হস্তে যেন সমুখে রাখিলা]
বাণ এড়ি দিয়া বীরে হেট মুখী হইলা॥
সর্প সমান শোঁশাই আসে সেই শর।
সর্বলোকে বোলেন্ত যে ডংসিল হায়দর॥

তা দেখিয়া ধনুর্গুণে আকর্ণ পুরিয়া।
শর 'পরে শর তীক্ষ্ণ দিলেন্ত এড়িয়া।
গরুড় সদৃশ শর বিদ্যুৎ সঞ্চার।
গুঞ্জরী যাইয়া স্বর্গে করে হাহাকার।
তবে কোপে অর্ধচন্দ্র বাণ এড়ি দিলা।
অর্ধপথে পূর্ণচন্দ্রচক্র নিবারিলা॥
পুনি হুতাশন বাণ এড়িল দুরাচার।
হুহুঙ্কারে গর্জিতে লাগিল বারেবার।
দশদিক ভরি বাণ পরশে আকাশ।
অশ্বগজ দুই সৈন্য করএ বিনাশ॥
অগ্নি দেখি বরুণ জুড়িল মেহু বাণ।
মেঘবৃষ্টি করি বাণ করিল নির্জন॥
ঘন ঘন করি যেন নীবার রাখিল।
অগ্নি হোন্তে সৈন্য যেন নিস্তারি রাখিল॥
লজ্জা পাইয়া পিষ্ঠে করি টোন নানা শর।
জলধি সঞ্চার যেন সব নিরন্তর॥
যদি টোন হোন্তে পাপী বাণ লইল এক।
গুণেতে জুড়িল দশ এড়িতে শতেক॥
সহস্র সহস্র হই শূন্যেত উড়এ।
অযুতে অযুতে হই ভূমিতে পড়এ॥
বাণ নিবারিয়া বিখ্যাত ধনুর্ধর।
বাণে বাণ কাটন্ত যে নিবারি শরে শর॥
আলির বিক্রম দেখি অদ্ভুত ভুবন।
কিবা দেব পরী কিবা স্বর্গবাসিগণ॥
অন্যে অন্যে দুই বীরে বরিষএ শর।
ছাইয়া গগনে ভ্রমে শূন্যের উপর॥
আকাশ ভরিয়া পুনি শর পড়ে।
পর্বতে পর্বতে পড়ে দিগদিগন্তরে॥
দোহানের শরবৃষ্টি যদি সে দেখিত।
রসুলে এড়িয়া বাণ ভীমশর দিত॥
কিবা ভীম অশ্বত্থমা কর্ণ দ্রোণচার্য।
[কেহ সম নহে তার কিবা কৃপাচার্য
আর কেবা আগু হৈব দোহান গোচর।
কহিতে এ যুদ্ধ হএ পুস্তক বিস্তার॥
তেকারণে না লেখিল সে সব কথন।
কিঞ্চিত সংক্ষেপে কহি শুন গুণিগণ॥
টোন শূন্য দেখি তবে জএকুম নন্দন।
মেলিয়া মারিল শূল অতি কোপ-মন॥
হেন শূল নিবারিল তালিব নন্দন।
ভুবন বিখ্যাত বীর সাক্ষাতে শমন॥
শেল শূলে মহাযুদ্ধ হৈল দুই বীর।
ঝণাঝণি শব্দ শুনি কর্ণ যাএ চির॥
হেনকালে দুই শেল ভাঙ্গি গেল যবে।
অন্যে অন্যে দুই বীর গদা লইল তবে॥
ছালাএ বোলে তবে আগে মার তুহ্মি।
পশ্চাতে তোহ্মার দর্প ভাঙ্গিবাম আহ্মি॥
হাসিয়া বোলন্ত আলি শুনহ ছালার।
জথ শক্তি আছে তোর করহ প্রহার॥
এথ শুনি ক্রুদ্ধ হই ছালার দুর্বার।
সৈন্যের উপরে গদা ভ্রমাএ বারেবার॥
দড়মুষ্টি গদা যদি করিল প্রহার।
দুইদিকে সৈন্য সব উঠে হাহাকার॥

কেহ বোলে পর্বত ভাঙ্গিয়া পড়িল।
আচম্বিত বজ্রাঘাত দৈবেকে হইল॥
হেন গদা ঘাএ বীর ধরিয়া সিফর।
বাহুবলে উড়াইল কদম্ব সমসর॥
এথ দেখি ধন্য ধন্য বোলে সর্বজন।
সাধু সাধু মহাবীর বিখ্যাত ভুবন॥
এই মতে বারে বারে বহু প্রহারিল।
সিফরের ছাটে বীর সব উড়াইল॥
বুলিলেন্ত আলি তবে শুনহ ছালার।
এবে কি হইল বোল সমএ আন্ধার॥
এথ শুনি কহে পুনি ছালার দুর্বার।
মার গদা এবে দেখি যে শক্তি তোহ্মার॥
তা শুনিয়া মহাবীর অতি ক্রুদ্ধ হইলা।
কঠিন হৃদয় গদা তুলি ভ্রমাইলা॥
যম দরশনে গদা মারিলেন যবে।
মাংসপিণ্ড হৈল হেন বুলিলেন্ত সবে॥
কেহ কেহ বোলে এই নহে গদাঘাত।
আকাশ বিদারি যেন হইল বজ্রপাত॥
ছালাএ খাইয়া বারি মানে বজ্রঘাত।...
সেই গদা ঘাএ তার তীরচ ভঙ্গ হইল॥
অশ্বের কোমর ভাঙ্গি ভূমিতে পড়িল।
যদি সে খাইল বারি বজ্রগদা শর॥
সিংহ অঙ্গ ভার সম হইল জর্জর।
ছালাএ শীতল দেখি আলি মহামতি॥
অশ্ব ছাড়ি নামিলেন্ত আলি মহামতি॥
অশ্ব ছাড়ি বোলে বীর মধুর বচন।
কি হেতু হতাশ বীর কেনে ধন্ধমন॥
শুনি চমকিত হৈল লাগিল কহিতে।
কি হেতু হৈলা ধন্ধ লাগিলা বুলিতে॥
এথ কহি পুন বীর গদা উত্তোলিলা।
আলি 'পরে হানিতে গদা শূন্যে ভ্রমাইলা।
তার ঘাত নিবারিয়া আমীর সুমতি।
মারিলা তাহারে গদা অতি শীঘ্র গতি॥
হায়দর মারিল গদা ছালার উপর।
বৎসরকে পাইলেক গদার খবর॥
হেন দৈব যুদ্ধ হৈল দৈব নিযোজন।
দোহানের দর্পে হৈল কম্পিত ভুবন॥
গদা গদা ঘরিষণে শব্দ যাএ দূর।
আথাক্ষা মনিষ্য কাঁপে কাঁপে সুরাসুর॥
গদা গদা ঘরিষণে দেব চমকিত।
সিংহ ব্যাঘ্রে কর্ণ তুলি হইল চিন্তিত॥
দোহানের মহাযুদ্ধ হৈল বিপরীত।
খেনে খেনে যুদ্ধ খেনে রহন্ত স্থকিত॥
হেনকালে অস্তগত হইল ভাস্কর।
তা দেখিয়া কহিল ছালার বীরবর।
যার যে শিবিরে গিয়া মিলহ সত্বর।
রসুলবিজয় বাণী অমৃতের ধার।
শুনি মনে সবধিক আনন্দ অপার॥
সদয় হৃদয়ময় দয়াশীল নিধি।
শাহা মোহাম্মদ খান সর্বগুণ নিধি।
তান পাদপদ্মে বদি ধেয়ানে ধেয়াই সার।
শিশু জএনুলদ্দিনে কহে পাঞ্চালি
পএয়ার॥

॥ দ্বিতীয় যুদ্ধ ॥

। দীর্ঘছন্দ ।

সন্ধ্যা দেখি দুইজন রণ তেজি ততক্ষণ
যদি সে শিবিরে চলি গেলা ।
ছালাএ ঘরেত যাই আপনা বাপের ঠাঁই
জথ ইতি কহিতে লাগিলা ॥

বোলে শুন কহি পিতা আলির বিক্রম কথা
এক বীর ভুবন বিখ্যাত ।
কোন বাণী নহি জানি লোক মুখে নহি শুনি
যেন দেখি শমন সাক্ষাৎ ॥

একি সিংহনাদ কৈলা ভুবন কাঁপাইলা
শুনি মুই হৈলুম জর্জ্জর ।
তাহান গদার ঘাত হেন হৈল বজ্রপাত
খাই মুই হৈলুম ফাফর ॥

ছালার বচন শুনি জএকুমে কহিলা পুনি
দেখিলাম আহ্মিহ সাক্ষাৎ ।
কভু নাহি দেখি আহ্মি অল্প বয়স তুহ্মি
তাকে তুহ্মি দেখিবা কোথাত ॥

তখনে কহিলুঁ আহ্মি প্রত্যয় না কৈলা তুহ্মি
এবে সব বুঝহ আপন ।
কিবা দেখি যুদ্ধ তার রাজা সব ছত্রকার
ছত্র হেন লএ মোর মন ॥

বাপের বিষাদ মন কহে সব পুত্রগণ
ভয় ভীত না রাখ মনএ ।
আহ্মি আদি পুত্র যবে সজীবে থাকিএ তবে
জান রাজ্য যাবৎ আছএ ॥

কিন্তু নারি কহিবার জয় পরাজয় কার
কাকে বিজয় পরশন।
আহ্মি আদি ভাই যবে রণেতে পড়িএ তবে
অন্য রাজ্য করিব স্থাপন॥
এথা বীর আলি যাই কহিল নবীর ঠাঁই
শুন প্রভু অপূর্ব কথন।
নাহি দেখি ভূমিতল নাহি হেন মল্ল মেল
ছালার সদৃশ একজন॥
যেই গদা মোর 'পরে প্রহারিল দুরাচারে
যদি প্রহারিত গিরি 'পর।
খণ্ড খণ্ড হই যাইত আর কিছু না রহিত
গদা নহে বজ্রের দোসর॥
ছালার বিক্রম বাণী শুনি সবে মনে গুনি
স্তব্ধ হই রহে সর্বজন।
তা দেখিয়া নবী বরে কহিলেন্ত সভানেরে
ভয় নাহি ভাব নিরঞ্জন॥
সে যে প্রভু করতার আপ নেহি সব সার
যে করিব করিয়াছে আশ।....
মিছা ভয় বাস মন হই সব মহাজন
যোগ্য নহে যেই লোক ভাগে॥
নবীর বচন শুনি সবে নিজ মনে গুনি
সহরিষ হৈল সর্বজন।
ভাবিয়া নমাজ তবে নমাজ গুজারে সবে
করে সবে অজপা জপন॥
হেন কালে দিনমণি তিমির ভক্ষিয়া পুনি
প্রকাশে আকাশ উপর।
তা' দেখিয়া দুই দল করি অতি কোলাহল
সজ্জ হইলা করিতে সমর॥

রণ স্থানে হেন দেখি দুই সৈন্ত মুখামুখী
ডাকোয়ালে ডাকে ঘন ঘন।
ধৈর্য ধরিয়া মন করএ বিষম রণ
যেন রহে জগত ঘোষণ॥
শুনিয়া জএকুম সুত কোপে জ্বলে অদ্ভুত
নিঃসরিলা সিংহনাদ ছাড়ি।
কে যাইবা যমপুর আইস নিকটে মোর
তবে দর্প ভাঙ্গিবারে পারি॥
শুনি আলি মহাশএ সত্বরে রুষিয়া রএ
চলি গেল করি হুহুঙ্কার।
শুনহ ছালার আজ [সংহারিয়া রণ মাজ]
দর্প ভাঙ্গিব তোর॥
শুনি পাপী কোপ মন বাম হস্তে শরাসন
লইয়া দক্ষিণ হস্তে তীর।
জএকুমের পুত্র চার চণ্ডসম সান্ধি শর
এড়ে শর আলির উপর॥
তবে আলি ক্রুদ্ধ হইয়া বাম হস্তে ধনু লইয়া
দক্ষিণ হস্তেত দিব্য বাণ।
গুণেত জুড়িয়া ষবে আকর্ণ পুরি তবে
বাণে বাণ কৈলা খান খান॥
বাম চোখ হৈল তার দেখি কোপে দুরাচার
শরে শর সান্ধিয়া এড়িলা।
পুনি পুনি তালিব সুত তর্জি গর্জি অদ্ভুত
শরে শর কাটিয়া পাড়িল॥
লজ্জা পাইয়া দুরাচারে শতে শতে শর এড়ে
এড়িলেন্ত আমীরের বল।
আমীরে হানন্ত যবে ছালাএ নিবারে তবে
সবিস্মিত দেখি দুই বল॥

জড়াড়ড়ি দুই জন করে শর বিছোড়ণ[১]
বরিষার মেহের বরিষণ।
বিষম হইল রণ তবে দুই শরাসন
ভাঙ্গিয়া পড়িল মুণ্ড দোন ॥[২]
ভাঙ্গি গেল শরাসন তবে পুনি দুইজন
খর্গ চর্ম শীঘীরে লইল।
পরস্পর পরাজয় আছে দুহে অতিশয়
কেহ কারে জিনিতে নারিল ॥
খর্গে খর্গে খরাখর শব্দ যাএ দুরান্তর
উচ্চস্বরে যেহেন ঠাঠার।
অগ্নি পড়ে খান খান দেখি সব কম্পমান
খর্গঘাতে কম্পিত ছালার ॥
খর্গ ভাঙ্গি গেল যবে শেল লইয়া পাপী তবে
দঢ়মুষ্টি মেলিয়া মারিল।
হেন শূলে মহারণ হই গেল দুইজন
অন্যে অন্যে চাহে হানিবার।
কাকে কেহ পরাজয় করিবারে না পারএ
অন্যে অন্যে দোহে দুর্নিবার।
হেন শূলে মহারণ ঝনাঝনি শব্দ ঘন
শুনি কম্প দেব সুরাসুর।
মহাযুদ্ধ দুই শূল যদি সে ভাঙ্গিয়া গেল
অন্য অন্য লইল মুদগর।
মুদগরে মুদগরে ঘাত যেন শব্দ বজ্রাঘাত
পরস্পর করেন্ত প্রহার।
গদা গদা ঘরিষণ উল্‌কা খসি পড়ে ঘন
ঘন ঘন বিজুলি সঞ্চার।

---

১. মূলপাঠ : বিতরণ ২. মূলপাঠ : মুণ্ডদেস, মুষ্টদেস।

গদা শব্দ যাএ দূর শুনি কাঁপে সুরাসুর
সিংহ ব্যাঘ্র হৈল চমককার।
তিন দিন তিন রাত্রি এই মতে রণ ভাতি
ছিল ভাতি না ছিল আহার।
বিষম হইল রণ গদা গদা ঘরিষণ
তাতে গদা ভাঙ্গিল দুইজন।
ছালার বোলএ হএ শক্তি তার হইল ক্ষএ
প্রাণ নাহি তুরঙ্গে তোহ্মার।
শুনিয়া তাহান বাণী আমীর কহিলা পুনি
ন জানসি এহান বৃত্তান্ত।
পৃথিম্বির হয় হোন্তে কর্ম নহে কদাঞ্চিতে
সুরপুরে এহার জন্মান্ত।
কৃপা করি প্রভু মোরে প্রসাদ করিল তারে
সংহার করিতে তোরা সব।
এ যে মোর অসি ধার সেহ দিছে করতার
শত্রু রণে কিবা পরাভব॥
শুনি পাপী ক্রুদ্ধ হৈল মল্ল যুদ্ধ আরম্ভিল
দেখি আবি তালিবের সুত।
অশ্বে থু নামিলা যবে মল্ল কাছাকাছি তবে
তর্জিয়া গর্জিয়া অদ্ভুত॥
ালারে বোলএ তুহ্মি আগু ধর পাছে আহ্মি
তবে বুঝি বিক্রম কাহার।
আমীরে বোলেন্ত নহে হেন গুপ্ত নহি কহে
যুক্ত নহে ধরিতে আহ্মার॥
জথ শক্তি আছে তোর হেন কর ধর মোর
পাছে দর্প করিমু যে দূর।
তা' শুনি জএকুম সুত কোপে জ্বলে অদ্ভুত
আসিয়া সত্বরে ধরে কর॥

করাকরি ধরাধরি যেন দুই কেশ হরি
গড়াগড়ি দুই জড়াজড়ি।
ভুজাভুজি কেসাকেসি অঙ্গে অঙ্গে মিশামিশি
কেশাকেশি বাজিল তুমুল।
যেন দুই মত্তকরী কূয়া মধ্যে জড়াজড়ি
দোহ দর্পে ভূমি কম্পমান।
কিবা দেব গন্ধর্ববর ইন্দ্রআদি দেবাসুর
দেখি সব চমকিত ভেল।
ধন্য ধন্য দুইজন করন্ত বিষম রণ
দোহ দর্পে টলে ভূমিতল।
করিয়া বিষম রণ শ্রমযুক্ত দুইজন
স্থকিত রহিলা দুইভাগে।
শ্রম মুক্ত হৈলা যবে ছালাএ ধাইলা তবে
আলিক ধরিলা মহাভাগে।
কটি ধরি দড় করি পুনি পুনি গড়াগড়ি
সর্বশক্তি তুলিতে চাহিলা।
সে যে বীর মহামতি যেন স্থির বসুমতী
তিল এক নাড়িতে নারিলা।
কর্ণাঙ্গুলি করি আর যথাশক্তি আপনার
উচ্চ স্বরে কহিতে লাগিল।
করিবাম সিংহনাদ চৈতন্য করিমু তাত
শুনি সবে তেমত রহিলা॥
তবে আলি প্রভু স্মরি কোপে তার কটি ধরি
মহাশব্দে সিংহনাদ কৈলা।
শব্দ শুনি সৈন্যগণ মুশ্চাগত ততক্ষণ
কেহ কেহ দেহ ত্যাগিলা॥

কেহ বোলে এই নাদ কিবা কৈলা বজ্রপাত
নতু কিবা আকাশ ভাঙ্গিল।
পড়িলেক হেন দেখি [ভাবে সবে চমকি]
নহে কিবা ফুকে ইস্রাফিল॥
এই মতে বীরগণ কাড়াকাড়ি কথক্ষণ
তাতে বীর আলি ছালাএ।....
ভ্রমাইয়া শূন্য 'পরে মধ্যদেশে ধরি তারে
ভ্রমাইল কুম্ভকার চাক॥
তা দেখিয়া দুই সৈন্য প্রশংসন্ত ধন্য ধন্য
সাধু সাধু আলি মহাশয়।
বিপরীত কর্ম কৈলা জগতে ঘোষণা থুইলা
এক বীর ভুবন দুর্জয়।
ভ্রমাইয়া আলি তবে আপনা সৈন্যের দিকে
ক্ষেপিলেক দক্ষের আকৃতি।
ডাকি বোলে বীরবর বুলিলেন্ত ধরাধর
সবে মিলি ধরিল দুর্মতি।
আজ্ঞা পাই ততক্ষণ পঞ্চ সহস্রক জন
চতুর্দিকে ভেটে সব গিয়া।...
কর পদ সবে ধরি বান্ধিলেক জড়িজড়ি
নিল তবে নবী বিদ্যমান।
ছালা বন্দী হৈল যবে দেখিলেন্ত নৃপ তবে
হইলেন্ত বিষন্ন বদন॥
বাপের বিষাদ দেখি ছালা লাগি মনদুখী
কোপে জ্বলে ভাইর কারণ।
দেবাসুর যদি হএ জান শত্রু পরাজয়
বিধি যা'ক করএ ঘটন।

সেই সে পাইব আসি আর জথ ফাসাফুসি
দৈবে তুষ্ট পাইব লাঞ্ছন।
হেনকালে সূরপুর অস্ত গেল যদি সূর
তুই দিকে গেলা তুই বল॥
যে যার শিবিরে গিয়া সর্ব্বনাশ বিমর্সিয়া
রহিলেন্ত জাগন সকল।
শ্রীযুত ইছপ খান রাজেশ্বর[১] গুণবাণ
সুচরিত সুবুদ্ধি সুঠাম।
রসুল বিজয়বাণী অতি সানন্দিত শুনি
মনে প্রীতি বাসিল সভান।
কলেবরে কম্পন ধীর যেন কল্পতরু বর
জ্ঞান ধ্যান অতি ধীরজন॥
ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত অনন্ত কি কহিব অন্ত
পীর শাহ মোহাম্মদ খান জান[২]॥
তানপদ যুগ ধরি শিরে শিরত্রাণ করি
পাঞ্চালি রচিল শিশুবুদ্ধি।

১. মূলপাঠ : রাজস্বর ২. সুধী ?

॥ তৃতীয় যুদ্ধ ॥

। খর্বছন্দ ।

হেনকালে দিনমণি প্রকাশে আকাশে।
দীপ্তি সব হই নিশি করিয়া গরাস ॥
প্রভাত হইল দেখি দুই দিক বল।
সুসজ্জ হইয়া গেল সেই রণস্থল।
দুই সৈন্য মুখামুখি যদি সে হৈল।
তখনে যে নৃপসুত ছালাএ রুষিল।
পঞ্চশত মণের কবচ দিয়া গাএ।
দুইশত মণের টোপ শিরেত শোভএ ॥
খর্গ খরসান সাজে কটির উপর।
পিষ্ঠে গুপ্ত রাখিয়াছে পোলাদি সিফর।
নানান বিচিত্র হস্তে লই ধনুর্বাণ।
টোনাতে রাখিয়া বহু শর খরসান।
ভ্রাতৃসুতাদি স্মরিলা দুরাচার।
রহিলা ঘোটকে তবে বোলে মার মার।
রত্তন জড়িয়া শেল ধরি সুসন্ধান।
দৌড়াই ফিরাএ চলে বিবিধ বিধান ॥
পঞ্চশত মণের গদা হাতে লৈয়া।
উদ্দেশি উদ্দেশি ধরে অলক্ষিত হৈয়া।
আছিল লক্ষ গজ তার কলেরব।
কুম্ভকর্ণ সম দৈত্য মূর্তি ভয়ঙ্কর ॥
তাহাকে দেখিয়া সৈন্য হৈল চমককার।
বোলে একি বীরে দেখি পর্বত আকার ॥
রণস্থলে আসি পাপী কহে উচ্চস্বর।
কে যাইবা যম পুরে নিকল সত্বর ॥
এথ শুনি আলি শীঘ্র সুসজ্জ হইলা।
কিঙ্কর কম্বুরে আনি অশ্ব যে সাজাইলা ॥
প্রভু নাম স্মরিয়া আমীর মহামতি।
অশ্ব'পরে চলিলেন্ত অলক্ষিত গতি ॥
নানা অস্ত্র ধরি বীরে গর্জিয়া অপার।
নিমিষে চলিয়া গেলা সমুখে তাহার ॥
ছালাকে দেখিয়া আলি কহিলা হাসিয়া।
অহঙ্কার কর কেনে আত্ম না গুনিয়া ॥
তোহ্মার কি শ্রধা হৈল ভ্রাতৃর সহিত।
সকতুকে চাহ কিবা রহিতে নিশ্চিত ॥
এথ শুনি ক্রুদ্ধ হৈল ছালাএ দুর্বার।
এক হস্তে ধনু লএ আর হস্তে শর ॥
বাম হস্ত দিয়া যদি সম্মুখে রাখিল।
ক্রুদ্ধ হই বাম হস্ত কহিতে লাগিল ॥
শত্রু আগে আহ্মারে পাঠাইতে রহ তুহ্মি।
মধু মিষ্ট খাইতে আগে পাছে রহি আহ্মি ॥
শুনিয়া দক্ষিণ হস্ত কহিতে লাগিলা।
তোহ্মা হোন্তে কার্য নাই সুসজ্জ হইলা ॥
গর্দভ সদৃশ তুহ্মি কান্ধে ভার করি।
তেন সাথ রহিছন্ত দাণ্ডাই আগুসারি ॥
আগে আহ্মি পিতৃ সঙ্গে যুক্তি করি সার।
তবেহ জানিয়া শত্রু করিমু সংহার ॥
হের দেখ আহ্মার বিক্রম তুহ্মি এবে।
এ বুলিয়া ধনুগুর্ণ ছান্দে রঙ্গে তবে ॥

আকর্ণ পুরিয়া পাপী আলির উপর।
হানিল নিমেষে আলি অতি তীক্ষ্ণ ধার॥
তা দেখিয়া আমীরে শীঘ্র শর লইয়া।
শরে শর নিবারএ অলক্ষিত হইয়া॥
আমীরে হানিল শর পাপী নিবারএ।
তবে বাণ আমীরেহ কাটিয়া উপারএ॥
ছালাএর বাণ যেন ধার খরসান।
নিবারএ আলি তাকে অর্ধ পথ স্থান॥
এথ শুনি পাপিষ্ঠ বরিখে নানা শর।
স্রবএ শ্রাবণ যেন শিরে নিরন্তর॥
সর্ববাণ নিবারে বিষম ধনুর্ধর।
অর্ধ পথে বক্র বক্র দিয়া শরে শর॥
আমীরের বাণ যেন অগ্নি কণা পাত।
সেহ নিবারএ পাপী বিক্রমে বিখ্যাত॥
পরস্পর দুই বীরে বরিষন্ত শর।
ভরিয়া গগনে ভ্রমে শূন্যের উপর॥
আকাশ ভ্রমিয়া শর পুনি ভূমি'পরে।
দশদিক ছাই পড়ে কোটি কোটি শরে॥
টোন শূন্য দেখি পাপী শেল মেলি মারে।
শেল পাট লই বীরে তাহারে নিবারে॥
হেন শূল মহাযুদ্ধ হইল দোহান।
পুস্তক বিশাল দেখি না লেখিল আন॥
শেল শূল ভাঙ্গি গেল লইল কৃপাণ।
কৃপাণে কৃপাণে যুদ্ধ কৃতান্ত সমান॥
অন্যে অন্যে চাহন্ত নিধন করিবার।
জয় পরাজয় নাহি দোহ দুর্নিবার॥
মহাযুদ্ধে ছালা বীরে কৃপাণ ভাঙ্গিল।
তবে পুনি শীঘ্র গতি মুদ্গর লইল॥
ভ্রমাইয়া আমীরের মুণ্ডে প্রহারিল।
আমীরেহ ধরি গদা গদা নিবারিল॥
আমীর বিক্রম দেখি তব্ধ দুই সৈন্য।
প্রশংসন্ত সর্বসৈন্য বোলে ধন্য ধন্য॥
আমীরে প্রহারে গদা পর্বতের চূড়া।
জানু পাতি রহে পাপী 'ছানবীর'[১] ঘোড়া॥
ছালাএ মারন্ত গদা বজ্র সমসর।
সেহ উড়ায়ন্ত বীর ধরিয়া সিফর॥
পুনি আলি কোপে গদা করিল প্রহার।
হুড়ুকা পড়িল যেন যমের দুয়ার॥
সেই ঘাএ লোমে লোমে নীর নিঃসরিল।
বৎসরেত বারসির [?] খবর পাইল॥
মর্মঘাত খাই পাপী মানে বজ্রপাত।
মুহুশ্চিত হইলেন্ত মুণ্ডে দিয়া হাত॥
কথক্ষণে মোহ ছাড়িয়া দুরাচার।
পুনি গদা লইলেন্ত কুপিত অন্তর॥
আমীরেহ হস্তে গদা লই আগুয়ান।
দোহানের মহাযুদ্ধ প্রলয় সমান॥
অসক্য হইল যুদ্ধ কি কহিব তারে।
দেখি ভীতমান জনে পলায়ন্ত ডরে॥
দোহানের গদা শব্দ হইল দিগন্তর।
দুই সৈন্য চমকিত ভয় ভয়ঙ্কর॥
গদা গদা ঘরিষণে অগ্নি কণা কণা।
ছটকে বিদ্যুৎ যেন ঘন আর ঘনা॥

১. সমুখে তার?

দোহানের গদা যুদ্ধ কর্ণে লাগে তালি।
সিংহ ব্যাঘ্র চমকিত ধাএ কর্ণ তুলি।
যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার।
গদা তুলিল দেখি ধাইত সত্বর॥
কিবা কৃপাচার্য যে বিরাট অভিমন্যু।
সে সব এ যুদ্ধ দেখি পলাইত অরণ্য॥
বিস্তর আছিল যুদ্ধ কিতাবে লিখন।
কিঞ্চিত লেখিল লোকে জানিতে কারণ॥
বিনি জলে দোহানে করিল সংগ্রাম।...
মহাযুদ্ধ করি দোহ হৈল উশ্বাস।
স্থকিত রহিল দোহ হই দুই পাশ॥
হেনকাল অস্তাঙ্গিত হৈল দিনমণি।
তাহা দেখি কহিল ছালাএ মনে গুনি॥
আজু দশদিন ধরি করিএ সমর।
ক্ষুধাএ তৃষ্ণাএ প্রাণি হইল ফাফর॥
আজি যুদ্ধ ক্ষেমা কর মাগি তোহ্মা স্থান।
প্রভাতে করিব যুদ্ধ যার যে বাহন॥
ভয়ে ক্ষেমা মাগি হেন না ভাবিঅ মনে।
কিন্তু মাগিএ সন্তোষ হইতে কারণে॥
তার বাক্য শুনি তবে আলি মহাশয়।
হাসিয়া বিদায় দিলা সদয় হৃদয়॥
আসিয়া হালুয়া রুটি মাগে পাপাশয়।
আমীরে নিজ সৈন্যে আইলা নিশ্চয়॥
যুদ্ধ ভঙ্গ দেখি তবে করে কোলাহল।
যার যে শিবিরে গিয়া রহিল সকল॥
হীন জএনুলদ্দিনে কহে নবীর চরণ।
ভজিয়া শরণ মাগি উদ্ধার কারণ॥

॥ চতুর্থ যুদ্ধ ॥

| জমকছন্দ |

ঘরে গিয়া দুই বীর মনে করি রোষ।
খাইতে মাগএ অন্ন হইতে সন্তোষ॥
আমীরের দুই গ্রাস ভক্ষ্য ছিল তান।
পাপিষ্ঠের ভক্ষ্য ছিল রাক্ষস সমান॥
ঘরে গিয়া বোলে দুষ্ট ডাকি উচ্চস্বর।
শীঘ্র অন্ন আন ধাপ বিলম্ব না কর॥
ক্ষুধাএ তৃষ্ণাএ পথ না দেখি নয়ন।
ঝাটে অন্ন আনহ এ মর্ম খান খান॥
পুত্রের কাকুতি শুনি জএকুম রাজন।
আজ্ঞা দিলা শীঘ্র অন্ন আনিতে কারণ॥
আজ্ঞা দিলা ধাই গেলা জথ চরগণ।
আনিয়া দিলেন্ত অন্ন পরম যত্তন॥

দুইশত মণ অন্ন করিল ভোজন।
আর দুইশত খাসী করিল ভক্ষণ ॥
দুষ্টের ভোজন ছিল বিশ শ' ব্যঞ্জন।
কহিতে লাগিলা কাজ সে সব কথন ॥
খাইয়া এসব দ্রব্য সন্তোষ না হৈল।
হেন কালে আকাশেত ভাস্কর উলিল ॥
প্রভাত সময় সাজ হই দুই বল।
সত্বর মিলিল আসি সেই রণস্থল ॥
যদি সে ছালাএ পাপী আগে নিঃসরিল।
গর্জিয়া তর্জিয়া তবে কহিতে লাগিল ॥
আজু আসি মোর সঙ্গে কেবা দিবা রণ।
নিশ্চয় পাঠাই দিমু যমের তোরণ ॥
এথ শুনি নিঃসরিল আলি মহামতি।
কহিতে লাগিলা বীর বিশেষ ভকতি ॥
কেনে বীর অহঙ্কার করন্ত বিস্তর।
স্বনের সঙ্গতি যেন রে রোএ বর্বর ॥
শুনিয়া আলির গালি ছালাএ রুষিল।
দোহানের মহাযুদ্ধ তুমুল বাজিল ॥
পদাতি হইল যুদ্ধ দোহান মিশিয়া।
সবিস্মিত দুই সৈন্য রহিল হেরিয়া ॥
কেশাকেশি ভুণ্ডাভুণ্ডি যুদ্ধ জড়াজড়ি।
যেন দুই মত্ত করী যায় গড়াগড়ি ॥
পরস্পর দুই বীর করে হুড়াহুড়ি।
করএ অপূর্ব যুদ্ধ ভূমি তলে গড়ি।
অন্তে অন্তে দোহানে করেন্ত পরাক্রম।
উনা নহে দেখি বেশ দোহার বিক্রম ॥
দোহানের পদাঘাতে ভূমি টলমল।
দোহান গর্জন শব্দ গগন মণ্ডল ॥
দোহানের দেখি যুদ্ধ জথ বুধগণ।
অপূর্ব ভাবন্ত সবে ভাবি মনে মন ॥
বোলেন্ত বহুল যুদ্ধ কত না দেখিছি।...
কি রাম যুদ্ধ কিবা পাণ্ডবের রণ।
হেন মল্ল যুদ্ধ না দেখিছি কদাচন।
দোহানের মহাযুদ্ধ নিমজাদা ভেল।
নিত্য নিত্য হএ যুদ্ধ ভয় ভাঙ্গি গেল ॥
তেকারণে কহিলুম সে সব বৃত্তান্ত।
তাক যশ কিছু কহি শুন গুণবন্ত ॥
তবে কোপে ছালাএ ধাইয়া মহাবেগে।
তবেত ধরিল আমীরের মধ্য ভাগে ॥
সর্ব শক্তি উফারিয়া চাহন্ত তুলিতে।
থাউক তুলিব তানে নারে হেলাইতে ॥
সেই বীর পাষাণ বহু ওজন হৈয়া।
কুতুব লক্ষ্যএ যেন রহিছে ভেদিয়া ॥
নাসা অশ্রু হোন্তে রক্ত লাগিল বহিতে।
আমীরকে ডরি পাপী রহে শ্রম যুক্তে ॥
তবে আলি অস্ত্র তাজ করিয়া আল্লার।
অলক্ষিতে ধরে গিয়া মধ্য ভাগে তার ॥
নিজ সৈন্য শব্দেত না করিয়া হায়দর।
মহাশব্দে সিংহনাদ কৈলা ঘোরতর ॥
সে শব্দে কম্পিত ভেল কাল ভুজঙ্গম।
নিজ বল সঙ্গ তেজি ধাইল গহন ॥
শুনিয়া কাফির সব হায়দর বীর শব্দ।
বজ্রাঘাত মানি সবে রহিলেক তব্ধ ॥

১. মূলপাঠ : ছালের সঙ্গতি যেন বেরাএ বর্বর।

শুনি গজ সব দন্ত ভূমিতে পেলিয়া।
আর্তনাদ ছাড়ি রহে কম্পমান হৈয়া।
অশ্ব গজ পিষ্ঠ হোন্তে জথ আছে আর।
পরিখার ধিক গুজে[১] ভূমির উপর॥
কেহ কেহ কহে কিবা আকাশ ভাঙ্গিল।
নতু কিবা অকালেত প্রলয় হইল॥
এইমত বীরগণ ঘোষে আমীরেরে।
তাতে তারে ভ্রমাইল শূন্য'পরে॥
সুমেরু পর্বত যেন লই হস্ত 'পর।
ভ্রমায়ন্ত কুম্ভকার চক্র সমসর॥
আলির বিক্রম দেখি হরষিত মন।
প্রশংসন্ত জথ সব স্বর্গ বাসিগণ॥
শত্রু পরাজয় দেখি মুমীন সকল।
বাজাএ বিজয় বাদ্য মন কুতুহল॥
তবে আলি নিজ সৈন্য তাহাকে ক্ষেপিলা।
পঞ্চ সহস্র জনে তাহাকে ধরিলা॥
নেউটিয়া নিজ সৈন্যে ধাইতে লাগিলা।
তা দেখিয়া শীঘ্র আলি পথ আগুছিলা॥
তবে তাকে মহাবেগে সাবুটি ধরিয়া।
মারিল কপটে তারে মুকুটি ভিন্দিয়া॥
যাইয়া হায়দরে মুকুটি হানে বজ্রঘাত।
পর্বতের চূড়া যেন মারিলা মাথাত॥
দুই চক্ষু অন্ধ মাত্র হইল ফাফর।
মুণ্ড ঘুর্মি পড়ে যেন ধরণী উপর॥
ছালাএর শিরে ঘর্ম ঘাও জন্মাইয়া।
হয় উষ্ট মহা ছিল তব্ধ হইয়া॥?

কম্বুরে আনিয়া ফাঁসি তার গলে দিয়া।
গণ্ডার সদৃশ তারে নিলেক ধরিয়া॥
ভ্রাতৃর দুর্গতি দেখি মাল্লিক দুর্মতি।
সুসজ্জ হইয়া চলে অতি শীঘ্র গতি॥
এরাকি অশ্বেত সোয়ার হেন হইআ।
হুঙ্কারি চলিলা পাপী আরোহণ হইআ॥
মুণ্ড ঘুমাই চলে বিক্রমে বিখ্যাত।
বজ্র গদা লই চলে আমীর সাক্ষাত॥
[কহিতে লাগিলা আসি পাপিষ্ঠ দুর্বার।]
কহিতে লাগিলা আসি সভার গোচর॥
বহু ভাবি মন্দ সন্দ বোলে দুরাক্ষর॥
পুনি পুনি আলিকে বোলে গর্জিয়া অপার।
তুহ্মি নিয়াছ ধরি রাজার কুমার॥
ভাইক নিবারে মুই আসিলুম নিকট।
নিকটে আইলুম মুই তোহর সঙ্কট॥
তার বচন শুনি আলি বোলেন্ত হাসিয়া।
কি তুই চাহসি—আহ্মি নিয়াছি ধরিয়া॥
কিসের কারণে তুহ্মি ভাব মন দুখ।
দুই ভাইর সঙ্গে আজি রহিবা কতুক॥
এথ শুনি ক্রুদ্ধ হইয়া আলিকে রুষিল।
পরস্পর দোহানের সংগ্রাম বাজিল॥
অন্তে অন্তে দোহানের বাজিল হানাহানি
সর্ব সৈন্য সচকিত গদা শব্দ শুনি॥
এই মতে দশদিন করিলা সংগ্রাম।
এক নিশি গিয়া মাত্র করিলা বিশ্রাম॥

১. মূলপাঠ: পরিকরে ধিক গজে

এক ছিদ্র পাই আলি তাহাকে ধরিয়া।
ক্ষেপিলেক নিজ সৈন্যে শূন্যে ভ্রমাইয়া ॥
সৈন্যের মধ্যত যদি ক্ষেপিলা আসিয়া।
পঞ্চ সহস্র জন ছাঁদিলা বেড়িয়া ॥
শত্রু পরাজয় দেখি মুমীনের গণ।
তক্‌বীর কহন্ত সবে হরষিত মন ॥
এথ শুনি জএকুম চিন্তিত অতি ভেল।
কালিম হইয়া মুখ ঘরে চলি গেল ॥
এথা মোহাম্মদ আইলা নিজ সৈন্য লৈয়া।
মনরঙ্গে রহিলেন্ত নিজ সৈন্য লৈয়া ॥
রসুল বিজয় বাণী সুধা রস ধার।
শুনি গুণিগণ মন আনন্দ অপার ॥
সুধীর সুজ্ঞানবন্ত [অতি] সুনায়ক।
শুনি পরিতোষ ভেল ইছুপ নায়ক ॥[১]

॥ জএকুম রাজার পরিখা যুদ্ধের উদ্যোগ ॥

| দীর্ঘছন্দ |

ঘরে গেলা নৃপ যবে পাত্র মিত্র ডাকি তবে
কহে নৃপ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥
হেন তিন পুত্র মোর পার্থ সম ধনুর্ধর
শত্রু সবে নিলেক ধরিয়া ॥
কি বুদ্ধি করিমু এবে কল্পিয়া কহত সবে
কোন রূপে শত্রু পরাজিমু ॥
কিবা সে রাখিমু প্রাণ কহ তুহ্মি সর্বস্থান
কোন রূপে পুত্র উদ্ধারিমু ॥
শুনি সব পাত্রগণ যুক্তি করি বিমর্সন
এক বুদ্ধি কল্পি কৈল সার ॥
সবে বোলে শুন রাজ যে প্রকারে সাধিমু কাজ
উদ্ধারিতে তোহ্মার কুমার ॥

১. মূলপাঠ : সুনিয়ম করি তোষ ভেল ইছপ নায়ক

আজু রাত্রি রণস্থলি সবে গিয়া একমিলি
শত কূপ করহ খনন।
সর্ব সবে আর জন কূপ সব খোদ ভেল
সব পরে করহ ঢাকন॥
উদয় সময় তান সৈন্য রাখি স্থান স্থান
তবে একজন তথা যাই॥
আলির সমুখে গিয়া তারে বহু গালি দিয়া
পুন সেই আসিবেক ধাই॥
ক্রুদ্ধ হই তবে আলি আসিবেন্ত তাকে বুলি
কোপে কূপে অবশ্য পড়িবে॥
যদি পড়ে বীরবর সর্ব সৈন্য একত্তর
শরবিষ্টি তাহারে করিব॥
সে যদি হইল ক্ষয় তবে সে তোহ্মার জয়
নহে পুনি সবে না পারিবা॥
মন্ত্রণা করিল আহ্মি বুঝিয়া দেখহ তুহ্মি
তবে শত্রু জিনিতে পারিবা॥
এথ শুনি নরপতি হরষিত হৈয়া অতি
আজ্ঞা দিলা নিশির অন্তর॥
খন্দক গিয়া গড় সবাকার সমসর
ঢাকনি ঢাকহ মুখ'পর॥
আজ্ঞা পাই সর্বজন রণ ভূমি ততক্ষণ
খন্দক চৌকি রাখিলা যত্তনে॥
তবে চারি দিকে চৌকি বহু বীর যেন রাখি
লোক সব রহু সাবধান॥
হেন কালে সূরপুর উদিত হইল সূর
দীপ্তি সব হইল ভুবন॥

তা দেখিয়া জগজন উল্লসিত কৈলা মন
যার যেই কর্মে ততক্ষণ ॥
প্রভাত হইল দেখি নৃপ মনে মহা সুখী
কহিলেক জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাঁই ॥
আলির সমুখে গিয়া তানে বহু গালি দিয়া
নেউটিয়া আসিঅ ঝাটাই ॥
এই বচন শুনি কহিতে লাগিলা পুনি
আহ্মা হোন্তে নহে এই কাজ ॥
যেন কৈল ভ্রাতৃগণ তেমতে করিমু রণ
নহে তাক সঙ্গ থুইম রাজ ॥
নৃপতি এথেক শুনি পুত্র প্রতি কহে পুনি
তুহ্মি রহ নিযোজিমু আন ॥
বুঝিয়া পুত্রের মন বোলে নৃপ জনে জন
কে যাইবা আলি বিদ্যমান ॥
এথ শুনি সর্বজন সঙ্কট স্মরিয়া মন
নিঃশব্দ রহিল নিম্ন শির ॥
কোফায়ান নামে এক বীর ছিল পরতেক
বোলে নৃপ ডাকহ তাহারে ॥
আজ্ঞা পাই একজন ডাকি আনে ততক্ষণ
তাকে দেখি বোলে মহারাজ ॥
শুনিছি শ্রবণে আহ্মি অতি মহাজন তুহ্মি
এক হেন গণি লক্ষ মাঝ ॥
এ বলি প্রসাদ দিয়া ধনে রত্নে সন্তাষিয়া
প্রীতি বাসি বোলে মহারাজ ॥
বোলে যাউ আলি পাশ তহ্মি কহ উপহাস
আহ্মা চাহিরে এই কাজ ॥

যদি শুনে তোহ্মার গালি কোপ গুনি তবে আলি
ধাইবেন্ত ধরিতে কারণে ॥
যদি লএ তোহ্মার লাগ সমজ্ঞান হই তাক
সৈন্য আড়ে রহিঅ আপনে ॥
আজ্ঞা পাই চলে বীর সাজি বাজী পুষ্ট স্থির
বেগে গিয়া বিজুরি আকার ।
নবীর দিকেতে গিয়া কহে বীর আস্ফালিয়া
অশোহন কএ আর আর ।
করিমু বিষম রণ কাটিয়া আরবগণ
শোণিতে যে নদী বৈসাইমু ॥
সব শত্রু সংহারিয়া রাজপুত্র উদ্ধারিয়া
আজি নৃপ জএকুম তুষিমু ॥
শুনিয়া আমীর আলি বুলিলেন্ত তাকে বুলি
অন্তে ব্যন্তে আরোহি তুরঙ্গ ॥
চলি ভেল বীরবর কাঁপে ভূমি থরথর
যেন দেখি সমুদ্র তরঙ্গ ॥
দেখি সব পাপ মতি নম্রশির শীঘ্র গতি
সৈন্য আড়ে রহে দিয়া ভঙ্গ ॥
সদৃশ কালান্তক যম গতি অতি সিংহ সম
সৌরভেত পলায় কুরঙ্গ ॥
আমীর আইল যবে কুফার নিকটে তবে
জথ রিপু-পক্ষের পক্ষগণ ॥
সর্ব চলে একবার বোলে মার মার
সবে মিলি শর বরিষণ ॥
সর্ব বাণ নিবারিয়া শত্রু সৈন্য প্রবেশিয়া
একে একে করন্ত নিধন ॥

ত্রাস পাই তেজি রণ ভঙ্গ দিলা পাপিগণ
সবে মিলি রাখহ আপন ॥
তা' দেখিয়া বীর বরে খেদিয়া খেদিয়া মারে
যেন সব বরাহের গতি।
হেন দৈব নিযোজন মারিয়া বিস্তর জন
কূপেত পড়িল মহামতি ॥
দৈবগতি সিংহ যদি ফাঁদে পড়ি হৈল বন্দী
এথ দেখি শৃগাল সকল।
আস্ফালি আস্ফালি সবে বেড়িলেন্ত আসি সবে
মারিতে লাগিল সর্বজন।
কেহ শূল শেল কেহ মুষল মুদ্‌গর-বহ
ভূসণ্ডি তুম্বুল ভিন্দিপাল।
নক্ষত্র পুরিক চন্দ্র [?] কেহ ছেল কেহ বর্ম
কেহ কেহ সাল সুবিশাল।
চতুর্ভিত শর পড়ে ধরিয়া আলির শিরে
নিবারন্ত আমীর সকল।
তথাপি বহুল শর ফুটিল অঙ্গের 'পর
বহু শর খাণ্ডা বিকল।
কণ্ঠেত চিবুক দিয়া নাসা-দিষ্টি ধেয়াইয়া
হিয়া-সিন্ধু গহনে উঠিয়া।
নিরূপ নিরাকার এক পিষ্ঠ দিষ্টি পরতেক
ক্রুদ্ধ মতি রহিল হেরিয়া।
শাহা মোহাম্মদ পীর তান পদে মনস্থির
সেই পদ প্রসাদে পএয়ার।
জএনুলদ্দিন কহে আর কেবা পারে মারিবার
যাহারে রাখএ করতার।

॥ আলির পরিখায় পতন ॥

কূপেত পড়িল যদি আলি মতিমান।
চরে গিয়া জানাইল নৃপতির স্থান॥
হাসিয়া হাসিয়া পাপী কহিতে লাগিলা।
বোলে, রাজা শুন রাজ-শত্রু কূপেত পড়িল॥
শুনিয়া নৃপতি বোলে পুলকিত হইয়া।
বাজাও বিজয় বাদ্য উচ্ছব করিয়া॥
শত্রু ক্ষয় হৈল হেন জানি দুষ্টগণ।
বাজাএ বিজয় বাদ্য হরষিত মন॥
সর্ব সৈন্য সঙ্গে করি বোলে মার মার।
নিঃসরিলা জএকুম পাপী দুরাচার॥
এথ শুনি কহে সবে নবীর চরণ।
কি হেতু এমত হৈল না বুঝি কারণ॥
আমীর গেলেন্ত রণে হৈল এথক্ষণ।
নবীকে বেড়িয়া সবে করন্ত কান্দন॥
জএকুম নাশন্ত সঙ্গে লই সৈন্যগণ।
আমীর বিলম্ব দেখি কিসের কারণ॥
কি করহ তথা চল আরবের নাথ।
যথাএ আমীর আলি চলহ তথাত॥
এথ শুনি সাজিলেন্ত নবী মহামতি।
সর্ব সৈন্য সংগতি চলিল বাউর গতি॥
প্রথমে কূপেত সৈন্য গিয়া প্রবেশিলা।...
যুদ্ধ মধ্যে শত্রু সৈন্য কাটিয়া পাড়ন্ত।
মুখ্য মুখ্য রিপু সৈন্য সব বধিলেন্ত॥
ত্রাস পাই সব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ।
সিংহের ধ্বনিতে যেন পলায় কুরঙ্গ॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখি রাজা পাই অপমান।
সর্ব সৈন্য নিযোজিলা হই আগুয়ান॥
শত্রু পরাজয় দেখি মুহমিনগণ।
আসিয়া বন্দিলা সবে নবীর চরণ॥
বোলেন্ত আলিকে তথা না দেখিল আম্হি।
কি বুদ্ধি করিমু নবী এবে কহ তুম্হি।
এথেক শুনিয়া নবী হইল চিন্তিত।
নবীরে বিরস দেখি সভান দুঃখিত।
সিদ্দিক উমর আদি ওসমান সহিত।
বিকল বদন হৈয়া স্মরিয়া পিরীত।
হানিফা-নন্দন দুই ভ্রাতৃর সহিত।
কান্দি কান্দি সব হৈল মুহুশ্চিত॥
আর পঞ্চদশ পুত্র বাপের নিমিত্ত।
অকান্দনে কান্দে সব পড়িয়া ভূমিত।
আর জথ সৈন্য ছিল নবীর সহিত।
আলির নিমিত্তে কান্দে সব অতুলিত।
সান্ত্বাই কহিলা নবী সভান বিদিত।
আলিকে অন্বেষি সবে আনহ তুরিত।
নহে পুনি আম্হার জীবন নাহি স্থিত।
চল [তথা] যথা আছে মোর প্রাণ-মিত।
শত্রু সৈন্য প্রবেশিতে না ভাবিঅ ভয়।
উদ্দেশ লইয়া শীঘ্র আসিবা নিশ্চয়।

এথ শুনি সর্ব সৈন্য হই বিষাদিত।
নানা অস্ত্র ধরি সব চলিলা তুরিত।
রণ স্থলে গিয়া সব হৈল উপস্থিত।
জএকুমের সৈন্য সব দেখিলা বিদিত।
দুই সৈন্য মুখামুখী বাদ্য নানাবিধ।
প্রলয়ের কাল যেন হইল উপস্থিত।
ঢাক ঢোল কাড়া শিঙ্গা ভেউল গর্জিত।
মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী বাদ্য কাংস্য পূর্ণিত॥
মুরজ খমছ পড়ে সুনিশ্চিত।
বীণা বেণু মধু বাঁশি শুনিতে মিষ্টিত॥
নানান তম্বুরা বাজে রুদ্রক সহিত।
দোহরি মোহরি বাজে বীর উল্লসিত॥
নানা শব্দে মৃদঙ্গ তাল বাজে নিত।
বিবক্তি তম্বুরা শব্দ তনু পুলকিত।
সারি সারি সানাই সুস্বরে গাএ গীত।
যুদ্ধ মাঝে বীর সব শুনি উল্লসিত।
বাজএ বিজয় ঢোল ভুবন কম্পিত।
নাকড়াতে দিলে কাঠি স্থির নহে চিত।
দুন্দুভির ধ্বনি শুনি ভূমিত কম্পিত।
হস্তীর কান্ধেত দমা বাজে শুনি উল্লসিত।

[৫৭ সংখ্যক পত্র নেই]

একেত গোপত হএ গোপত প্রচার।
তুহ্মি সব হেরি রহ নিচিন্ত হইয়া।
মোর নিজ সখা 'পরে দরুদ রাখিয়া॥
শুনিয়া ফিরিস্তা সব এথেক কথন।
ছজিদা করিয়া সব ভাবে নিরঞ্জন॥
হীন জএনুলদ্দিনে কহে ভাবি একেশ্বর।
কে বুঝিতে পারে তার অনন্ত মহিমার॥

॥ আলির উদ্ধার সাধন ॥

। জমক ছন্দ।

[রাগভূপালী]

এথা নবী স্নেহ ভাবি আলির উপর।
সৈন্যের উপরে ঝাম্প দিলা শীঘ্রতর॥
যেন মতে জহুরগণে সমুদ্রে ডুম্ব দিয়া।
কোথাতে আছন্ত মুতি চাহন্ত ধুইয়া॥
আলিক চাহন্ত নবী তেন মত বেশ।
কোথাতে আছন্ত আলি নাহিক উদ্দেশ॥
সৈন্য 'পরে বাউ বেগে আগু প্রবেশিয়া।
অশ্ব হোন্তে লক্ষ লক্ষ শত্রু সংহারিয়া॥

সৈন্যবর আইল জিনি না পাই উদ্দেশ।
দক্ষিণ আইল জিনি বামেত প্রবেশ॥
বাম সৈন্য পরাজিয়া বহু আস্ফালিয়া।
কাটন্ত বহুল সৈন্য অলক্ষিত হৈয়া॥
যেইদিকে চলে অসি প্রভুর সখার।
সেদিকে বহএ নদী অতি স্রোতধার॥
লক্ষ লক্ষ মৃত অঙ্গ পড়ে চতুর্ভিত।
শত শত মত্তকরী পড়এ ভূমিত॥
নানা ছত্র নানা অস্ত্র শেল শূল শর।
দিগ দিগন্তর ভরি রহে ভূমি 'পর॥
কনক বিচিত্র মণি নানা অলঙ্কার।
গৃধ কঙ্কে ছিণ্ডি পেলে সপ্তছড়ি হার
মাংসে রক্তে পঙ্ক হৈল নাচএ শৃগাল।
অকালেত হৈল যেন প্রলয়ের কাল॥
এথ দেখি সর্ব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ।
সিংহের সৌরভে যেন পলায় কুরঙ্গ॥
রাখিতে না পারে সৈন্য জএকুম নৃপতি।
মহা মহা সৈন্য ধায় সামান্য আকৃতি॥
অপমানে জএকুমে আপনি যুদ্ধ করে।
রাজারে রাখিতে যেন সর্ব সৈন্য ফিরে॥
পুনি দুই সৈন্য যুদ্ধ বাজিল তুমুল।
সে সব কহিতে বাড়ে পুস্তক বহুল॥
অতি মহাযুদ্ধ হৈল কে দিব তুলনা।
কহিতে অসক্য যুদ্ধ প্রলয় নমুনা॥
দুই সৈন্য পদধূলি ধূম্র উঠি গেল।
আছিল ঔজ্জ্বল্য ভূমি অন্ধকার গেল॥
সাগর স্বরগ যদি মিলিল তপন।
দিনে অন্ধকার দেখি লুকিত তপন॥
নিমজাদা যুদ্ধ হৈল ঘোর দরশন।
কাকে কেহ না দেখএ আপনে আপন॥
যদি বা পড়এ পুত্র পিতৃএ তারে দেখি।
আর মুখী হই ধাএ আপনাকে রাখি॥
ভ্রাতৃর সমুখে যদি পড়ে সহোদর।
নেউটিয়া ধাইতে পারে পলাএ সত্বর।
এই মতে দুই সৈন্য রণ করে অতি।
সৃষ্টি নষ্ট হৈল রক্ত স্নান কৈলা ক্ষিতি।
নবীর বিক্রম দেখি শক্র কম্পমান।
কাহার আছএ শক্তি হৈতে বিদ্যমান।
এথ শুনি শমসাহার আর সুত।
লক্ষ লক্ষ অশ্ববার সঙ্গে দেখি অদ্ভুত।
অতি কোপে মহাযুদ্ধে প্রবেশ করিল।
অষ্টাধিক আশীজন সজীবে ধরিল॥
আন জন আলির নন্দন তাতে ছিল।
এসব লইয়া পাপী ধাইতে লাগিল॥
হেন কালে হই গেল দৈব নিযোজন।
নবীর সমুখে আসি হইল মিলন॥
সমুখে আনিল নবী ডাকি উচ্চ স্বর।
বুলিলা কিসকে ধাও পাতকী বর্বর॥
তস্কর সদৃশ তাকে দেখিএ ধারণ।
নতু রণ তেজি ধাও কিসের কারণ॥
এথ শুনি পাপিষ্ঠ হইল আগুয়ান।
কহিতে লাগিলা আসি নবী বিদ্যমান॥

কি হেতু ধাইমু হেন বোল নবীবর।
মহাজন নহে পুনি প্রাণের কাতর ॥
না বোলহ গুণমণি না হৈঅ তস্কর।
তোহ্মাতে খুঁজি সর্বজনে পত্রগাম্বর ॥
বহু পুণ্য ফলে তবে হইল মিলন।
বিধি আনি দিয়া তবে কৈল দরশন ॥
এবে বুঝি কার কিবা আছএ বিক্রম।
ঝাটে রণে আইস নবী করি পরাক্রম।
এথ শুনি নবীবর কুপিত হইলা ॥
বহু বাণ খর্গ তার মুণ্ডেত হানিলা ॥
শীঘ্র পাপী শির পরে সিফর ধরিল।
দুই খর্গ দুই চর্ম হস্ত পরশিল ॥
অলক্ষিতে নবী তার ধরি মধ্য ভাগে।
তুলি ভ্রমাইল নবী কুমারের চাকে ॥
ভ্রমাইয়া শূন্য দিকে তাহাকে ক্ষেপিলা।
নবীজী কোথাতে গেল কেহ না দেখিল ॥
শূন্য হোন্তে পড়ে নবী যেন সিংহকার।
পুনি নবী ধরিলেন্ত মধ্যভাগে তার ॥
ধরিয়া বোলেন্ত নবী বচন মধুর।
মুসলমান হৈবা কিবা যাইবা যমপুর ॥
নবীর বচন শুনি নিজ মনে গুনি।
ভ্রুকুটি করিয়া সবে কহে পুনি পুনি ॥
কাতর বচন কহে কর পরিত্রাণ।
ন মারহ মহাশয় আনিমু ইমান ॥
তবে নবী তাহাকে কলিমা পড়াইলা।
দীনের বৃত্তান্ত কিছু তাহাকে জানাইলা ॥
ইমান আনিয়া সবে বোলে করজোড়।
আজ্ঞা দেঅ মহাশয় করি গিয়া সমর ॥
আজ্ঞা দিলা নবীবরে আশীর্বাদ করি।
প্রণামিয়া বোলে বীর খর্গ চর্ম ধরি ॥
বেগবন্ত এরাকি অশ্বেত আরোহণ।
শত্রু সৈন্যে প্রবেশিলা অতি কোপ মন ॥
হেন কালে আইল ইমাম হাসন হোসন।
মোহাম্মদ হানিফা সঙ্গে আর কথ জন ॥
নবীর চরণে যদি আসিয়া মিলিলা।
প্রণাম করিয়া সবে কহিতে লাগিলা ॥
শুনহ আরব-কান্ত কর অবধান।
আমীরকে চাহিলাম গিয়া নানা স্থান ॥
কোথাতে আছন্ত বীর ন পায়ন্ত উদ্দেশ।
এথ শুনি নবীবর চিন্তিত হইলা।
সভানকে একে একে কহিতে লাগিলা ॥
বুলিলা যাবত প্রাণী আছে অকস্মাৎ।
সবে ন ফিরাও মুখ সভান সাক্ষাৎ ॥
সত্বরে আলিরে আন করি অন্বেষণ।
নহেত আহ্মার প্রাণ কোন প্রয়োজন ॥
এথ শুনি প্রদক্ষিণ করি সর্বজন।
শত্রু সৈন্যে প্রবেশিলা অতি কোপ মন ॥
হেন কালে শমসাহা বীর মহাবর।
যুদ্ধে পরাজিয়া পুনি আইল সত্বর ॥
নবী পদ ধরিয়া যে করিয়া ভকতি।
কহিতে লাগিলা শমসাহা মহামতি ॥

প্রথমে আনিলুম ধরি জথ বীরগণ।
শত্রু সৈন্য জিনি পুনি আনিলুম তখন ॥
এথ শুনি নবী বরে করি আশীর্বাদ।
পুছিলেন্ত তাকে তবে আলির সম্বাদ ॥
নবীরে বিরস দেখি নিজ মনে গুনি।
কহিতে লাগিলা সবে সম্বোধিয়া পুনি ॥
কেমন বিষাদিত করএ কথন।
সর্ব সৈন্য আছএ যে সমর ভুবন ॥
সহজে শত্রু সৈন্যে সব সংহারিল।
সংহারিয়া দণ্ড ছত্র তখনে লইল ॥
শুনিয়া তাহার বাণী হরিষ হইয়া।
বহু আশ্বাসিয়া নবী গৌরব ধরিয়া ॥
বুলিলেন্ত কি হেতু নৈরাশ কৈলা মোরে।
আএ প্রভু নিরঞ্জন 'ছিরাজনিহার ॥'
এই মহা কষ্ট প্রভু তরাও আহ্মার।
ত্বরাএ পাইল পথ নুহ নবীবর।
নিঃসরে ইনুস নবী মীনের উদর ॥
যুদ্ধের পাইল কষ্ট-সমুদ্র মুসার।
ইব্রাহিম পড়িয়া গেল অগ্নির ভিতর ॥
যুদ্ধেত আছিল কষ্ট ইসার দিনএ।
মোহাম্মদ পড়িছিল সুরঙ্গে নিশ্চয় ॥
এই মতে [যথ] নবী কষ্টে পড়িছিলা।
সে সবার প্রতি প্রভু উদ্ধার করিলা ॥
পরিহরষণ রস হই পরিতোষ।
খণ্ডাইয়া কষ্ট সব করিলা সন্তোষ ॥
ইসুফের গতি হইল কূপেত সহ্মার।
কৃপাল দয়াল প্রভু সেবক তোহ্মার ॥
দুঃখ কষ্ট তুমি বিনে কে তরাইব আর।
আলির কাকুতি শুনি করুণা সাগর।
কৃপা দৃষ্টি হৈয়া গেল আলির উপর ॥
তবে তান পুত্র জান হানিফা নন্দন।
হারাইয়া নিজ পিতা সন্তাপিত মন ॥
হেন কালে দৈব গতি আসি একজন।
মোহাম্মদ হানিফাকে পুছন্ত বচন ॥
কিসের কারণে শিশু সন্তাপিত মন।
ভুবন বিখ্যাত আলি সাক্ষাতে শমন ॥
যার যুদ্ধে দেও-পরী না হএ গোচর।
তান পুত্র হই তুহ্মি কিসের কাতর ॥
এথ শুনি মোহাম্মদ হানিফা নন্দন।
গদগদ নিবেদন্ত পিতৃর কারণ ॥
যেই মত একেশ্বর রণে প্রবেশিল।
লক্ষ লক্ষ রিপুদল সঙ্গে তুই ছিল ॥
যেরূপে প্রভাতে গিয়া আরম্ভিলা রণ।
একে একে কহিলেক সব বিবরণ ॥
সেই হানিফা চারিভিতে সব সম্ভাষন্ত।
কোথা গিয়া রহিলা বাপ তার নাহি অন্ত ॥
এথ শুনি কহিলেন্ত সেই মহাজন।
মোহাম্মদ হানিফার সান্ত্বাইতে মন ॥
বুলিলা শুনিছি মুই সেই বিবরণ।
কাহাকে কহিতে জএকুম সৈন্যগণ ॥
যেই মতে মন্ত্রী সবে মন্ত্রণা করিল।
রণস্থলে শত কূপ খুদিতে বুলিল ॥
যেই মতে কূপ খুদি নিশির অন্তর।
ঢাকিয়া রাখিল সব ভূমি সমসর ॥

আদি অন্ত বৃত্তান্ত যথেক শুনিছিলা।
একে একে সে সকল শিশুক কহিলা॥
পুনি বোলে, আয় শিশু আলির তনয়।
না জানি সে কূপে পড়িছন্ত মহাশয়।
ঝাটে চল তুহ্মি আহ্মি কহিএ বৃত্তান্ত।
অবশ্য পাইবা তথা শুন গুণবন্ত॥
এথ শুনি মোহাম্মদ হানিফা নন্দন।
অন্বেষিতে কূপ মধ্যে চলিলা তখন।
অশ্ব পৃষ্ঠে স্থির হই তর্জিয়া যুবরাজ।
অলক্ষিতে প্রবেশিলা কূপ সৈন্য মাঝ॥
অতি প্রজ্বলিত হৈয়া হানিফা নন্দন।
মহাশব্দে সিংহনাদ করিলা তখন॥
সে শব্দে নিঃশব্দ হৈল জথ বীরগণ।
কেহ মুশ্চাগত কেহ তেজিল জীবন।
পঞ্চ সহস্র অশ্ববার তথা ছিল।
সিংহনাদ শুনি সব ভয় উপজিল।
বোলে সব শিশুর বিক্রম অনুপাম।
একাকিনী আইলেন্ত করিতে সংগ্রাম।
বীর্যএ আলির পুত্র আলি সমসর।
সংগ্রাম করিতে আইল লই খর্গ শর।
একসর সর্ব সৈন্য সঙ্গে যুদ্ধ দিল।
লীলাএ বিপক্ষ সৈন্য সব কাঁপাইল॥
যেন সিংহ গজগণ করএ সংহার।
মহা মহা বীর কাটে উঠে হাহাকার॥
নিজ পিতা হারাইয়া হই ছন্নমতি।
কাটন্ত বিপক্ষ সৈন্য অলক্ষিত গতি॥
হেলায় সহস্র সৈন্য করিলা নিধন।
অবিলম্বে পাঠাইলা নরক ভুবন॥
এথ দেখি সর্ব সৈন্য পাইয়া তরাস।
উর্ধ্ব পাএ ধাএ সব হই উর্ধ্বশ্বাস।
কেহ শক্ত না ছিল রহিতে রণস্থল।
হেলায় ভাঙ্গিল সব বীর বীরেন্দ্রমণ্ডল॥
যদি হৈল রণস্থল যেন শূন্যকার।
তবে গিয়া চাহিতে লাগিলা দুর্নিবার।
কূপে কূপে চাহে শিশু নিরক্ষি নিরক্ষি।
না দেখিয়া নিজ পিতা হৈল মনদুখী।
তান পদ এড়ি বামে করিলা গমন।
স্থানে স্থানে ক্রমে ক্রমে কৈল নিরীক্ষণ॥
কূপ মিলিল এক দৈবের ঘটন।
দেখিলেন্ত নিজ পিতা কূপেত তখন॥
শরঘাতে সর্ব অঙ্গে বহএ শোণিত।
কূপে পড়িছন্ত বীর দুলদুল সহিত॥
অঙ্গের উপরে সারা গা ছাইল শর।
তিল পরমাণ অঙ্গ নাহি অবসর॥
ললিত গলিত অঙ্গ বহএ শোণিত।
অশোক কিংশোক যেন পুষ্পিত বসন্ত॥
দেখিয়া অলক্ষিত গতি হানিফা নন্দন।
মুণ্ডে মারি বস্ত্র ফাড়ি করএ রোদন॥
রোদনের রোল শুনি আলি মহামতি।
ধ্যান ছাড়ি মুণ্ড তুলি চাহে শীঘ্রগতি॥
দেখিলেন্ত নিজ পুত্রে করএ রোদন।
ছন্নমতি হই অতি ফাড়িয়া বসন॥

এথ দেখি কূপ হোন্তে ডাকি উচ্চ স্বর।
পুত্র প্রতি সান্ত্বাইয়া আলি বীরবর॥
চিত্ত স্থির কর পুত্র না কান্দিঅ আর।
যেই মতে কূপ পার করহ প্রকার॥
এক ডোর তুহ্মি যদি দেঅ পেলাইয়া।
তবে পারি উঠিবারে এ কষ্ট তরিয়া॥
মোহাম্মদ হানিফাএ সে ডাক শুনিয়া।
শত অব্দ মৃত জীব প্রাণ যে পাইয়া॥
অন্তে ব্যন্তে এক ডোর দিলেন্ত পেলিয়া।
এক পাশে সেই ডোর রহিল ধরিয়া।
মহাবীর আলি যদি সে ডোর পাইলা।
আগে অশ্ব তুলি পাছে আপনি উঠিলা॥
[প্রভাত সময় বীর কূপে পড়িছিলা।]
বাপের বদন দেখি হানিফা নন্দন।
সর্ব দুঃখ পাসরিয়া বন্দিলা চরণ।
পুত্র কোলে করি তবে আলি মহাশয়।
আশীর্বাদ করি চুম্বি বদন হৃদয়।
তবে পুনি বীর শাহামর্দন হায়দর।
পুছন্ত নবীর বার্তা হরিষ অন্তর।
বুলিলেন্ত প্রাণ পুত্র জীবের জীবন।
কহ শুনি কোথা নবী আছন্ত এখন॥
বাপের বচন শুনি বোলে বীরবর।
তোহ্মাকে অন্বেষি নবী করন্ত সমর॥
তোমার বিচ্ছেদে সব হই বিষাদিত।
সৈন্য সব গিয়া নবীর গোচরে তুরিত॥
বুলিলেন্ত যথা নবী করএ সমর।
ঝাটে তথা যাও বাপু বিলম্ব না কর॥
শুনিয়া বাপের বাক্য বোলে শিশুবর।
টুকেক বিশ্রাম কর খোয়াজি শহর॥
আলির অঙ্গেত জথ ফুটিছিল শর।
একে একে খসাইল হানিফা কুমার॥
খসাইয়া শর জথ গণিয়া চাহিলা।
সহস্রেক তিনধিক তিরিশ পাইলা॥
তার পাছে লৈয়া শর হরষিত মন।
সোকর নামাজ বীর পড়িলা তখন॥
আমীর উদ্ধার বাণী শুনি গুণসার।
শ্রীযুত ইছপ মন আনন্দ অপার॥
শিশু জমুদ্দিন কহে পাঞ্চালি পয়ার।
কে মারিতে পারে যারে রাখে করতার॥

॥ পুনরায় আলির যুদ্ধারম্ভ ॥

। রাগিণী গান্ধার ।

শর ঘাএ সর্ব অঙ্গ হইছে জরজর ।
তথাপি প্রবেশ কৈল করিতে সমর ॥
বাপে পুত্রে শত্রু মাঝে প্রবেশ করিয়া ।...
মুণ্ড ফাড়ি সিংহ যেন প্রহারে মাতঙ্গ ।
তেনমতে প্রহারেন্ত দুই মনরঙ্গ ॥
মুকুটির ঘাএ করে মুণ্ড খণ্ড খণ্ড ।
উদর ফাড়িয়া পাড় খসাইয়া অন্ত ॥[১]
হস্ত পদ ভাঙ্গিয়া যে হৃদয় উপারি ।
শতে শতে মারে ধরে ভূমিতে আছাড়ি ।
শর ঘাতে যুদ্ধ হোন্তে সৈন্য খসি পড়ন্ত ।
এই মতে সর্ব সৈন্য করে লণ্ড ভণ্ড ॥
এই মতে সর্ব সৈন্য উজার করন্ত ।
পাপিষ্ঠের সৈন্য জান অপার অনন্ত ॥
তা দেখিয়া বাপে পুত্রে খর্গ লইল হাতে ।
নবী অন্বেষিতে যাএ কাটিতে কাটিতে ॥
সহস্র সহস্র শত্রু করেন্ত সংহার ।
মধ্যে মধ্যে কাটি পাড়ে ধ্বজ ছত্রধর ॥
মদমত্ত করী কাটে হাজারে হাজার ।
শুণ্ড দন্ত তুলি ধাএ গজ পাটোয়ার ॥
অশ্বগজ পড়ে রথী পড়ে পদাতি ।
ধ্বজ ছত্র পতাকা ভরিল বসুমতী ॥
রক্ত মাংসে পঙ্ক হৈল নাচে গৃধ কঙ্ক ।
শকুনি করএ কেলি যেন মনোরঙ্গ ॥

তবে কথক্ষণে আলি নবীক দেখন্ত ।
নিজে অস্ত্র ধরি আলি কাফির কাটন্ত ॥
দুই হস্তে দুই খর্গ বিজুলি সঞ্চার ।
যেদিকে চলন্ত নবী বহে রক্ত ধার ॥
তা দেখিয়া আমীর বীর অদ্ভুত হইলা ।
সৈন্য দুই ভাগ করি সত্বরে চলিলা ॥
যদি সে নবীর পদে আসিয়া মিলিলা ।
আলিকে দেখিয়া নবী হরষিত হইলা ॥
হরিষ হইয়া নবী সিংহ নাদ কৈলা ।
শুনিয়া কাফির মুখে মুশ্চাগত হইলা ॥
তবে নবী বুলিলেন্ত করুণা হইয়া ।
যথা আছে প্রাণ-ধন চাহম ধরিয়া ॥
তোহ্মার আহ্মার এক জীব ভিন্ন মাত্র
দেহা ।
সদায় বিদরে প্রাণ বিচ্ছেদের নেহা ॥
তোহ্মারে না দেখি মোর চিত্ত বেয়াকুল ।
কোথাতে ....
এথ শুনি নবী পদে ... ...
... ... নিজ সৈন্য করিলা বেকত ।
... ... সিল ॥
অতি ক্রোধে ... ...
যেই স্থানে যেই মতে কোথাতে আছিল ।
একে একে নবী পদে সব গেয়াপিল ॥

---

১. অন্ত ∠ অস্ত্র

এথেক শুনিয়া নবী করুণা অন্তর।
আলির অঙ্গেত বুলাইলা নিজ কর ।।
জথ সব 'ঘাও' তার শরীর মাঝার।
ক্ষত নাহি হেন হৈল পূর্বের আকার ।।
তবে আলি প্রণামিয়া নবীর চরণ।
প্রভুনাম স্মরি পুনি আরম্ভিলা রণ ।।
মহাশব্দ সিংহনাদ করিয়া চলিলা।
দুই সৈন্য ভাগ করি রণে প্রবেশিলা ।।
নবী কোপে প্রবেশিলা নিজ বীর্য স্মরি।
মারিতে লাগিলা সৈন্য ভূমিতে আছাড়ি।
শতে শতে বীরেন্দ্র ধরিয়া হায়দর।
মারেন্ত আছাড়ি সব ভূমির উপর ।।
অতি কোপে ধরি করীবর দন্ত।
ভ্রমাই ক্ষেপেন্ত সৈন্যে মারন্ত অনন্ত ।।
যদি কভু সমুখে দেখেন্ত গিরিবর।
উফারি ক্ষেপেন্ত বীর বিপক্ষ সৈন্য 'পর ।।
এথ দেখি বোলে-বীর হৈল দজ্জাল।
মনিষ্য না হএ এই হএ যম কাল।।
দেখিল বীরেন্দ্র সবে আলির বিক্রম।
ধন্ধ হই সুরাসুর দেখিলা বিক্রম ।।
জথ ফিরিস্তারগণ হএ পুরন্তর।
প্রশংসন্ত সর্বলোকে আলির উপর।
যদি সে ... ...
কুম্ভকার চক্র জান ... ...
সুগ্রীব অঙ্গদ হএ ... ...
... ... দেয়ন্ত আদিআল।

| খণ্ডিত |

॥ রসুলবিজয় ॥

। শব্দার্থ ও টীকা ।

সংকেত : আ : আরবী
হি : হিন্দি
ফা : ফারসী
সং : সংস্কৃত
তুল : তুলনীয়

[অ]

অজপা — যিনি কাহারও নাম 'জপ' করেন না, আল্লাহ।
অজপ (পুং), অজপা (স্ত্রী) — বাংলা পুংলিঙ্গেই 'আ' যুক্ত।

অতট — তট বা তীর নেই যার, সমুদ্র।

অন্যে অন্যে — পরস্পরে।

অন্ত — ∠ অন্ত্র, আঁতড়ি।

অশোহন — অশোভন।

অশক্য — অবর্ণনীয়, অসাধ্য, অনুচিত, অশিষ্ট।

অন্তাঙ্গিত, অন্তঙ্গিত — অস্তমিত অর্থে মধ্যযুগীয় রচনায় বহুল প্রযুক্ত শব্দ।
[অঙ্গ অস্ত হইয়াছে এমন]।

[আ]

আগুছিল — অগ্রে (সম্মুখে) গিয়া আগ্‌লান, কাহারও সম্মুখগতি রোধ করে দাঁড়ান, আগাইয়া যাইতে বাধা দেওয়া।

আগুয়ান — অগ্রসর, অগ্রে গমনকারী, অগ্রগামী।

আছুক — থাকুক, (not to speak of), আধুনিক প্রয়োগ : সাহায্য করা দূরে থাক, খবর ও নিলো না।

আটোপ — আড়ম্বর, গর্বিত উদ্যম, গৌরব।

আথাক্কা — ∠ আৎকা, (আঁৎকে উঠতে হয়, এমনি অকস্মাৎ), হঠাৎ, অকস্মাৎ, চমকাইয়া দেওয়া, চট্টগ্রামী বুলি।

আদ্-দরিয়া — 'আদ' নদী।

আদ্যে — আল্লাহ্‌কে, অনাদি অর্থে।

আশোয়াসি — < আশ্বাসি, আশ্বাস দিয়া, আশ্বস্ত করিয়া।

[ই]

ইষান — হ্রেষা, ঘোড়ার ডাক।

[উ]

উচ্ছব — উৎসব।

উজার — ধ্বংস।

উত্তরিল — উপস্থিত হইল।

উপারি — উৎপাটন করিয়া।

উফারি — উৎপাটন করিয়া।

উম্মি, উমি — (আঃ) মূর্খ, নিরক্ষর।

উয়াস — < উপবাস।

উলিল — উদয় হইল।

উশ্বাস — উর্ধ্বশ্বাস। ক্লান্তি বা শ্রম জনিত নিঃশ্বাস।

[ক]

কঙ্ক — কাক।

কতুকে — কৌতুকে।

কথা — কোথা, কোথায় সং. কুত্র। তুলঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কবাই, কাবাই — কোর্তা, কামিজ, আলখাল্লা, অঙ্গরাখা, গাত্রাবরণ।

কবুত — কৈবর্ত [?]।

কমরিম — (আ) [খঞ্জরজাতীয়] অস্ত্র।

কর্বুরনাথ — রাবণ, কর্বুর — রাক্ষস, নাথ — পতি।

কাবাস — (আঃ) কার্পাস, তূলা।

কিসকে — কিসের জন্য, কেন।

কিস্তি — (আঃ) নৌকা।

কুদরুত — মহিমা, রহস্যময় লীলা, শক্তির বিচিত্র প্রকাশ।

কেওয়ার — (হিঃ) কেবার, কপাট।

কোট — দুর্গ, কেল্লা, প্রতিরোধমূলক সংরক্ষিত বা ঘেরাযুক্ত এলাকা।

কোটলা — দুর্গ, কেল্লা।

কোটাল — দুর্গাধ্যক্ষ, কোটপাল, তুল : কোতোয়াল, কোটয়াল, কোটাল, দুর্গাধ্যক্ষ, নগরপাল।

কোনেবা — কেবা, চট্টগ্রামী বুলি।

[খ]

খনদার — খননদার, খননকারী। তুল : খন্তা।
খন্তি—যাহার দ্বারা খনন করা যায়।

খাসা — চমৎকার, ভাল, উত্তম, বিশিষ্ট।

খোরাসান — ইরানের একটি প্রদেশ।

খোসাল — (ফাঃ খুশ+হাল)'-আনন্দিত (অবস্থা), খুশী।

[গ]

গজ-পাটোয়ার — হস্তীতে আরোহী সৈন্য, গজারোহী সৈন্য, রণ-হস্তী।

গরীব — (আঃ) [মূল অর্থ : অপরিচিত (stranger)], দরিদ্র, নির্ধন।

গাজে — গর্জে। (পদ্যরূপ)

গেয়াপিল — <জ্ঞাপিল, জ্ঞাপন করিল, জানাইল।

গোসাঁই — <গোস্বামী, প্রতিমা, 'পূজ্য দেবতা' অর্থে ব্যবহৃত।

গৌরব — স্নেহ। এই অর্থেই 'গৌরব' শব্দটি মধ্যযুগে ব্যবহৃত হইত।

[ঘ]

ঘুমাই — (হিঃ) ঘুরাইয়া।

ঘুর্মি — ঘুরানো, পাক দেওয়া।

ঘোষাঘুষি — ঘোষণা করা, রটাইয়া দেওয়া, মুখে মুখে প্রচার করা।

[চ]

চখচখে — ?

চমককার — চমৎকৃত হওয়া, চমকিয়া উঠা।

[ছ]

ছমছাম — (আঃ) শমসের, তরবারী, তল্‌ওয়ার।

ছাটে — চাবুকের আঘাতে।

ছাপাই — (হিঃ) ঢাকিয়া, গোপন রাখিয়া।

ছিরাজ নিহার, সিরাজ নিহার — দৃষ্টিপ্রদীপ, সিরাজ — আলো, দীপ, নিহার, নেহার — দৃষ্টি, নজর।

[জ]

জঙ্গ — (ফাঃ) যুদ্ধ।

জহুরী — জহুরী, জহর বা মণিব্যবসায়ী, মণিউত্তোলনকারী, মণিবিশেষজ্ঞ।

জিউ — <জীব, জীবন, প্রাণ।

জিরাই — কোর্তা, কামিজ, অঙ্গরাখা, যুদ্ধার্থ অঙ্গবাস, বর্ম। তুল : কবাই।

জুলফিকার — হযরত আলির তরবারীর নাম।

[ঝ]

ঝাটে — শীঘ্র।

[ট]

টুকেক — টুক+এক = একটুকু, সামান্য, অল্পপরিমাণ, মুহূর্ত।

টোন — <তূণ, বাণ বা তীর রাখার আধার।

[ঠ]

ঠাঠার — বজ্র, (Thunderbolt)

[ড]

ডংসএ, ডংশএ — দংশন করে।

ডাকপাক — হাঁকডাক, হুঙ্কার, আস্ফালনজ্ঞাপক ধ্বনি, শক্তিপরীক্ষার জন্য আহ্বান, challenge।

[ঢ]

ঢালিয়া, ডালিয়া — (হিঃ) নিক্ষেপ করিয়া, ফেলিয়া দিয়া, ভূপাতিত করিয়া।

[ত]

তম্বি — শীঘ্র, ত্বরা।

তম্বুরা — (আঃ) তানপুরা, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

তীরচ, তীরোচ — শেল, বর্শা। তুল : তীরোচ কামান (নিরঞ্জনের রুষ্মা)।

তুম্বুল — তুমুল, ঘোরতর, অতিশয়, ভয়ানক।

তোহর — তোর।

[থ]

থোন — থেকে, থাকিয়া<থেকে<থে<তে∠ত। ঠাঁই<ঠে<টে।
— কাছে, নিকটে, নিকট হইতে। চট্টগ্রামী বুলি।

[দ]

দাউদী জিরাই — হযরত দাউদ (David) নবীর পরিহিত অঙ্গরাখা বা বর্ম।

দি' পাঠাইলে — দিয়া পাঠাইলে, পাঠাইলে। চট্টগ্রামী বাক্-ভঙ্গী।

দিল — (ফাঃ) হৃদয়।

দুন্দুমি — দুন্দুভি, বাদ্য যন্ত্র বিশেষ।

দুলদুল — হযরত আলির ঘোড়ার নাম।

দেঅ, দেও — <দেব। দৈত্য। ইরানী অহুর-সং অসুর, সং দেব, ইরানী 'দেও'
— দৈত্য।

দেব — দেও, দৈত্য।

দোসর — সঙ্গী, সাথী। তুল : একসর, সমসর, সোসর।

দোহার, দোহান — (হিঃ) দোহাঁ, দোঁহ, দুইজন, দুইজনের।

দোহরি মোহরি — বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

[ধ]

ধাউর — <ধাতুর।

ধাবাম — ধাবাইব, তাড়াইব।

[ন]

নাউ — নৌকা, না'।

নাএ — নৌকায়, না'য়।

নিকামান — প্রহরারত, পর্যবেক্ষক।

নিমজাদা, নিমর্জাদা — নির্মম, ঘোরতর, ভয়ঙ্কর, বেপরওয়া, শঙ্কহীন। (?)

নিয়ড় — নিকট, 'য়' শ্রুতিপ্রসূত।

নেউটিয়া — ফিরিয়া, উল্টা হইয়া, পুনরায়।

নেহা — < স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, তুল : বৈষ্ণব পদাবলী, নেহ, নেহা, লেহ, লেহা।

নেহাল — তুষ্ট, বশীভূত, খুশী।

[প]

পাগ — পাগড়ী, উষ্ণীষ।

পাটোয়ার — গজারোহী সৈন্য, বা যোদ্ধা, রণ হস্তী।

পুছ — < পৃছ, পালি : পুচ্ছ। জিজ্ঞাসা কর। চট্টগ্রামী বুলি।

পৃথিম্বিত — < পৃথিবীত। পৃথিবীতে। (বুলিজাত)।

পেলে, পেলাইয়া, পেলিয়া, পেলিল — ফেলে, ফেলাইয়া, ফেলিয়া, ফেলিল, < পেল্ল।

প্রাণ নিরপেক্ষ — প্রাণ উপেক্ষা করিয়া (যুদ্ধ করা), মৃত্যু ভয় ত্যাগ করিয়া (যুদ্ধ করা)।

[ফ]

ফাফর, ফাঁফর — বিমূঢ়, হতভম্ভ, নিরুপায়।

ফরমাইল — (আঃ) আদেশ করিল, বলিল, নির্দেশ দিল। তুল : ফর্‌মান।

ফেকিলা — (হিঃ) নিক্ষেপ করিলা, ছুঁড়িয়া ফেলিলা।

[ব]

বাউ, বাউর— < বায়ু, বায়ুর।

বাজিল — < বাঝিল< বাধিল। (যুদ্ধ) বাধিল।

বাদ — বাত, কথা, তুল : বাদ প্রতিবাদ, বাদী বিবাদী।

বান্দা — গোলাম, দাস।

বিচক্রিয়া — চক্রাকারে সজ্জিত করিয়া, বেড় দিয়া দাঁড় করাইয়া, ব্যূহ রচনা করিয়া।

বিমর্ষন — বিবেচনা, চিন্তা, ভাবিয়া স্থির করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আলোচনা।

বুলেন্ত — ঘুরিয়া, পরিক্রম করিয়া।

বেজন — ব্যঞ্জন, সালুন।

[ভ]

ভাঞ্জন — ভাজন, পাত্র। (স্নেহ)-ভাজন।

ভেট — দেখ, সাক্ষাৎ কর।

ভ্রমাইল — ঘুরাইল।

[ম]

মজকুর — নারী, মহিলা।

মজলিস — সভা, আসর।

মঙ্গল বিধান — যাত্রা করার কিংবা অনুষ্ঠান শুরু করার পূর্বক্ষণের শুভ ও সাফল্য কামনার্থ যে আচার তাহাই মঙ্গল বিধান।

মল্ল — কায়িক শক্তিতে বিশিষ্ট যোদ্ধা বা কুস্তিগীর।

মল্ল-মেল — মল্লসভা, মল্লসমাজ।

মিশ্র — মিশর (দেশ)।

মুতি — মোতি, মুক্তা।

মুশ্চাগত — মূর্ছিত।

মুহমিন — মুমীন, মোমেন, ইসলামে বিশ্বাসী।

মুহুশ্চিত — মূর্ছিত।

মেল — মেলা, সভা, সমাজ, শ্রেণী।

মেলিয়া — বিস্তার করিয়া, প্রসারিত করিয়া, 'দূরে নিক্ষেপ' অর্থে ব্যবহৃত। তুল : মেলানি—বিদায়, কাপড় রৌদ্রে মেলিয়া দেওয়া।

[র]

রাএ — রব করে।

রুম — তুরস্ক (Turkey)।

রোএ — রোদন করে।

[শ]

শিরত্রাণ — শিরস্ত্রাণ (Helmet)।

শিরপাউ, শিরপাগ — কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ কাহাকেও উষ্ণীষ উপহার দেওয়া। তুল : শিরোপা, শিরঃপদ। শিরঃপাগ।

শীঘীর — শীঘ্র।

শের, সের — ব্যাঘ্র।

[স]

সজীবে — আপোশে, শান্তভাবে।

সভান — সবার, সকলের।

সমসর — সমকক্ষ, তুল্য, সমান। তুল : একসর — একা, একাকী, দোসর — সাথী।

সহস্রেক তিন ধিক তিরিশ — ১০০০×৩০×৩=১৩৩।

সাবুটি — সাপ্‌টি জড়াইয়া (ধরা)। জাপটান।

সম্পিলা — প্রবেশ করিলা। [সং সম্পাত—পতন] 'রণে ঝাঁপাইয়া পড়িলা' অর্থে।

সিফর — যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ।

[হ]

হদ — সীমা, অবধি।

হেমাইত — < সমাহিত। অবহিত ভাবে, সতর্ক ভাবে, সাবধানে। চট্টগ্রাম বিভাগের বুলিজাত।

সংযোজন : জয়েনউদ্দীনের পীরের নাম শাহ মুহম্মদ খান। 'মক্তুল হোসেন'-এর কবি মুহম্মদ খানের মাতৃকুলের সবাই ছিলেন পীর। তিনি স্বয়ং ছিলেন প্রখ্যাত পীর সদরজাহাঁ আবদুল ওহাবের দৌহিত্র এবং নামজাদা পীর মীর সৈয়দ সুলতানের মুরীদ। জয়েনউদ্দীন কি এই মুহম্মদ খানকেই পীর করেছিলেন? এ অনুমান সত্য হলে, জয়েনউদ্দীন সতেরো শতকের শেষার্ধের কবি।